মা!

আপনার

অকৃতী সন্তানের

ভক্তি-উপহার

গ্রহণ

করুন।

র্ম্ম দেশকালপাত্রের অনুরূপ। প্রকৃতির বিরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে বিকৃতির সম্ভাবনা; তাই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের পালনেই প্রসাদ, ভ্রংশে বিষাদ।

দেবগণ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদিগের লীলায় লোকরক্ষা হয়—ক্রীড়ায় বিশ্বহিত নিহিত থাকে। আর দৈত্যগণ দৈহিক সুখের উৎকর্ষসাধনে ক্রিয়াশীল; তাঁহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে স্বার্থনিহিত।

দেবগণের নিষ্কাম কার্য্যে কামনার সংস্রব ঘটিলে প্রকৃতির বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহার ফলে—কর্ম্মভ্রংশে শক্তিহানি। দৈত্যগণ দৃঢ়-কর্ম্মা বলিয়া কর্ম্মবলে প্রবলশক্তি, আত্মম্ভরিতা দৈত্যগণের সম্ভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; তাই তাঁহারা দেবপ্রাধান্যে ঈর্ষ্যাপর হইয়া দেবনির্যাতনে বার বার সচেষ্ট। মার্কণ্ডেয়-সপ্তশতীতে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। শুম্ভের দেবনিগ্রহ সেই সকলের মধ্যে অন্যতম। দেবগণ যখনই শক্তিহীন হইয়াছেন, তখনই সমবেত চেষ্টায়—মাতৃপূজায় শক্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করিয়াছেন। শুম্ভপীড়ন নিরাকরণ করিতেও দেবগণ সমবেত হইয়া মহিয়সী শক্তির উদ্বোধনে স্বর্গের পুনরধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের মাতৃপূজাগ্রন্থে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা উদ্দেশ্য। কর্ম্মবীর শুম্ভের কর্ম্মযোগে ইন্দ্রত্বলাভ—ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির কর্ম্মাধিকার-লোপ; যজ্ঞভাগে দেবগণ বঞ্চিত, দৈ[illegible] সম্বর্দ্ধিত; ইহার ফলে দেবগণ অনশনে ক্লিষ্ট এবং অমর বৃ[illegible] হ জীবিত; মৃতকল্প হইয়া পড়িলে তাঁহারা বিশ্বমাতার পূজা[illegible] পুনর্বার ইন্দ্রত্বলাভে সমর্থ হন; ইহারই পরিস্ফুটনে [illegible] "[illegible]পূজা" নামে আখ্যাত হইল।

কর্ম্মযোগী শুম্ভ সমদৃষ্টি হইয়া প্রজারক্ষা [illegible] ...কলেও অনুচর দৈত্যগণের দুরাচারের ফলেই লোকরক্ষাবিরোধী কর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিলেন। প্রকৃতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ না থাকিলে রাজ্যে নীতিবিরোধ ও প্রজাপীড়ন হয়—ফলে প্রজাগণের মানসিকী শক্তির তিরোধান ঘটে; উত্তরোত্তর নির্যাতন সহিতে সহিতে প্রজাদিগের যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়, তখন প্রতিকারসাধনে সমবেত-চেষ্টার স্বতই উদ্রেক হয়; তজ্জন্যই রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ ঘটে। এই নীতির বশে প্রবল দৈত্যরাজশক্তির বিরোধে দেবপ্রজাশক্তির উত্থান।

শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে মাতৃপূজা লিখিত হইলেও ইহাতে শক্ত্যানন্দ, ত্রিদিবরঞ্জন, পূর্ণেন্দু, শোভা প্রভৃতি কতিপয় কাল্পনিক চরিতের সমাবেশ করা হইয়াছে। এগুলি নাটকোচিত সাঙ্গরূপক অলঙ্কারের সমূর্ত্তিক অবতারণামাত্র। কর্ম্মযোগী শুম্ভের পুণ্যফল—পুত্র—পূর্ণেন্দুরূপে অবতীর্ণ, শুম্ভকর্ত্তৃক তাহার বিনাশের পর শুম্ভের বিনাশ। পুণ্যফলের নাশেই মহাশক্তির হস্তে মুক্তি। ইহাতে চণ্ডী-বিবৃতির কোনরূপ বিপর্য্যয় করা হয় নাই। এখন পাঠকগণের নিকট ইহার আদর হইলে সার্থকশ্রম হইব।

পরিশেষে অবশ্যপ্রকাশ্যবোধে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি—আমার সমপ্রাণ সুহৃৎ দৈনিক-সমাচারচন্দ্রিকা সারস্বতপ্রসূনাঞ্জলি বিশ্বদূত প্রভৃতি পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রহস্যোদ্ভেদক্ষম শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কন-সংক্রান্ত সংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহাদিগের উৎসাহে ও আগ্রহে এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ঘোষালচক, হাওড়া,
২রা আষাঢ়, ১৩১৫।

গ্রন্থকারস্য।

পাত্রগণ।

নারায়ণ, মহাদেব, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ। কুমার—
দেবসেনাপতি। জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র। দেববালকগণ। ত্রিদিবরঞ্জন—
ভূতপূর্ব্ব দেবসভ্য। শক্ত্যানন্দ—অদৃষ্টপুরুষ। কামদেব। বসন্ত।
চিত্ররথ—গন্ধর্ব্বরাজ। শুক্রাচার্য্য। শুম্ভ—দৈত্যরাজ।
নিশুম্ভ—রাজসহোদর। পূর্ণেন্দু—শুম্ভের পুত্ররূপী পুণ্যফল।
চণ্ড, মুণ্ড—দৈত্যবীরদ্বয়। ধূম্রলোচন—সৈনাধ্যক্ষ।
রক্তবীজ—শুম্ভের প্রধান সেনাপতি। উদগ্র—
দৈত্যবীর। সুগ্রীব—রাজদূত। দৈত্যসৈন্যগণ।
স্তুতিপাঠকগণ। ঋষিবালকগণ।
ভিক্ষুকদ্বয়। দ্বারবানদ্বয়।
লোভ। পাপ।

পাত্রীগণ।

ভগবতী। কালিকা। লক্ষ্মী। শান্তি। তুষ্টি। মাতৃকাগণ—
ব্রাহ্মীশক্তি, বৈষ্ণবীশক্তি, ঐন্দ্রীশক্তি, মাহেশ্বরী-
শক্তি, কৌমারীশক্তি ইত্যাদি। যোগিনীগণ।
স্বর্গমাতা। হেমপ্রভা—শুম্ভের স্ত্রী।
শোভা—পূর্ণেন্দুর স্ত্রী। ঈর্ষ্যা।
প্রতারণা। নিন্দা। নিদ্রা।
নর্ত্তকীগণ। বিদ্যাধরীগণ।
শোভার সখীগণ।

লক নাটক।

মাতৃপূজা

বা

স্বর্গোদ্ধার

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"
যা শক্তির্জগতি প্রজাঃ প্রসৃজতি প্রজ্ঞাশ্চ সন্তাতি বৈ
ধ্বান্তং সংহরতে শমং জনয়তে দীপ্তিসুধাং সূয়তে।
ত্যক্ত্বা কর্ম্ম সুরাঃ সমেত্য দিবি তে শক্তিপরাং সেবতে
সা শক্তিমহতী দধাতু নিয়তং শান্তিমতিং শাশ্বতীম্॥

নাটক

শ্রীকুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

(সুপ্রসিদ্ধ গায়ন

শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস মহাশয়ের

যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত)

শ্রীরতিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-

"মাতৃপূজা" নাটক পাইবার ঠিকানা।

গ্রন্থকারের নিকট—ঘোষাল চক। পোঃ পাঁচলা, হাও:

গুরুদাস-লাইব্রেরী—২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, যোড়াসাঁকো,

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, পোঃ বড়বাজার কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

PRINTED BY N. C. PAL, "INDIAN PATRIOT PRESS,"
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

1908.

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা, হাটখোলা, ২৪নং আনন্দ খাঁর লেনস্থ আয়ুরারোগ্যমন্দিরের সুযোগ্য চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুচিকিৎসাগুণে আমি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় গ্রহণে অনুরোধ করি। মাতৃপূজার গ্রন্থকার।

মাতৃপূজা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দাকিনী-তীর।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

গান।

ইমন্—কাওয়ালী।

শক্ত্যানন্দ। ঘুমঘোরে কেন ভাই অচেতন?
বিনা জাগরণ, শক্তি-আবাহন
হবে না হবে না পাপ-দানব-দল-দলন।
একবার মেলে আঁখি,
চারিদিক্ দেখ দেখি,
জ্বলিছে রে কি ভীষণ হুতাশন—

নব বল হৃদে ধর,
শক্তির প্রতিষ্ঠা কর,
বল জননী, রণ-রঙ্গিণী,
কর দশভুজা-মহাপূজা সহ দশ প্রহরণ।

(স্বগত) আঁধারের পর আলোক, বিষাদের পর পুলক, তাপের পর বৃষ্টি, ধ্বংসের পর সৃষ্টি,—এই ত চিরনিয়ম। তবে বৃথা চিন্তা করি কেন ? দৈত্যরাজত্বের অত্যাচার বিকার। দেবরাজত্বের শান্তি স্বভাব। একটানা স্রোত নিয়ত বয় না। প্রকৃতি-সুন্দরী নিয়ত এক সাজে সেজে থাকতে ভালবাসেন না। কখনও ভয়ঙ্করী রুদ্রা—কখনও হাস্যাধরা শান্তি—প্রকৃতির অনন্তলীলা! যিনি সূর্য্যে প্রকাশ-শক্তি, অনলে দাহিকা শক্তি, অনিলে বিশ্বপ্রাণময়ী শক্তি, পর্জ্জন্যে বর্ষণকরী শক্তি, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রী ব্রহ্ম-শক্তি প্রকৃতি আত্মার চরণে কোটী কোটী নমস্কার। এই যে গন্ধর্ব্বগণ ভক্তি-মধুর-কণ্ঠে ঐশী গীতি গায়িতে গায়িতে এই মন্দাকিনী-তীরে আস্‌ছেন।

গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

গান।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

গন্ধর্ব্বগণ। জয় বিশ্ব-ঈশ্বরী, নিত্যময়ী, নিরাকারা,
সগুণে ব্রহ্মাণ্ডরূপা, অখণ্ডমণ্ডলাকারা।
তুমি প্রকৃতি পরমা,
তুমি মা সুরমা রমা,
তোমার তুমি উপমা,
তুমি নিত্য সারাৎসারা।

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী, তুমি ত্রিশক্তিরূপিণী,
দেহে প্রাণ তুমি জ্ঞান,
তুমি ধ্যান-বিধায়িনী ;—
তুমি তেজ, তুমি কান্তি,
তুমি মোহ, তুমি ভ্রান্তি,
তুমি ক্রোধ, তুমি ক্ষান্তি,
তুমি শান্তি-সুধা-ধারা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

রক্তবীজ ও কুমার।

রক্তবীজ। তুমি কি জান না যে, মহারাজ শুম্ভের মন্ত্রিত্ব, সেনাপতিত্ব—একমাত্র এই রক্তবীজের দ্বারা নির্ব্বাহিত হচ্ছে ?

কুমার। সম্পূর্ণ জানি ; সে কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তবীজ। তবে আজ্ঞাপালনে অবজ্ঞা প্রকাশ কর্‌ছ কেন ?

কুমার। আজ্ঞে, অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই।

রক্তবীজ। অবজ্ঞা আবার কাকে বলে ?

কুমার। আপনি রাজপ্রতিনিধি ; আমরা—দেবগণ আপনাদের প্রজা। প্রজাগণের প্রাণের শান্তি নষ্ট কর্‌বেন না।

রক্তবীজ। সংযত রসনায় কথা কও দেবসেনাপতি! যাও—দেবগণকে নিষেধ কর—তারা যেন স্বর্গভূমির বন্দনাসূচক কোন গান না করে। কি! স্থির—নীরব রৈলে যে?

কুমার। আমার একটি আবেদন আছে।

রক্তবীজ। কি, শীঘ্র বল।

কুমার। প্রজাগণের গৃহে গৃহে কঠোর আদেশ প্রচার করুন, তারা যেন নিজ নিজ গর্ভধারিণী মাকে আর মা বলে না ডাকে।

রক্তবীজ। এ কথার ত কিছুই মর্ম্মভেদ করতে পারলেম না। তোমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটেছে;—তুমি আমার হৃদয়কে এত নীচ—এত নিষ্ঠুর—মনে করো না যে, আমি প্রজাদের মাতৃভক্তির পথে কণ্টক-রোপণ করব।

কুমার। তবে মাতৃপূজায় বাধা দিচ্ছেন কেন? সন্তান প্রসূত হলে কি বলা যায়? ভূমিষ্ঠ হয়েছে—এই কথা ত? দেখুন—মাতৃজঠর হতে জগতে এসে প্রথমেই জন্মভূমির কোলে শয়ন; তার পর জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় জন্মভূমি। এমন জননীর জননী স্নেহময়ী মা চিরদিনই সন্তানের বন্দনীয়া। আমাদের জন্মভূমি স্বর্গধাম—আমরা মায়ের কুপুত্র হয়ে, অধার্ম্মিক সেজে, আপনাদের কলঙ্কিত প্রজা হয়ে বিচরণ করতে পারব না।

রক্তবীজ। ও ভণ্ডামি আমি শুনতে চাই না। তোমাদের এই স্বর্গ মাতৃভূমি, মাতৃভূমির পূজা করবে কর; পূজায় ভক্তি চাই—ভক্তি মনের বস্তু—মুখের নয়। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজায় আরাধ্য অধিক তৃপ্ত হন। কিন্তু তা নয়—তোমাদের সে উদ্দেশ্য নয়; তোমরা পুনরায় একতাসূত্রে বদ্ধ হয়ে স্বর্গ-উদ্ধারের চেষ্টা করছ। তুমি দেব-সেনাপতি—দেবগণের অগ্রণী; সেই জন্য তোমাকেই বলছি, যাও

—তুমি দেবগণকে বল গে, আজ হতে যেন তাদের মুখে স্বর্গবিষয়ক কোন কথা শুন্‌তে না পাই।

কুমার। আপনার মনে—দেবগণ পুনরায় স্বর্গরাজ্য উদ্ধার কর্‌বে —এই আশঙ্কার উদয় হয়েছে। সে আশঙ্কাকে কিন্তু হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান দেবেন না। দেবগণের আর কি আছে? তেমন সাহস—উদ্যম—তেজ—কিছুই নাই। তবে তাদের আছে সহিষ্ণুতা! এমন সহিষ্ণুতা বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের কোন জাতিরই নাই! তাই দেবজাতি আজ অধঃপতিত! এই অধঃপতিত দেবগণ আবার উন্নত হবে—আপনাদের প্রবল শক্তি জয় কর্‌বে—স্বপ্নেও ভাব্‌বেন না। তবে এ কথা বল্‌তে পারি—যে দিন আপনাদের ন্যায়-তুলাদণ্ডের তৌলকরণ পাত্রদ্বয়ের একটি উন্নত, অপরটি অবনত হবে, সে দিন এই হীনশক্তি দেবগণের প্রাণে সেই বিশ্বশক্তিময়ী এমন শক্তি দেবেন, যে শক্তির কাছে আপনাদের প্রবলশক্তি অনলে তৃণের ন্যায় দগ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ন্যায়ের পূজা কর্‌লে কারও সাধ্য নাই যে, আপনাদের মস্তকের একটি কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে পারে।

রক্তবীজ। বাচালতা প্রকাশ কর্‌ছ কেন? আজ্ঞা অবহেলা করো না।

কুমার। অন্যায় আজ্ঞা পালন করে অধর্ম্ম অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌ব না। গর্ভধারিণী জননীকে যেমন মা বলে ডাক্‌তে ভুল্‌ব না, তেমনই পুণ্যময়ী স্বর্গভূমির বন্দনাও কিছুতেই পরিত্যাগ কর্‌ব না।

রক্তবীজ। আমিও বল্‌ছি, পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

কুমার। আপনারা রাজপুরুষ, ধর্ম্মপ্রতিপালক। দেবতাদের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেবেন না; তারা কিছুতেই সঙ্কল্পভ্রষ্ট হতে পার্‌বে না। আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলেছেন, স্বর্গভূমিকে মনে মনে ভক্তি কর্‌তে—পূজা

কর্‌তে ; কিন্তু ভক্তির উদয় স্বভাবতঃ সকলের হয় না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই—তার পর জ্ঞান—তার পর ভক্তি। দেবগণ প্রাণের তৃপ্তির জন্য,—স্বধর্ম্ম-পালনের জন্য—মাতৃপূজা-মহাসাধনায় কিছুতেই পরাঙ্মুখ হবে না।

রক্তবীজ। ভক্তি বুঝি না—তৃপ্তি বুঝি না—স্বধর্ম্মপালন বুঝি না—মাতৃপূজার মহাসাধনার কথা কিছুই শুন্‌তে চাই না। আমি আদেশ কর্‌ছি—আদেশ পালন কর্‌তে হবে।

কুমার। পূর্ব্বেই বলেছি—অধর্ম্মমূলক আদেশ-পালনে বাধ্য নই।

রক্তবীজ। শেষে—অনলে পতঙ্গ হয়ে ছারখার হতে হবে।

কুমার। তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্র হয়ে যদি অনলে ঝাঁপ দেয়, তা হলে দেবতারা পুড়ে ছারখার হবে—কি অনল নিবে যাবে, তা কে বল্‌তে পারে ?

রক্তবীজ। বুঝেছি, তোমাদের মনে কুটিলতা—পাপকল্পনা—প্রচুর পরিমাণে পোষা আছে। আচ্ছা, তুমিও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—আমিও অবতীর্ণ হই। দেখি, তোমাদের তেজোগর্ব্ব খর্ব্ব হয় কি না।

কুমার। বিধাতা যদি দেবভাগ্যে এ অপেক্ষা লাঞ্ছনা লিখে থাকেন, তবে তা কে খণ্ডন কর্‌বে ? কিন্তু একটি কথা বলি—স্থিরভাবে বিবেচনা করুন, আমার কথায় তাচ্ছল্য কর্‌বেন না ; কোটী কোটী দেব-প্রজার হৃদয়ের কথা আমার এক মুখে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রজার শান্তিতে রাজার শান্তি। আমরা নিরীহ দেবজাতি—আমাদের নির্যাতন করে এ পর্য্যন্ত কেহই সুখী হতে পারে নাই ; আমাদের প্রাণে ব্যথা দেবেন না। দৈত্যপ্রজারা আপনাদের যতই উপহার প্রদান করুক, কিন্তু আমাদের মত এমন সরল ভক্তি কেউ আপনাদের উপহার দিতে পারেন না। দৈত্য-রাজ-শক্তি আমরা মাথায় করে রেখেছি। রাজা রাজ্য-

সরোবরে শতদল পদ্ম, প্রজা তার জীবনস্বরূপ জল। অধিক আর কি বল্‌ব।

রক্তবীজ। অসম্ভব সাহস, কুমার! আমার সম্মুখে একথা উচ্চারণ কর্‌তে তোমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শঙ্কার উদয় হল না!

কুমার। যে দিন রাজভক্তির ত্রুটি কর্‌ব—স্বর্গমাতার কুসন্তান হব, -সেদিন মনে শঙ্কা আস্‌তে পারে। এখন কিসের ভয়? নিষ্পাপ হৃদয় সর্ব্বদাই নিঃশঙ্ক।

রক্তবীজ। যাও, তোমার নিঃশঙ্ক হৃদয় লয়ে আমার সম্মুখ হতে দূর হও। তার পর আমার শক্তি থাকে, তোমাদের মনোবৃত্তি-স্রোত রোধ কর্‌ব।

কুমার। ভাল দেখা যাক্‌, স্রোত প্রতিহত হয়, কি আরও প্রবল-বেগে প্রবাহিত হয়! বিশ্ববাসিগণ দেখুক, মাতৃপূজার পরিণতি কি হয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব্বগণের পুনঃপ্রবেশ।

গান।

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

গন্ধর্ব্বগণ। প্রাণে সঞ্চারিবে কবে নব বল?
মুছাবে কবে মা! অবিরল আঁখি-জল?
ছিন্ন হবে কবে দাসত্ব-শৃঙ্খল,
কবে স্বাধীন হবে সুরদল,
কবে শোভিবে স্বর্গে শান্তি ঢল ঢল?
আপন সন্তানে ধূলায় ফেলে,
পরের ছেলেকে নিলি মা কোলে,
মা না তোর দোষ নাই—নিজ কর্ম্মফল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। (স্বগত) এত চেষ্টা করি, নিষ্কলঙ্কভাবে জীবনকাল অতি-বাহিত কর্‌তে; কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্য, বিধাতা আমাদের সে আশা-পূরণে যেন অনভিলাষী। কুসঙ্গের অশেষ দোষ, একদিনের জন্যও আত্মপ্রসাদলাভ ভাগ্যে ঘট্‌ল না। কেবল অশান্তির তীব্র জ্বালা! বিনা দোষে দেবগণের প্রতি অত্যাচার! হায়! সুরেন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট—ভিখারীরও অধম! ভিক্ষুকের ভিক্ষায় লজ্জা নাই—কিন্তু রাজা মহারাজের ভিক্ষা মৃত্যু হতেও ভয়ঙ্করী—বিভীষিকাময়ী! সুরেন্দ্র—ত্রিদিবরাজ, দেবতা—অমর, তাই তাঁরা এত অপমানেও এখনও জীবিত! দেবগণের জীবনে কোন তৃপ্তিই নাই;—তাঁরা ভক্তি-মধুর-কণ্ঠে তাঁদের মাতৃ-ভূমির বন্দনা করেন, তাও নিষ্ঠুর দৈত্যজাতির প্রাণে সহ্য হল না। জগদীশ, আর কেন? আর অধর্ম্মের অভ্যুদয় কেন? শীঘ্র আমাদের দৈত্যকুল নির্ম্মূল কর। সর্ব্বাগ্রে এই চণ্ডের দেহ শ্মশানভস্মে পরিণত কর। অনুতপ্ত-জীবন-ভার আর বহন কর্‌তে পারি না।

মুণ্ডের প্রবেশ।

মুণ্ড। দাদা! পাষণ্ড হতে পার্‌লেম না! অনেক চেষ্টা কর্‌লেম,—কর্কশ হ'তে পার্‌লেম না! আপনার আদেশে যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর্‌তে গিয়েছিলেম, অনেকদিন মর্ত্ত্যে যজ্ঞের উৎসব দেখি নাই; ঋষিগণের

ভক্তি-ভাব-পূর্ণ বেদোচ্চারণ শুনে দেবগণ উপস্থিত হলেন ;—কাতর-কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "বৎসগণ, বহুদিন অনশনে আছি,—" রোগীর মুখে হাস্যের ন্যায়—শুষ্ক বৃক্ষে কুসুমের ন্যায়—দেবগণের বিষণ্ণ মুখ সে সময়ে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হল। তাঁরা আহুত হবি ভোজন কর্‌তে যাচ্ছেন, অম্‌নি আমি পিশাচ—দয়া-মায়া-শূন্য হয়ে—"সেই হবিতে আমাদের অধিকার—" এই কথা প্রকাশ কর্‌লেম। তথনই দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞীয় ভাগ প্রদান কর্‌লেন ; কিন্তু তাঁদের এই ঘোর দুঃখের দিনেও এমন অসাধারণ উদারতা দেখে, আমার চক্ষু আপনি অশ্রুময় হয়ে গেল ; করযোড়ে নিজ দোষের মার্জ্জনা চাইলেম ; তাঁদের প্রাপ্য বস্তু তাঁদের দিয়ে এলেম।

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্তবীজ। ভীরু! তোর বাল্যকাল হতে স্বভাব জানি। স্বর্গ-আক্রমণের সময় তুই দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে চাস্ নাই। সেই-জন্য ক্রোধে তোর মস্তক মুণ্ডন করে দিয়েছিলেম ; মুণ্ডিত-মস্তক দেখে দৈত্যবালকগণ উপহাস করে তোকে "মুণ্ড মুণ্ড" বলে সম্ভাষণ কর্‌ত। সেই অবধি তোর ঐ ঘৃণিত নাম দৈত্যসমাজ হতে গেল না। তুই যে চণ্ডের ভ্রাতা 'প্রচণ্ড'—এ কথা জনসাধারণে জান্‌লে না! এখনও বলি, আমার কথা শোন্—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর্—বীরত্বের সাধনা কর্।

মুণ্ড। সেনাপতি মহাশয়, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি—প্রাণান্তপণে প্রকৃত বীরত্বের সাধনা করব।

রক্তবীজ। তার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মুণ্ড। বুঝেছি, যেজন্য তিরস্কার কর্‌ছেন। কিন্তু যাঁরা বলপূর্ব্বক দেবতার প্রাপ্য আহুতি গ্রহণ কর্‌ছেন, তাঁরা দেবতার কাজ কি

কচ্ছেন? যজ্ঞ কি জন্য? সুবৃষ্টির জন্য। যজ্ঞধূমে মেঘ—মেঘ হতে বৃষ্টি—বৃষ্টি হতে অন্নের উৎপত্তি—অন্ন হতে জীবের জীবন-ধারণ। কিন্তু আমাদের রাজত্বে চারিদিকেই অন্নাভাব—দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের করাল মূর্ত্তি। হাহাকার—অশান্তি—অকাল-মরণ। কখন অনাবৃষ্টি—কখন অতিবৃষ্টি—দেবতার কাজ আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবে না। বলপূর্ব্বক যে যজ্ঞভাগ হরণ, তার নাম বীরত্ব নয়—ঘোর নিষ্ঠুরতা। প্রকৃত-বীরত্ব-প্রকাশে প্রাণে আত্মপ্রসাদের বিমল আনন্দের উপভোগ ঘটে।

রক্তবীজ। বল্, তোর সেই বীরত্ব কি।

মুণ্ড। যে দিন বলবানের নিষ্ঠুর পীড়ন হতে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্তে অশ্রুপূর্ণনেত্রে ছুটে যাব, যে দিন পীড়িতের কাতরতামাখা চীৎকার শুনে প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্বে—তার মুখে একটু জল দেব, যে দিন অনশনে ক্লিষ্ট—মৃতপ্রায় ক্ষুধিতের বিশুষ্ক মুখে একমুষ্টি অন্ন দিতে পার্ব, সে দিন জান্ব যে, আমার হৃদয়াকাশে বীরত্ব-সূর্য্যোদয় হতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

রক্তবীজ। তোমার এ কথায় পরম সন্তুষ্ট হলাম; আমিও ঐ ভাব হৃদয়ে পোষণ করি। কিন্তু এখন ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময় নয়—যে কোন প্রকারে হোক, অর্থসংগ্রহ কর্ত্তব্য।

মুণ্ড। প্রজাপীড়ন করে? তা আমি পার্ব না।

রক্তবীজ। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সন্তুষ্ট রাজার উন্নতি হয় না। আমরা রাজপুরুষ; সুতরাং প্রজার প্রতি আমাদেরও সন্তোষ নিতান্ত অনুচিত। অধিক কথা বল্তে চাই না; যদি তুমি পৌরুষ চাও, বীর বলে জনসমাজে পরিচিত হতে চাও, তবে আজ হতে আমার উপদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর। যদি পরাঙ্মুখ হও, তবে এখনই দৈত্যসমাজ হতে দূর হয়ে যাও।

মুণ্ড। সেনাপতি মহাশয়, আমি দৈত্যসমাজ হতে দূরীভূত হতে চাই না—আপনার আজ্ঞাই প্রতিপালন কর্‌ব। দয়া মায়া বিস্মৃত হয়ে নিষ্ঠুর পিশাচের অভিনয় কর্‌ব। সম্মুখে মহাধ্বংসের প্রজ্বলন্ত অনলরাশির সপ্ত জিহ্বা বিস্তৃত দেখ্‌লে স্বেচ্ছায় তাতে ঝাঁপ দেব। বলুন, আমাকে কি কর্‌তে হবে।

রক্তবীজ। আমাদের দৈত্যনীতির সার উপদেশ গ্রহণ কর—নিঃস্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দাও, হৃদয়কে নূতন উপাদানে গঠন কর, স্বার্থপর হও, অর্থচিন্তাশূন্য হয়ে একটি মুহূর্ত্তও বৃথা ক্ষেপণ করো না, অর্থের জন্য নিত্য নূতন কৌশল অবলম্বন কর, শিক্ষিতাভিমানী স্বর্গবাসীদের সামান্য কৃষক প্রজা মনে কর।

গীতকণ্ঠে শান্তি ও তুষ্টির প্রবেশ।

গান।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শান্তি ও তুষ্টি।　　বুঝ না বুঝ না পাপেতে মজো না,
সুধা ফেলে কেন গরল খাও ?
সরল সুপথ ত্যজিয়ে কেন
　　কুটিল কণ্টক কুপথে যাও ?
নিজ-প্রাণ-সম সকলে দেখ,
পরের কান্নায় কাঁদিতে শেখ,
অসার আমোদ, সাধিতে অবোধ,
　　কেন পরের প্রাণে বেদনা দাও ?
পিছু পিছু সদা ফিরিছে মরণ,
সে কথা কি কিছু নাহিরে স্মরণ ?
যতনে খোঁজ রে পরম রতন,
　　এই বেলা আঁখি মেলে চাও।

রক্তবীজ। দেখ্‌তে বালিকা; কিন্তু কথাগুলো যেন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের মত! কে তোরা?

পূর্ব্ব গানের অবশিষ্ট।

শান্তি ও তুষ্টি। শান্তি তুষ্টি মোরা ভগিনী দুজন,
শোন আমাদের সুনীতি-বচন,
জীব-হিত-ব্রত করিয়া সাধন,
জগত-মাতার মহিমা গাও।

[প্রস্থান।

রক্তবীজ। ঐ বালিকা দুটো বড়ই চতুরা। দেবতাদের নামে যজ্ঞাহুতি দেবার জন্য প্রায়ই মুনি-ঋষিদের উত্তেজিত করে শুন্‌তে পাই। যাও—ও দুটোকে রাজ্য হতে বহিষ্কৃত করে দাও।

মুণ্ড। (স্বগত) জগদীশ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। [প্রস্থানোদ্যম।

রক্তবীজ। শোন, আজ তোমার ত্রুটি, অপরাধ ক্ষমা কর্‌লেম; কিন্তু পুনরায় যেন তোমার রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য দেখ্‌তে না পাই। তুমি কদাচ আমাদের দৈত্যসমাজকে মনে মনে ঘৃণা করো না। স্বধর্ম্মপালন কর। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য এ সব বিচারে তোমার আবশ্যক নাই। শুধু কার্য্য করে যাও, তুমি অজ্ঞানে যাকে পাপ বলে মনে কর্‌ছ, হয় ত তার ভিতর অনন্ত পুণ্যরাশি সঞ্চিত থাক্‌তে পারে। মনের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর। দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের পীড়ন চিরদিনই চলে আস্‌ছে; বীরকুলে জন্মগ্রহণ করে বীরত্ব বিসর্জ্জন দিও না। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' —একথা যেন বিস্মৃত হয়ো না।

মুণ্ড। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

চণ্ড। সেনাপতি মহাশয়, আজ সরল হৃদয়ে আপনার কাছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর্‌ছি, আমিও এখনও আমার হৃদয়কে আপনার উপদেশ মত গঠন কর্‌তে পারি নাই।

রক্তবীজ। তুমিও কাপুরুষতা আশ্রয় করেছ?

চণ্ড। অনেক চেষ্টা কর্‌ছি, নিষ্ঠুর হতে পার্‌ছি না; পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, পবিত্র ভাবের পূজা কর্‌তে প্রাণ স্বতই প্রবৃত্ত। বিধাতা আমাদের হৃদয়ে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি সমুদয় বৃত্তিই দিয়েছেন; কিন্তু সে বৃত্তিগুলি বিষয়াসক্তির ভীষণ তর্জ্জনে হৃদয়ের কোন্ অন্ধতম স্থানে ম্লান মুখে লুক্কায়িত; একবার তাদের সযত্নে হৃদয়-বেদিকায় বসিয়ে স্বার্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন, বিশ্ব-সংসার কি ভীষণ শোকচিত্রে পরিণত হয়েছে! দেবতাদের শাস্তিতে মর্ত্ত্যরাজ্যের শাস্তি। দেবতারা শ্রীহীন—মর্ত্ত্যজীবও শ্রীহীন। এখনও যে সংসার জীবশূন্য হয় নাই, সে কেবল দেবতাদের অনুগ্রহে। তাঁদের এত দুর্দ্দশা—আমাদের নিষ্ঠুরতায় হবির্ভোজনে বঞ্চিত হয়ে অনশন-যন্ত্রণাভোগ—তবু তাঁদের সেই উদার-ভাব, সেই নিঃস্বার্থপরতা; জগৎ রক্ষার জন্য কত যত্ন।

রক্তবীজ। সে কেবল আমাদের অক্ষয়, অক্ষুণ্ণ প্রতাপে।

চণ্ড। কখনই নয়—যে বায়ু, অগ্নি, বরুণ, একা একাই জগৎ-ধ্বংস কর্‌তে পারেন, তাঁরা কি আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে ভীত হয়ে জীব-হিত-ব্রতে ব্রতী হয়েছেন?

রক্তবীজ। তুমি কি বল?

চণ্ড। তাঁদের স্বভাবই জীবের মঙ্গল সাধন করা।

রক্তবীজ। আম্‌রা শত্রু; আমাদেরও তারা মঙ্গলসাধন কর্‌ছে নাকি?

চণ্ড। তবে আর দেবত্ব কি? শত্রু মিত্রে যিনি সমদর্শন নন, তিনি আবার দেবতা কি? বলুন দেখি, পবনদেব যদি এক মুহূর্ত্ত আমাদের

প্রতি বিরূপ হন, তা হলে কি আমরা জীবনধারণ করতে পারি। দেখুন, অনুতপ্ত, অবমানিত, জীবন্মৃত দেবগণের পরোপকার ব্রত কত সুন্দর!

রক্তবীজ। তুমি দেবতাদের আর কোন প্রশংসাই অবশিষ্ট রাখ্‌লে না। আচ্ছা, দেবতাদের বাহুবলও যদি এত অপরিসীম, তবে তারা আমাদের হস্তে পরাজিত কেন?

চণ্ড। বিধাতার ইচ্ছায় সবই হয়। যদি দৈবাৎ পতঙ্গের হস্তে মাতঙ্গের পরাজয় হয়, তা বলে কি পতঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ বল্‌তে হবে?

রক্তবীজ। দেবতারা যদি পরম ধার্ম্মিক, তবে তাদের পতন হল কেন?

চণ্ড। উন্নতি পতন, সংযোগ বিয়োগ, জন্ম মৃত্যু, সংসারের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। বর্ত্তমান সময়ে আমরা উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করেছি; পতন-কালও সম্মুখে উপস্থিত। ঐ যে কোটী কোটী দেবতার—কোটী কোটী মর্ত্ত্যজীবের উষ্ণ অশ্রুপ্রবাহে শস্যপরিশূন্যা ধরণীর শুষ্ক মরুদেহ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্যের কি উপসংহার হবে না? ঐ যে ত্রিদিবেশ্বর পুরন্দরের প্রিয়পুত্র বীর কুমার জয়ন্ত হিমালয়ের পাদমূলে অজিনাসনে উপবেশন করে অশ্রুপরিস্রুতগণ্ডে—ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে "মা মা" স্বরে গগনতল প্রতিধ্বনিত কর্‌ছে, এ কি আমাদের পতনের জন্য নয়? ঐ যে পুলোমদুহিতা বীর-হৃদয়া শচীদেবী ভিখারিণী-বেশে নৈমিষারণ্যে বসে কর-লগ্ন-কপোলে স্থিরদৃষ্টিতে ধরিত্রীর পানে চেয়ে আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসবৎ তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌ছেন, এ কি আমাদের পতনের কারণ নয়?

রক্তবীজ। চণ্ড, ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত উপস্থিত—সম্মুখে আমাদের দৈত্য-জীবনের সুখ দুঃখের সন্ধিস্থল। এতদিন সমস্ত দেবগণ নিদ্রিত ছিল;

ক্রমে দেখ্‌ছি, তাদের মধ্যে দুই-একটি জাগ্রত হয়েছে। যদি সকলে যুগপৎ জাগ্রত হয়ে উদ্যম, অধ্যবসায় অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় তারা স্বর্গরাজ্য উদ্ধার কর্‌বে। তা হলে আমাদের দুঃখের আর পরিশেষ থাক্‌বে না। স্বদেশ পাতালে গিয়ে অন্নাভাবে প্রাণ হারাতে হবে। তাই বলি, তোমার মন যতই কোমল হোক, তাকে কঠিন কর—দেবনির্যাতনে ব্রতী হও। দেবগণ একটু প্রশ্রয় পেলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত কর্‌বে। আমাদের পথের ভিখারী হতে হবে।

চণ্ড। আমি প্রাণপণে যত্ন কর্‌ব। পরিণাম ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। তবে এটা নিশ্চয় জান্‌বেন, আমি স্বজাতি-সংস্রব পরিত্যাগ কর্‌ব না—তাতে মৃত্যু হয়, তাও শ্রেয়ঃ। আজন্ম রাজ-অন্নে পরিবর্দ্ধিত হয়েছি, তার প্রতিদান কিছুই দিতে পারি নাই—রাজার সন্তুষ্টিজন্য অসাধ্যসাধন কর্‌ব। পৈশাচিক উপাদানে দেহের গঠন কর্‌তে হয়, তাও কর্‌ব।

রক্তবীজ। তবে যাও, সদম্ভে সাহঙ্কারে ত্রিলোকবাসীর উপর আধিপত্য কর—কাকেও কিছুমাত্র ভয় করো না; স্বজাতি ভিন্ন সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে—এমন কি শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান কর্‌বে; নতুবা আমাদের তেজোগৌরব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে না।

চণ্ড। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। (জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া) ভাই স্বর্গবাসিগণ, সম্মুখে এই যে খর্জ্জুর-বৃক্ষবৎ নশ্বর কলেবর মহাপুরুষটি দণ্ডায়মান, এঁকে

তোমরা চেন না ; ভগ্নপাদ নক্ষত্র, ক্রূরবার ত্র্যহস্পর্শ, আর বিসূচিকা ব্যারাম—এঁরা সব পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণে মিলিত হয়ে এই অদ্ভুত মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছেন। আহা! নামটী কি সুললিত—রক্তবীজ! যেন রসে ঢল ঢল কর্‌ছে! ইনিই এখন আমাদের বিধাতাপুরুষ! স্বর্গ-রাজ্যটাকে চুষে খেলে বাবা—চুষে খেলে। ভাই সব, চারিদিকেই এই রক্তবীজের চেলা ঘুর্‌ছে। বুঝে চল ভাই—বুঝে চল। (রক্তবীজের প্রতি) কি বঁধু, কেমন আছেন ?

রক্তবীজ। কে, ত্রিদিবরঞ্জন ? দেহের অবস্থা তত ভাল নয়।

ত্রিদিব। এত সুমেরুশৈলে বায়ু-সেবন—অশ্বারোহণে মন্দাকিনী-তীরে ভ্রমণ—দেবতাদের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আকণ্ঠভোজন—তবু আর আরাম পাচ্ছেন না, লীলাময় ?

রক্তবীজ। সত্যই আমি অসুস্থ।

ত্রিদিব। অশ্বিনীকুমারের সজীব ছাত্র আমি। দেখি, নাড়ী দেখি। (তথাকরণ) কি সর্ব্বনাশ! আপনার যে, ক্ষুধাবৃদ্ধি রোগ! পেটে যে ভস্মকীট জন্মেছে—যেই খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে হজম—দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

রক্তবীজ। দেখ ত্রিদিবরঞ্জন, সব সময় পরিহাস ভাল লাগে না। আর তাই বা কেন ? তুমি কি আমার পরিহাসের যোগ্য ? আমার পদ-বৃদ্ধি হয়েছে, এ কথা যেন তুমি জেনেও জান না।

ত্রিদিব। পদবৃদ্ধি হয়েছে, কয়টী পদ ? সম্প্রতি কি চতুষ্পদ হয়েছেন ? মাপ কর্‌বেন, আমি পামর। চর্ম্মচক্ষে দর্শন কর্‌তে পাই নাই। হুঁ! এই যে, কপালেও শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে। মহাদেবের ললাটে জ্ঞাননেত্র ফুটেছিল, আপনারাও ললাটে এই যে সুবুদ্ধির কোঁড় গজাচ্ছে ;—এই জন্য দুটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শৃঙ্গ মাথাঝাড়া দিয়ে বেরুচ্ছে।

দেববালকগণের প্রবেশ এবং স্থানমার্জ্জনচ্ছলে করুণ-সঙ্গীত ।

বিভাস—একতালা ।

আর কতদিন অধীন জীবনে এ দুঃখযাতনা সহিব রে !
দৈত্যের আদেশ মাথায় করিয়ে কতদিন আর বহিব রে !
হায় রে ! ত্রিদিব আনন্দ, আঁধারে কোথায় মিশেছে রে !
মনে করি ভুলি, ভুলিতে না পারি,
স্মৃতিটুকু প্রাণে জাগিছে রে !
আর কি পোহাবে এ দুঃখ রজনী,
সে সুখ-দিনমণি দেখিব রে !
যখনি মায়ের রুক্ষ মলিন বেশ মনে পড়ে,
তখনি কেবল ছল ছল চখে অবিরল জলধারা ঝরে !
কবে মার মুখে হাসি দেখা দিবে
আমরা দেখিয়ে পরাণ জুড়াব রে !

[প্রস্থান ।

ত্রিদিব । বৎসগণ ! তোমরা দুঃখের চরম সীমায় এসেছ, সুখ অতি নিকট ।

নিশুম্ভের প্রবেশ ।

নিশুম্ভ । (স্বগত) রাজকার্য্য কূটতত্ত্বে পরিপূর্ণ । এতে কি তৃপ্তি আছে ? এ নীরস বিষয়ে আমি কিছুতেই প্রলিপ্ত হব না । জীবনে শান্তি কে না চায় ? প্রজার আবেদন, দেবতার রোদন, আমার শোন্‌বার আবশ্যক কি ? কেন, রক্তবীজ কি অনুপযুক্ত পাত্র ! সকলেই তার দোষ দেয় । তার দোষ কি ? রাজকার্য্য কর্‌তে গেলে সকলের চিত্তরঞ্জন করা যায় না । যাদের স্বার্থে হানি হবে, তারাই নিন্দাবাদ

প্রচার কর্‌বে। সে সব দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। আমি অনেক বিবেচনা করে রক্তবীজের উপর সমুদয় ভার অর্পণ করেছি। নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে বেশ সদানন্দে আছি। নৃত্যগীত, আদিরসাত্মক কাব্য, ইচ্ছামত ভ্রমণ, এই সমস্তই আমার জীবনের আরামের সামগ্রী। (প্রকাশ্যে ত্রিদিবরঞ্জনের প্রতি) কি ত্রিদিবরঞ্জন! কেমন আছ?

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত ভাল থাক্‌লেই——

নিশুম্ভ। আমি তোমাকে পেয়ে বেশ চিত্তসুখে আছি, তোমার মনটি বড় সরল।

ত্রিদিব। আজ্ঞে সে কেবল শ্রীযুতের দয়া! শ্রীযুতের দয়া!

নিশুম্ভ। দেখ ভাই! তুমি ইন্দ্রের সভাসদ্‌ ছিলে, তোমাকে ঘৃণা করি নাই, সরলচেতা বলে তোমার সঙ্গে সখ্যস্থাপন করেছি।

ত্রিদিব। শ্রীযুতের দয়া! শ্রীযুতের দয়া!

নিশুম্ভ। দেখ কেমন সুন্দর প্রকৃতির শোভা! বসন্তকালের মত সুন্দর কাল আর নাই!

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! বসন্তকালের মত সুন্দর কাল কি আর আছে! ঋগ্বেদে বল্‌ছে বসন্তকাল ঘৃতোপম; আমি বলি, ও—ঘৃতোপম, অমৃতোপম দুইই। ওঃ! ওদিকে মলয় পবন, ওদিকে কোকিলকূজন, ওদিকে বিরহিনীর গান, ওদিকে তর তর তটিনীর মৃদু মৃদু তান, প্রাণভরে মজা লুটে বেড়ান, বসন্তকালের মত সুন্দর কাল আর নাই!

নিশুম্ভ। কিন্তু দোষ, এক-একদিন একটু একটু শীত বোধ হয়।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! একটু একটু কি, এক-একদিন এমনি শীত হয় যে, পিলে জ্বরের কাঁপুনি কাঁপিয়ে দেয়।

নিশুম্ভ। কিন্তু এক-একদিন গ্রীষ্মও হয়।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! সেদিন আমার এমনি ঘর্ম্মনির্গমন হয়েছিল যে, আমি একবারে স্নান করে উঠেছিলেম।

নিশুম্ভ। যাই বল, শীতকাল এক রকম ভাল।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! ভাল ব'লে—কোন কথা নাই, গুছিয়ে একবার জড়িয়ে-সড়িয়ে পড়্‌তে পার্‌লেই একবারে অগাধ, নাক ডাকিয়ে নিদ্রা।

নিশুম্ভ। দেখ ভাই! কাব্যের মত সুন্দর বস্তু আর নাই। কাব্য-রসে যার হৃদয়-প্রাণ দ্রব না হয়, সে নিশ্চয়ই নরহত্যা কর্‌তে পারে।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! কাব্যের মত মোলায়েম মুখরোচক সামগ্রী আর বিধাতার সৃষ্টিতে নাই। আঃ! কি ভাব! কি ভাব! একবার এ রস পেটে ঢুক্‌লে প্রাণ যেন প্রেম-কুঞ্জে বংশীবদন সেজে নৃত্য কর্‌তে থাকে।

নিশুম্ভ। আর তোমার মুখে কবিতা শুন্‌তে পাই না। আজ একটি কবিতা রচনা করে শোনাও।

ত্রিদিব। (উচ্ছ্বাসে) ওরে ওরে রাজহাঁস!

দুধে জলে যদি থাকে একঠাঁই,
তুই ভাই! জলটুকু রেখে—
চুক্ চুক্ করে চুষে নিস্ দুধটুকু সব।
কিন্তু ওরে রক্তপ্রিয় জলৌকা পামর!
বসাইয়া দিলে তোরে—
দুগ্ধবতী স্ত্রীজাতির স্তনের আগায়,
সুধা দুগ্ধ ফেলে তার রক্ত চুষে খাস?
ধিক্! ধিক্! মূঢ়মতি দুরাচার জোঁক!

নিশুম্ভ। তোমার এ কবিতায় সৎশিক্ষা আছে, সুন্দর ভাব।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! এ স্বভাব কবিত্ব, একি রক্ষে আছে! প্রাণ আর্দ্র করে ছেড়ে দেয়। কবিতা আর বনিতা, এঁরা যদি পাদ-বিন্যাস মাত্রেই মন অপহরণ না কর্‌লেন, তবে তাঁদের আহ্বান করে ফল কি, শ্রীযুত?

"তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পাদ বিন্যাস মাত্রেণ মনোনাপহৃতং যয়া॥"

নিশুম্ভ। উত্তম শ্লোক।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! এ ত আর শাখামৃগের ন্যায় অস্ফুট ভাষা নয়, এ সংস্কৃত দেবভাষা। পূর্ব্বে দেবরাজত্বে এর বড়ই আদর ছিল, এখন আপনার মত মহাত্মার কাছেই আদর।

নিশুম্ভ। একটু সঙ্গীত নইলে যেন ভাল লাগ্‌ছে না।

ত্রিদিব। আজ্ঞে ঠিক্ বলেছেন, শ্রীযুত! সঙ্গীত নইলে যেন রুখু রুখু বাধ্‌ছে, জম্‌ছে না।

নিশুম্ভ। এমন মোহিনী বিদ্যা আর নাই।

ত্রিদিব। এমন বিদ্যা কি আর আছে, শ্রীযুত! "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" পুত্রশোক নিবারণ করে, মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করে তোলে, আকাশে কোটা বাড়ী গড়ে, অসম্ভব সম্ভব করে, শ্রীযুত!

নিশুম্ভ। (উৎকর্ণ হইয়া) এই যে স্তুতিপাঠকগণের সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে, মহারাজ রাজসভায় আস্‌ছেন।

কুবের, বরুণ, স্তুতিপাঠকগণ বেষ্টিত দৈত্যরাজ শুম্ভের প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন। কুবের কর্ত্তৃক ছত্রধারণ, বায়ু, বরুণ কর্ত্তৃক চামর ব্যজন, দ্বার-দেশে দ্বারপালদ্বয়ের দণ্ডায়মান হওন।

স্তুতিপাঠকগণের গান।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

জয় ত্রিলোকেশ,   গৌরব অশেষ
অখিল ভুবনে।
কোটী কোটী সূর্য্য   জিনি' তেজ শৌর্য্য,
বিকম্পিত জীবজনে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে   পূর্ণভক্তি বলে,
ধরিছ সুকীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী গলে ;—
যত দৈত্যদল,   সুখী অবিরল,
যশ গায় ফুল্ল মনে।
দেব-অহঙ্কার   হ'ল ছারখার,
দৈত্যের প্রভুত্ব সর্ব্বত্র বিস্তার ;—
জয় ডঙ্কা ধ্বনি,   সবে শিরোপরি,
ফিরি সিংহ-গরজনে।

শুম্ভ। (বিরক্তিভাবে) ধিক্, চাটুকারগণ! কথায় কথায় আমার সাক্ষাতে আমার প্রশংসাবাদ উচ্চারণ? কেন, আমি কে? আমার মাথার উপর কি আর কেউ নাই? একবারে মদগর্ব্বে অন্ধ হয়েছ, মূঢ়-গণ! আমার স্তুতি কিরে মূর্খগণ! আমি একটা ঘৃণিত তুচ্ছ কীট, আমার বন্দনা কর্‌ছ, আর যিনি বিশ্ববন্দনীয় পরমানন্দময় বিশ্বেশ্বর, তাঁর বন্দনা-সঙ্গীত একবার মুখেও আন না? কার কৃপায় আমি

ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করেছি? এই ক্ষুদ্র পরমাণুরূপী শুম্ভকে কে হিমালয়রূপে পরিণত করলে? একটি বিন্দুমাত্র জলকে কে অনন্ত সিন্ধুরূপে পরিণত করলে? কারও সাধ্য ছিল না, সেই অনাদিসচ্চিদানন্দময় সদাশিবের কৃপায় আজ আমার এ সৌভাগ্য। সেই মঙ্গলময় তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের মস্তকে ত্রিলোক শাসনের গুরুতর ভার অর্পণ করেছেন, তা হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার শক্তি কার আছে? অবোধগণ! তাঁর চরণে অপরাধের মার্জ্জনা চাও, ভক্তি-পবিত্র অন্তঃকরণে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম কর, তাঁর স্তব—মহিম-সঙ্গীত গাও।

স্তুতিপাঠকগণের শিব-সঙ্গীত।

বিভাস—সুরফাঁকতাল।

শঙ্কর সনাতন, বিষাশন বৃষাসন।
অশিব-নাশন দেব শমন-শাসন।
রজতভূধরকায়, বিভূতি ভূষণ তায়,
হেরি আঁখি-তমঃ যায়, কি রূপ মোহন!
জ্ঞান-সাগর শান্ত ভক্তি—যোগেশ,
স্মর-অরি ফণিহারী অবিকার বেশ;—
মানস-বিকার হর, ওহে পুরহর হর!
পাপমতি লয় কর, কুমতি মোচন!

শুম্ভ। (স্বগত) লীলাময়! সকলই তোমার ইচ্ছা। অসীম প্রভুত্ব, অজেয় বাহুবল, অতুল ঐশ্বর্য্য সকলই আমার পদতলে। আমার জীবনে এ সৌভাগ্য কেন? নিশ্চয়ই এর মূলে কোন গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। গম্ভীর চিন্তার বিষয়! দেবতার অপরিসীম শক্তি আমার সীমাবদ্ধ শক্তিতে পরাভূত। দেবগণ বিজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। অসম্ভব ঘটনা স্বভাবেই সংঘটিত হল। কর্ত্তা তিনি, কার্য্য তাঁর। তাঁহার ইচ্ছার প্রতি-

কূলতাচরণ ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যায়ত্ত নয়। আমি যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হয়ে ইন্দ্রাসনে উপবেশন করব, এ কথা একদিনও ভাবি নাই। কিন্তু এই সৌভাগ্যে প্রাণে আমার বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের ছায়া আসে না। দেবগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এ দৃশ্য দেখে আমার হৃদয় আহ্লাদে উন্মত্ত হয় না। মনে মনে জগৎ পিতাকে বলি, জগদীশ! তুমি সবই করতে পার, তোমার পরমপ্রিয় দেবগণের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন আর কিছুই অসম্ভব নয়। অথবা তুমি ন্যায়বিচারক। যা কিছু করছ, সকলই মঙ্গলের জন্য। (প্রকাশ্যে অমাত্যগণের প্রতি) প্রিয় অমাত্যগণ! সকলে তোমরা সেই বিশ্বনাথের নামে জয় উচ্চারণ কর।

সকলে। জয় বিশ্বনাথের জয়! জয় বিশ্বনাথের জয়!! জয় বিশ্বনাথের জয়!!!

ত্রিদিব। দেখ বাবা, কাণ্ডখানা দেখ! দেবতা হয়ে কি কাজগুলি করছেন দেখ। দুঃখে মরতে ইচ্ছা করে! ধানের মধ্যে যেমন আগড়া, দেবতার মধ্যে তেমনি এঁরা। দেখতে দেবতাদের মত, পেটে আত্মগৌরব বোধ নাই। নিজের গুরুত্ব আদৌ বুঝেন না। উড়েই আছেন, হাওয়া একটু পেলে হয়। এই যে ছাতা ধরে আছেন মহাত্মাটি, ইনি হচ্ছেন কুবের। উঠে পড়ে লেগেছেন, ধনরত্ন নিয়তই দৈত্য মহাপ্রভুদের শ্রীচরণে ঢালছেন, ভাণ্ডার ত খালি করে ফেললেন; মনে করেছেন, বড় একটা আঁকাড়া জমকালো উপাধি লাভ করে অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে মানী হব। যিনি অতীন্দ্র মহাদেব, তিনি দৈত্যদের আচ্ছা করে বাড়িয়ে তুলে এখন চুপটি করে কৈলাসের পাথুরে ঘরে বসে গাঁজায় দম্ মারছেন। একবার মা লক্ষ্মী দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্রে ডুবেছিলেন, বিষ্ণু ঠাকুর তাঁকে হারিয়ে বনবিহারী হয়ে পড়েছিলেন। অনেক কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মীকে আবার পেয়ে বেশ চেহারাটি বাগিয়ে-

ছিলেন। তিনি যেমন দেবতার প্রধান, তেমনি তোষামুদেরও প্রধান। পাছে বিষ্ণুত্বটি কেড়ে নেয়, তাই নিত্য নানা প্রকারে দৈত্যের মন যোগাচ্ছেন, ভয়ে পড়ে লক্ষ্মীটিকে উপহার দিয়েছেন; এখন বাছাধন যে বনবিহারী—সেই বনবিহারী!

শুম্ভ। ভাই ত্রিদিবরঞ্জন! মনে মনে কি চিন্তা কর্‌ছ?

ত্রিদিব। আজ্ঞে জপমন্ত্র আওড়াচ্ছি, শ্রীযুত!

শুম্ভ। এ অবস্থায় জপ নিষিদ্ধ।

ত্রিদিব। আজ্ঞে, মানসজপ আহারে বিহারে—তাম্বুল চর্ব্বণেও চলে, শ্রীযুত।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। (শুম্ভকে অভিবাদনপূর্ব্বক) মহারাজ!—না না—দেবরাজ!

শুম্ভ। যা চিরদিন বলে আস্‌ছ, তাই বলে আমাকে সম্বোধন কর, দেবতার রাজা হতে হলে যে সমস্ত মহৎ গুণের অধিকারী হতে হয়, আমাতে তার অনেক অংশ অপূর্ণ। যেদিন আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ সদ্‌-গুণের বিকাশ হবে, সে দিন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকলের মুখে স্বভাবেই 'দেবরাজ' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমি বলপূর্ব্বক কারও কাছে ভক্তি গ্রহণ কর্‌তে চাই না। এখন সংবাদ কি, বল।

সুগ্রীব। গুরুদেব শুক্রাচার্য্য অনতিবিলম্বে রাজসভায় শুভাগমন কর্‌বেন, তিনি মন্দাকিনী-পুলিনে ইষ্ট-অর্চ্চনায় নিয়োজিত আছেন, তাঁর উপস্থিতি, এবং প্রস্থানের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সভাগৃহে আপনারা ভ্রাতৃদ্বয় ভিন্ন অন্যের অবস্থিতি নিষেধ।

নিশুম্ভ। তোমরা সকলে গুরুদেবের আদেশ বাক্য প্রতিপালন কর।

[শুম্ভ, নিশুম্ভ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

শুম্ভ। ভাই নিশুম্ভ! প্রাণের সহোদর তুমি, তোমাকে একটি উপদেশ দিই। রাজকার্য্য বড় গুরুতর বিষয়, চারিদিকেই মহাপরীক্ষা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃত্রিমমিষ্টভাষী চাটুকারেরা নানা প্রকার ছলবাক্যে রাজার চিত্ত প্রলোভিত কর্‌বার চেষ্টা করে। সর্ব্বদাই অযথা প্রশংসা করে' হৃদয়কে গর্ব্বিত করে' তোলে। এই যে আমাদের অসাধারণ উন্নতি, এই উন্নতিতে কেবল আমাদের দৈত্যজাতি ভিন্ন স্বর্গ মর্ত্ত্য সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত। ঈর্ষ্যা-অন্ধ হয়ে কায়মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছে—কতক্ষণে আমাদের পতন হবে। এ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হলে এ সময় দ্বিগুণ অধ্যবসায় অবলম্বন কর্‌তে হবে, ভাই! আহার নিদ্রা, বিলাস বাসনা বিসর্জ্জন দিয়ে, অহঙ্কারশূন্য হৃদয়ে প্রজার মঙ্গলকামনা কর্‌বে। যদি দৈবাৎ তোমার হৃদয়ে লেশমাত্রও অহঙ্কারের সঞ্চার হয়, তা হলে তোমার জীবনের পূর্ব্বাবস্থার কথা স্মরণ কর্‌বে, সেই দুঃসময়ের দৈন্য-ভাব অন্তরে জাগরিত হবামাত্রেই তুমি ধৈর্য্য-শান্তির মৃদুল সমীর-হিল্লোলে সুশীতল হবে।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্র। যথার্থ আমার শিষ্যোচিত কথা বলেছ, বৎস! ভার্গবের জীবন সার্থক।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ। গুরুদেব! আসুন! আসুন!! প্রণাম গ্রহন করুন।

শুক্র। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি অচলা হোক।

শুম্ভ। দেব! যাঁর মঙ্গলময় উপদেশে "আমরা নূতন জীবন লাভ করেছি, সেই পবিত্রাত্মা জ্ঞান-অবতার গুরুদেব, আপনি আমাদের সম্মুখে। অজ্ঞান আমরা, কি বলে আপনার ভক্তি-স্তুতি কর্‌ব জানি না।

শুক্র। বৎস! আমা হতে তোমরা নূতন জীবন লাভ কর নাই। যাঁর ইচ্ছায় বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে ফুল, ফুল হতে

ফলের উৎপত্তি হচ্ছে ; যিনি শ্মশানকে নগর, নগরকে শ্মশান কচ্ছেন—ভাঙ্গাগড়া যাঁর নিত্য কাজ, তিনিই তোমার সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমি উপলক্ষ মাত্র। বৎস শুম্ভ! আজ আমি একটি বিশেষ কারণে এই সুধর্ম্মা সভায় এসেছি।

শুম্ভ। কি বিশেষ কারণ, গুরুদেব!

শুক্র। তুমি ইতঃপূর্ব্বে নিশুম্ভকে যে উপদেশ দিচ্ছিলে, তাতে আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করেছি—তোমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আমি অনেক প্রজার মুখে তোমার রাজ্যে অশান্তির কথা শুনেছিলাম। তাই তার নিরাকরণের জন্য তোমায় বল্‌তে এসেছি। বিশেষতঃ আমার হৃদয়ে একটি উচ্চ আশা লুকান আছে, বাপ! আজ সে কথা ব্যক্ত করাই আমার উপস্থিতির অন্যতম কারণ।

শুম্ভ। দেব! সে আশা আপনার কি ?

শুক্র। শোন বৎস! আমি স্থিরবুদ্ধিতে ধীরভাবে বিচার করে দেখেছি, দেব-চরিত্রে প্রকৃত দেবত্ব নাই। অথচ তাঁরা বিশ্বসমাজের শীর্ষস্থানীয় বলে গৌরবান্বিত হতে চান। যিনি তমঃগুণে পরিপূর্ণ দেবতা, তিনিও অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে, দেবজাতি ভিন্ন সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন—বিশেষতঃ তোমাদের দৈত্যজাতিকে। যাদের সকলে ঘৃণা করে, তাদের দেখ্‌লে জানি না কি জন্য এই দীন ব্রাহ্মণের হৃদয় কাঁদে। দৈত্যজাতি পথে পথে দীনবেশে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, আর পরশ্রী-কাতর দেবগণ স্বচ্ছন্দে শান্তি-সুখভোগে বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত থাকেন। সেইজন্য আমার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বরের কাছে কায়-মনে প্রার্থনা করে সর্ব্বাগ্রে দৈত্যজাতির দুঃখ প্রশমনের চেষ্টা কর্‌ব। তার পর একটি আদর্শ দেবচরিত্র আমি বিশ্বসমাজকে দেখাব। অনেকদিন চেষ্টা করে আস্‌ছি, কিন্তু যে যে দৈত্য ইন্দ্রত্ব লাভ করেছে, তারা বিষয়-মদিরায়

প্রমত্ত হয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করতে পারে নাই। আমার উপদেশ উল্লঙ্ঘন করে আপনার পতনের উপায় আপনি করেছে। আমার আশাপূর্ণ হয় নাই। তুমি উপযুক্ত আধার। তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে উপদেশবীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত এবং ফলিত হবে।

শুম্ভ। বলুন, গুরুদেব! আমাকে কি করতে হবে।

শুক্র। যে চরিত্রের অনুকরণ করতে হিংসাপরায়ণ দেবগণও ইচ্ছা করেন, তোমাকে সেই আদর্শ দেবচরিত্র হতে হবে।

শুম্ভ। তার কি কি অনুষ্ঠান চাই?

শুক্র। ইন্দ্রত্বলাভের পূর্ব্বে তুমি গৈরিক বসন পরে অজিনাসনে যোগসাধন করেছ, এখন রাজভূষণ পরিধান করে সিংহাসনে বসে যোগসাধন করতে হবে। তখন একমাত্র বিশ্বেশ্বরের পূজা করেছিলে, এখন তাঁর পূজা, আর সমগ্র বিশ্ববাসীর পূজা এক সঙ্গে করতে হবে;—

রাজপদ নহে বৎস! ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ-হেতু।
জানিবে এ মহাপদ অক্ষয় পুণ্যের সেতু।
পালিবে প্রকৃতিপুঞ্জে পুত্রের সমান যত্নে,
হরিবে দুঃখীর দুঃখ ভাণ্ডারের ধনরত্নে।
প্রজারে বিশুদ্ধপ্রীতি আপনি করিয়া দান,
লভিবে প্রজার শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রতিদান।
প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ যে রাজা মস্তকে ধরে,
কোটি শত্রু ভ্রূকুটিরে সে কি কভু ভয় করে?

শুম্ভ। গুরুদেবের আদেশ পরম ভক্তির সহিত প্রতিপালিত হবে; আর কি আদেশ, দেবপুরুষ?

শুক্র। দেবগণ যতদিন সমযোগী ছিলেন, ততদিন তাঁদের নির্যাতন করেছ, এখন তাঁরা দুর্ব্বল, দুর্ব্বলকে পীড়ন করোনা। তাতে মহত্ব নাই।

শুম্ভ। যে আজ্ঞা।

শুক্র। আর একটি কথা। তুমি এ কথা জান, তবু আমি তোমাকে জাগরিত করে যাচ্ছি, শোন ;—

সহস্র মুকুট তব পদরেণু পরশিবে,
অতুল ধনভাণ্ডার রাজসুখ যোগাইবে।
সাবধান প্রিয়শিষ্য ! ঐশ্বর্য্যবিকারে ভুলি—
সুপবিত্র রাজধর্ম্মে দিয়োনা'ক জলাঞ্জলি।
ন্যায়তোলমানদণ্ড ধরিবে সুদৃঢ় করে,
যেদিন কাঁপিবে দণ্ড, সেই দিন থরে থরে—
নিশ্চয় জানিও, শিষ্য ! তোমার এ সিংহাসন—
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিয়া উঠিবে ঘন।

তখন আর কেউ তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। প্রজাকে কখনও কাঁদিও না, প্রজার বুকে আঘাত কর্‌লে, সে আঘাত সেই দয়াময় ন্যায়-বিচারকের বুকে গিয়ে বাজ্‌বে। তাই বলি বৎস! ধর্ম্মময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যারা অজ্ঞান, তারাই আমাকে ধর্ম্মহীনকর্ম্মবাদী বলে ; কিন্তু তা নয়, তোমার গুরু ধর্ম্মময়কর্ম্মবাদী। ভ্রমেও অধর্ম্মের সেবা করো না। দৈত্যগুরুর মুখে কলঙ্কের কালি লেপন করো না। আমি আসি এখন।

[প্রস্থান।

কামদেব ও বসন্তকে লইয়া ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। চল বাবা! চল, সভা জুড়িয়ে গেল। (শুম্ভের প্রতি) একটু চাট্‌নি আস্বাদন করুন, শ্রীযুত! মদনদেব বসন্তসখাকে নিয়ে সশরীরে উপস্থিত।

শুম্ভ। নৃত্যগীত দশবিধ ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত। আমাকে বিলাসব্যসনে বিজড়িত করো না।

ত্রিদিব। আজ্ঞে, পদ্মপত্রে কি জল প্রবেশ করে, শ্রীযুত!

নিশুম্ভ। দাদা! তপস্যার সময় ত আমরা এমন শত শত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। তবে অনিচ্ছা প্রকাশ কর্‌ছেন কেন? মধ্যে মধ্যে চিত্তের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হলে কর্ত্তব্যকার্য্যে একাগ্রতা হয়।

ত্রিদিব। ঠিক বলেছেন, শ্রীযুত!

শুম্ভ। তবে তোমরা একটি সুরুচি-পূর্ণ সঙ্গীত গাও।

গান (নৃত্যসহ)।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কামদেব, বসন্ত। প্রেম পবিত্র সুন্দর অতুল সংসারে।
ধীরি ধীরি ধীরি, তার সনে ফিরি,
ভাস সবে সুখ-পাথারে।
প্রেমিক-প্রেমিকা মধুর মিলন,
ভেবে দেখ প্রেমে জগত সৃজন,
বাণীর বীণা প্রেমের তারে।
প্রেমে রবি-শশী আকাশে উঠে,
প্রেমেতে কমল-কুমুদ ফুটে,
তটিনী ছুটে প্রেমের তরে;—
প্রেমেতে যোগী ধেয়ানে বসি,
হেরে প্রেমময় সে কা
ক'জন সে প্রেম চিনিতে পারে।

শুম্ভ। সত্য কথা। কিন্তু অজ্ঞানেরা এমন পবিত্র প্রেমের বিকৃত ভাব হৃদয়ে পোষণ করে।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত! গানটি অত্যন্ত গুরুপাক। শ্রীযুতের

উপযুক্তই বটে, কিন্তু আমাদের মত যবের নগুথেকো ধাতের পক্ষে একবারে বিষ! বিষ! (কামদেব ও বসন্তের প্রতি) ওহে বাপু অনঙ্গ! ও ঋতুরাজ! এটা কি গীত হল হে? এ তো কিছুই ভাল লাগ্‌ল না। কোকিল এলো না, ভ্রমর এলো না, সোঁ করে হাওয়া এসে ফুলকলির কাণে কিছু বলে গেল না, কি বল্‌লে, কিছুই বুঝ্‌লেম না।

কামদেব। কেমন গান আপনি চান?

ত্রিদিব। এই, যাতে প্রাণ আন্‌চান্ করে ওঠে। বেশ ললিত-রসাল, ঢল্‌ঢলে, তর্‌তরে।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

ত্রিদিব। শ্রীযুত! শ্রীযুত! এদিকে একবার নেত্রপাত করুন। চাঁদের হাট—চাঁদের হাট—প্রেমের ফোয়ারা!

গান (নৃত্যসহ)।

রাজবিজয়—ঠুংরি।

নর্ত্তকীগণ। কাজ কি রূপ অপরূপ, নাইক প্রেম যার।
মধুহীন ফুলদলে, অলিকুলে যায় না একবার।
হেসে হেসে কবে কথা,
জুড়াইবে প্রাণের ব্যথা,
গাছের গায়ে যেন লতা, জড়িয়ে রব অনিবার।
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে সদা থাক্‌ব সুখে,
ঝর্‌বে বুকে বিমল সুধাধার;—
রূপজ প্রেম দুদিন কেবল, গুণজ প্রেম সুখের সার।

[কামদেব, বসন্ত ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ত্রিদিব। ও বাবা! এ যে ভয়ানক টান! কাজেই টানের

রক্তবীজ। (ক্রোধে) সতর্ক হয়ে কথা বল, ত্রিদিব! তুমি জান না যে, আমি বিরূপ হলে তোমার কি সর্ব্বনাশ হবে।

ত্রিদিব। (মুখভঙ্গী করিয়া) কি করে আর জান্‌ব বলুন, চতুষ্পদের চাষ ত কখনও করি নাই, এই নূতন শিখ্‌ছি।

রক্তবীজ। (জোড়হস্তে) আমাকে ক্ষমা করুন—আপনার উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে বড় অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বেন না; তা হলে আমি মহারাজ শুম্ভের কাছে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হব।

ত্রিদিব। এই—পথে এস বাবা! উড়্‌তে চেষ্টা করো না। ঠ্যাং ছুড়েছ কি চাবুক খেয়েছ। ফুলে মোটা হয়ো না। মানের গোড়ায় ছাই দাও;—ধাঁ করে মান বেড়ে যাবে এখন।

রক্তবীজ। আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি একটু অধিক সম্মান প্রকাশ কর্‌লেই আমি পরমসুখী হই।

ত্রিদিব। তা কি হয়ে থাকে, মহাশয়! যার যে পাওনা, ঠিক দেওয়া চাই। শনির আহুতি দিতে গেলেই কাঁটাওয়ালা শাঁইবাব্‌লা চাই। চুল্‌কানীর দেবতা ঘণ্টাকর্ণ—পূজা তাঁর ঘেঁটু ফুলে, উপহার আবার মিষ্টি মিষ্টি যষ্টির আঘাত।

রক্তবীজ। (স্বগত) এই হতভাগ্য ইন্দ্ররাজত্বকালে সুরসভাসদ্‌ ছিল। মহারাজ শুম্ভ জানি না, এর কি গুণে মুগ্ধ হয়েছেন। আমি রক্তবীজ—আমাকেও সময়ে সময়ে এ ধূর্ত্তটার আজ্ঞা পালন কর্‌তে হয়। উচ্চ-পদস্থ হলেও, এ দুষ্ট ভিন্ন জাতি,—ভিন্ন জাতির আজ্ঞা পালন—আমা-দের দৈত্যজীবনে নিতান্ত অসহ্য!

ত্রিদিব। রক্তবীজ মহাশয়, চলুন, একবার নগর পরিদর্শন করে আসা যাক্‌।

রক্তবীজ। কি জন্য ? না, সে অনুরোধ আমাকে কর্‌বেন না।

ত্রিদিব। কেন—রসভৃঙ্গ, চট্‌লেন কেন ?

রক্তবীজ। অকৃতজ্ঞ স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী—কেউ আমায় অভিনন্দন করে না।

ত্রিদিব। একবার গায়ের খোলসটী ছেড়ে ছদ্মবেশে গিয়ে দেখ্‌বেন চলুন, চারিদিকেই কেমন অভিনন্দনের রোল উঠেছে। ভক্তির জমাটী কর্‌বার জন্য আপনার সহিত সবাই একটি নিখুঁত সম্বন্ধ স্থাপন করেছে।

রক্তবীজ। কি সম্বন্ধ ?

ত্রিদিব। স্ত্রীর ভ্রাতার সহিত লোকের যে রসাল মধুর সম্বন্ধ।

রক্তবীজ। (স্বগত) দুর্জ্জনের স্থানত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

[প্রস্থান।

ত্রিদিব। চল্‌লেন যে মহাশয়! চাট্‌নি আছে, চাট্‌নি আছে, আস্বাদন করে যান। (স্বগত) বেটার হাড়ে হাড়ে কূটবুদ্ধি। রাজা ত রাজকার্য্য দেখেনই না, নিশুম্ভ, তিনি দাদার ভাই ; ছোটভাই-গুলোকে প্রায়ই বিলাসিতারূপ কুকুরে কাম্‌ড়ায়, শেষে প্রাণটি যায়। একে বিলাসিতা, তায় আবার রক্তবীজের বীজমন্ত্র। বেশী দেরি নাই, পশ্চিম আকাশে সূর্য্য ডুবু ডুবু হয় আর কি। (অদূরাগত দেব-বালকগণকে দেখিয়া) আহা! দেববালকগণের কি লাঞ্ছনা! দৈত্যের দাসত্ব কর্‌তে হচ্ছে! স্থানমার্জ্জন, শয্যারচন, পুষ্পোদ্যানে জলসেচন, মাল্যগ্রন্থন, আরও কত কি কুৎসিৎ কার্য্য, জগদীশ! তোমার সম-দৃষ্টি নয়নে এ দৃশ্য দর্শন কর!

চোটে আমিও কাছি ছিঁড়ে পালাতে বাধ্য হলুম। অসভ্যতা মাপ কর্‌বেন শ্রীযুত।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। (নিশুম্ভের প্রতি) নিশুম্ভ, গুরুদেবের কথার মর্ম্মাবধারণ করেছ?

নিশুম্ভ। হাঁ দাদা।

শুম্ভ। রক্তবীজের উপর সৈনাপত্য মন্ত্রিত্ব দুটি গুরুতর ভার অর্পিত আছে। তার কার্য্যের কোনও ত্রুটি দেখেছ?

নিশুম্ভ। দাদা, রক্তবীজের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিণামদর্শী আমি কাকেও দেখি নাই; রাজপ্রতিনিধির উপযুক্ত পাত্র।

শুম্ভ। উপযুক্ত তা জানি। কিন্তু প্রজাগণ তার উপর সন্তুষ্ট ত?

নিশুম্ভ। আমার যত দূর দর্শন জ্ঞান আছে, তাতে দেখ্‌ছি, যারা নিতান্ত কুটিলপ্রকৃতি, তারাই রক্তবীজের প্রতি অসন্তুষ্ট। পেচকেরা সূর্য্যদেবের প্রশংসা করে না।

শুম্ভ। হাঁ, একথা সত্য, একব্যক্তি কখনও সকলের প্রশংসাভাজন হতে পারে না। কিন্তু তবু আমার ইচ্ছা, রাজকার্য্যের গুরুতর বিষয়, তুমি কিংবা আমি স্বয়ং পর্য্যালোচনা কর্‌ব।

নিশুম্ভ। না দাদা, তা হলে লক্ষ লক্ষ দৈত্যের উদ্যম, উৎসাহ সঙ্কোচ করা হবে। স্বজাতির অসন্তুষ্টিতে সুফল লাভ হবে না।

শুম্ভ। তবে তুমি কি বল্‌তে চাও?

নিশুম্ভ। আমি প্রত্যেকের কার্য্যে তীব্রদৃষ্টি রাখ্‌ব।

শুম্ভ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি সহোদর ভাই, তোমাকে আর অধিক কি বল্‌ব?

স্মুগ্রীবের প্রবেশ।

স্মুগ্রীব। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

নিশুম্ভ। কি স্মুগ্রীব! সংবাদ কি?

স্মুগ্রীব। দেবতার হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার।

শুম্ভ। কি—স্পষ্টাক্ষরে বল!

স্মুগ্রীব। সুরেন্দ্রের বাহুবল-স্বরূপ দেবসেনাপতি কুমার, রবিকে—অগ্নিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। রবি পথে পথে মাতৃ-সঙ্গীত গান করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের সুপ্ত তেজ উত্তেজিত হয়েছে। যাঁরা এতদিন আত্ম-গৌরব বিসর্জ্জন দিয়ে, দেবত্ব হারিয়ে অবনতমস্তকে আমাদের দাসত্ব করে এসেছেন, আজ অকস্মাৎ রবির মুখে মাতৃ-সঙ্গীত শুনে সেই শত শত দেববালকগণ এককালে দাসত্ব ত্যাগ কর্‌লেন। সেই মহান্ দৃশ্য দেখ্‌লে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

শুম্ভ। উত্তম করেছে, এতদিন যে তাদের চেতনা হয় নাই, এই বড় ক্ষোভের বিষয়।

নিশুম্ভ। দাদা! তাতে আমাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই ত'?

শুম্ভ। আমাদের ধর্ম্মের আসন যত দিন অটল থাক্‌বে, তত দিন কারও সাধ্য নাই, আমাদের কোন অনিষ্ট করে।

নিশুম্ভ। সুগ্রীব, তুমি দেখ্‌ছি, দেবতার একজন প্রধান স্তুতি-পাঠক। কথাগুলি উচ্চারণ কর্‌লে যেন ভক্তি-গদ-গদ হয়ে!

সুগ্রীব। রাজদূতের মুখে শত্রুর সম্মান-সূচক বাক্য রাজগৌরব বৃদ্ধিরই পরিচায়ক।

শুম্ভ। চল নিশুম্ভ, বিশ্বনাথের মন্দিরে যাই। (সুগ্রীবের প্রতি) সুগ্রীব, ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎও কি দাসীত্ব ত্যাগ করেছে?

সুগ্রীব। না মহারাজ!

শুম্ভ। তবে ক্ষণপ্রভাকে সংবাদ দিতে বলগে, যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় দৈত্য বিশ্বনাথের মন্দিরে সমবেত হয়। আজ অহোরাত্র কেবল শিব-সঙ্গীতে অতিবাহিত করা হবে।

সুগ্রীব। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

সশস্ত্র দৈত্যবালকগণের প্রবেশ।

গান।

থাম্বাজ—কাওয়ালী।

ত্রিভুবনে ভয় আমাদের নাই।
দৈত্য রাজা মহাতেজা আমরা রাজার জাতি ভাই।
হেঁট মাথা নাহি করিব,
মাথা তুলে, হেলে দুলে, চলে যাইব,
সবলে মদভরে, পদভরে, মাটি কাঁপাব;—
আবার, থপ করে ভাই! খুল্‌ব অসি,
যদি সেই দেবতাগুলো দেখ্‌তে পাই!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

পূর্ণেন্দু ও শোভা।

শোভা। আমি তোমার মন জানি, তুমি আমায় ভালবাস না।

পূর্ণেন্দু। তুমি মনোবিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত! ঠিক বলেছ, আমি তোমায় ভালবাসি না!

শোভা। তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমি আমায় অত্যন্ত ভালবাস।

পূর্ণেন্দু। তবে বোধ হয় ভালবাসি!

শোভা। কেন বাস?

পূর্ণেন্দু। জাতিফুলকে লোকে কেন ভালবাসে?

শোভা। সুন্দর ব'লে।

পূর্ণেন্দু। শিমুল ফুলও ত সুন্দর?

শোভা। জাতির সৌরভ আছে।

পূর্ণেন্দু। তোমাতে গুণরাশি আছে।

শোভা। এ তোমার পরিহাস।

পূর্ণেন্দু। শোভা! একটি কথা সত্য বল্‌বে?

শোভা। কবে মিথ্যা বলেছি?

পূর্ণেন্দু। তোমার স্বামি-প্রেম-সিন্ধুতে সন্দেহের বাতাস উঠেছে কেন?

শোভা। সর্ব্বদাই তোমার মুখ মলিন দেখি কেন ?

পূর্ণেন্দু। শোভা! আমার হৃদয়-সমুদ্রে চিন্তার মহাঝড় উঠেছে!

শোভা। কেন, প্রিয়!

পূর্ণেন্দু। রাজ্যের অবস্থা দেখে।

শোভা। কি হয়েছে ?

পূর্ণেন্দু। প্রজার যন্ত্রণা—হাহাকার—দৈত্যজাতির অত্যাচার!

শোভা। মহারাজ এর প্রতিকার করেন না কেন ?

পূর্ণেন্দু। পিতৃদেব আমার, ন্যায়ের মূর্ত্তিমান্ অবতার; কিন্তু খুল্লতাত নিশুম্ভ তাঁর কর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক।

শোভা। কেন ?

পূর্ণেন্দু। পিতার মত ভ্রাতৃস্নেহভরা হৃদয় আর কারও নাই। তিনি অতি সরল; কনিষ্ঠ ভাই যা বুঝিয়ে দেন, তাই ধ্রুব বিশ্বাস করেন।

শোভা। খুল্লতাতের মতি-বিভ্রম হ'ল কেন ?

পূর্ণেন্দু। রক্তবীজের উপদেশে। তিনি রক্তবীজকে কি চক্ষে দেখেছেন, জানি না!

শোভা। নাথ, এ গৈরিক বসনখানি কেন ?

পূর্ণেন্দু। ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে যাব।

শোভা। উদ্দেশ্য কি ?

পূর্ণেন্দু। রাজ্যবাসীর যতদূর পারি, দুঃখ অপনোদন কর্‌ব।

শোভা। অতি সদুদ্দেশ্য। আমাকেও তোমার সঙ্গিনী কর।

পূর্ণেন্দু। না, তুমি কুলললনা, অন্তঃপুরে থাক।

শোভা। স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য।

পূর্ণেন্দু। কই, দ্বিরুক্তি কর্‌লে না ?

শোভা। আমার শিক্ষাগুরু আমাকে তেমন কুশিক্ষা দেন নাই।

পূর্ণেন্দু। তোমার শিক্ষাগুরু! কই, তাঁকে ত আমি একদিনও দেখি নাই; তিনি কোথায়?

শোভা। সরোবরে।

পূর্ণেন্দু। সরোবরে কে? নলিনী?

শোভা। না—না—মহাশয়! নলিনী নয়।

পূর্ণেন্দু। তবে কি কুমুদিনী?

শোভা। হাঁ কুমুদিনী। অমাবস্যায় চন্দ্রকে দেখ্‌তে পায় না, তবু কুমুদিনী বিষাদিনী নয়—সুহাসিনী।

পূর্ণেন্দু। এরই নাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

শোভা। না—না, আমি ভুল বলেছি, আমি ও ভালবাসা চাই না, তোমার নাম পূর্ণেন্দু, আমার নাম শোভা; শোভা ছাড়া পূর্ণেন্দু নয়, পূর্ণেন্দু ছাড়া শোভা নয়!

স্বর্গমাতার প্রবেশ।

স্বর্গমাতা। কি কহিব আর হে রাজ কুমার!
কি ঘোর যন্ত্রণা পরাণে আমার!
অত্যাচারী যত দৈত্য দুরাচার,
চিতার আগুন জ্বেলেছে বুকে!
দেবদলে সদা করিয়া বঞ্চন,
ধনরত্ন গ্রাসে ব্যাদানি বদন,
পাষাণ হৃদয় মূরতিভীষণ,
দয়া-চিহ্ন কারও না দেখি মুখে!

পূর্ণেন্দু। কে তুমি জননি! কাতরহৃদয়া?
বিমুক্ত কবরী আলুথালু বেশ,
ধূলি-ধূসরিত শ্যামতনুখানি,

হুতাশ নিশ্বাস বহিছে সতত,
বল মা! বল মা! কোন্ দেবী তুমি?

স্বর্গমাতা। স্বর্গমাতা আমি, আমার উপরে—
চলে যায় দৈত্য সদা মদভরে,
পদভরে বাপ! কাঁপি থরথরে,
অসহ্য এ ভার সহিতে নারি!
পরাজিত বলে মোর পুত্রগণ,
তাদের উপরি এত নির্যাতন!
দৈত্যের আনন্দে আকণ্ঠ ভোজন,
দেবতা ক্ষুধিত নয়নে বারি!

[প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। শোভা, শুন্‌লে?

শোভা। শুনেছি দেব!

পূর্ণেন্দু। আমি আসি এখন।

শোভা। আমি বাচালতা জানি না, কিন্তু দেখো দেব, যেন ছলনা করো না!

পূর্ণেন্দু। শোভা, এখনও তুমি হৃদয় গঠন কর্‌তে পার নাই। স্বামি-স্ত্রীর পবিত্র মিলন দুদিনের জন্য নয়—ইহকালের জন্য, পরকালের জন্য, অনন্তকালের জন্য। যেমন জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির মিলন, পুণ্যের সঙ্গে শান্তির মিলন, তেমনি স্বামীর সহিত স্ত্রীর পবিত্র মিলন। এ মিলন বহির্জ্জগতের নয়, অন্তর্জ্জগতের। বিন্দুমাত্রও প্রাণে চিন্তার ছায়া এনো না সতি! [প্রস্থান।

শোভা। যাই, মহারাণীর কাছে যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুমেরু উপত্যকা।

দেববালকগণের প্রবেশ।

গান।

সারঙ্গ—একতালা।

আর আমরা পরের মাকে মা বলিয়ে ডাক্‌ব না।
জয় জননী জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়্‌ব না।
ফির্‌ব না আর পরের দ্বারে,
ভাস্‌ব না আর নয়ন-নীরে,
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে, জীবনে মা, ভুল্‌ব না।
কি করুণা, কি মহিমা!
কি অতুল মাধুরিমা!
সুজলা, সুফলা, শ্যামা এমন মা' আর পাব না!

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) গাও বৎসগণ, একতানে, একপ্রাণে, সুমধুর মাতৃ-সঙ্গীত গাও! সুধাময়, ভক্তিময় উচ্ছ্বাসে অবনী-আকাশ-স্বর্গ মাতাও! এ সঙ্গীত সুরেন্দ্রের কাণে বড় মধুর! মায়ের সন্তান, মায়ের কার্য্যে আত্মদান কর। তেত্রিশ কোটি দেবতা আমরা মায়ের সন্তান, সকলের হৃদয়-তন্ত্রী এককালে নিনাদিত হওয়া চাই। এই সুপবিত্র সুধা-সঙ্গীতে সকলের চিত্ত-আকর্ষণ কর্‌তে হবে।

আমরা আপন দোষে দুঃখভোগ করছি। মা অপরাজিতাকে ভুলে দুঃখভোগ করছি। তাঁর অভয়বাণী আমরা বিস্মৃত হয়েছি। মা বলেছিলেন, "যখনই তোমরা স্বর্গভ্রষ্ট হবে, দৈত্য-নিগৃহীত হবে, তখনই তোমরা দেবগণ সমবেত হয়ে আমার স্তব ক'রো।" কিন্তু দেবগণের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হল না! তেত্রিশকোটি দেবতার ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ণ স্তব যে দিন উচ্চারিত হবে, সেই দিনই সেই রণরঙ্গিণী মহাশক্তির আবির্ভাব হবে! মদগর্ব্বী দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে!! আমাদের দুঃখিনী স্বর্গভূমির উদ্ধার হবে!!!

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। কিছুই হবে না, বাবা! কিছুই হবে না!! কেন চেঁচিয়ে যক্ষ্মা রোগ টেনে আন্‌ছ?

ইন্দ্র। তুমি কি মনে করেছ, আমরা একপ্রাণ হতে পারব না?

ত্রিদিব। যেদিন তোমাদের তেত্রিশকোটি দেবতা একপ্রাণ হবে বাবা! সেদিন আর স্বর্গে একটু মাটি থাক্‌বে না, সব সোনা হয়ে যাবে! কিন্তু তা হবে না।

ইন্দ্র। তার কারণ?

ত্রিদিব। তোমাদের যে দেবতাদের স্বভাব আছে বাবা! কেউ কারো ভাল দেখ্‌তে পার না। খাল কেটে কুমীর আন্‌লে কে? শিব ঠাকুরটি যদি বুঝে সুজে বরটি দিতেন, তা হলে কি তোমার ইন্দ্রত্ব যায়?

ইন্দ্র। সদাশিবের দোষ দেওয়া অনুচিত, অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে সুখ-দুঃখ ভোগ।

ত্রিদিব। ঐ অদৃষ্ট অদৃষ্ট করেই তোমাদের এ যাত্রাটা কেটে গেল আর কি!

ইন্দ্র। সময়ে সুফল ফল্‌বেই ফল্‌বে।

ত্রিদিব। হবে কি বাবা! তোমাদের যে গোড়াতেই গলদ, তেত্রিশকোটি দেবতা, তেত্রিশকোটি রকমের। চেহারায়ও প্রায় মিল নেই, রঙ্গেও প্রায় মিল নেই, কাজেই মনেরও মিল নেই।

ইন্দ্র। দেবতার নিন্দা করো না।

ত্রিদিব। নিন্দা নয়, ঠিক বল্‌ছি বাবা! তোমাদের দেবতাদের মধ্যে দেখ্‌লেম না যে, তোমাদের তিনজনের দু-মত হল। ঠিক তিন-জনের তিন মত।

ইন্দ্র। পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তন। দেবতার ভ্রান্তি অন্ধকার-আকাশে উষার আলোক দেখা দিয়েছে।

ত্রিদিব। কই, আমি ত তা দেখ্‌তে পাচ্ছি না! আমি দেখ্‌ছি তোমারই যেন মাতৃ-দায় উপস্থিত! আর এই দেববালক ক'টার!

কুমারের প্রবেশ।

কুমার। ভ্রম ত্যাগ কর—ভ্রম ত্যাগ কর বৃদ্ধ! স্থির কর্ণে শোন—নূতন সঙ্গীতের নূতন উচ্ছ্বাস! শত শত দেবতার মহাসাধনার মহামন্ত্র-সামগান কেমন একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে শোন!

ত্রিদিব। এখনও হয় নাই,—এখনও হয় নাই! যেদিন স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সম্মিলিত সঙ্গীতে দিগ্‌দিগন্ত কেঁপে উঠ্‌বে, সেদিন দেখ্‌বে, আমার বুক-খানা দশ হাত হয়েছে।

কুমার। তোমার হৃদয় এত উচ্চ? তবে তুমি দৈত্যের দাসত্ব কর কেন? দেবসভার সভ্য তুমি, দৈত্যসভায় তোমাকে শোভা পায় না।

ত্রিদিব। কোন এক পাকা চাল মনে মনে চাল্‌ছি, জান্‌তে পার্‌বে।

[প্রস্থান।

কুমার। (ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আজ মন্দাকিনীতীরে ঋষি-তপোবনে এক হৃদয়-বিদারক শোকাবহ চিত্র দেখে এলেম!

ইন্দ্র। বল, বল!

কুমার। দেখ্‌লেম, এক ভিখারিণী দেবী মূর্ত্তি! পরিধান শতগ্রন্থি ছিন্ন বসন! ললাটে সিন্দূর-শোভা প্রভাত-অরুণের ন্যায় সমুজ্জ্বল! নয়নযুগলে উষ্ণবারিরাশি অবিরল প্রবাহে প্রবাহিত! কিন্তু সেই অশ্রু-সিক্ত বদন-মণ্ডলে যেন বীরত্বভাব প্রকটিত হচ্ছে। দেখ্‌লে স্বভাবতই মনে হয়—তিনি বীরজননী। বন্দিনী সিংহিনীর বন্ধন-যন্ত্রণা মনে হলে, তাঁর সে অবস্থা কিছু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি অন্য কেহ নন, আমাদের স্বর্গজননী! বীরপ্রসবিনী পুণ্যময়ী মাতৃভূমি! আজ পাপ দৈত্যভারে নিপীড়িতা! ওঃ! কি মর্ম্মভেদী হৃদয়-উচ্ছ্বাস! তীব্র দীর্ঘনিশ্বাসে মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ সলিলও উত্তপ্ত হয়েছে! কেবল বল্‌ছেন, "কে আছিস্! কে আছিস্! আয় বাপ! আমার বন্ধনমোচন কর্! কোটি কোটি শস্ত্রধারী সন্তানের মা হয়ে, আজ আমার এই দশা! আমার বীরজননী নামে কলঙ্ক দিলি? সুরেন্দ্র, দেবরাজ, সন্তানের কাজ আমাদের কিছুই হয় নাই! মহাব্রতধারণে সকলকে প্রবৃত্ত কর্‌তে যাচ্ছি! পশ্চাতে অনেক বাধা বিঘ্ন। আমি যাই, মুহূর্ত্তকাল বৃথা নষ্ট করব না। সময়ের অপব্যবহার কর্‌তে নাই! মা মহাশক্তির উদ্বোধনে শক্তিলাভ করে মাতৃমুক্তি সাধনে চেষ্টা করি!

[প্রস্থান।

দেববালকগণ। (ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কি খাব?

ইন্দ্র। আমাকে আর কেন বল—কেন যন্ত্রণা দাও? আমি কে? বিশুষ্ক সাগরে আর জলের প্রত্যাশা করো না!

মূর্চ্ছিত দেববালকদ্বয়কে লইয়া বায়ু ও জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। (প্রবেশ করিতে করিতে) আবার কার কাছে প্রত্যাশা করবে? এখনও আপনি দেবরাজ! এখনও আপনি আমার পিতা ত্রিলোকেশ্বর দেবরাজ!

ইন্দ্র। (মূর্চ্ছিত দেববালকদ্বয়কে দেখিয়া জয়ন্তের প্রতি) বৎস জয়ন্ত! একি দৃশ্য!

জয়ন্ত। এরাও ক্ষুধায় আকুল হয়ে আপনার কাছে আস্‌ছিল, পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হল! মুখে জল দিলেম। শ্বাসপতন হচ্ছে, কিন্তু অত্যন্ত কাতর! (বালকদ্বয়ের প্রতি) শোও ভাই! বৃক্ষতলে শোও! (বালকদ্বয়কে শায়িতকরণ)।

অন্যান্য দেববালকগণ। কি হল, ভাই! কি হল, ভাই!

ইন্দ্র। (সরোদনে) বিধাতঃ! বিধাতঃ! দেখ! দেখ! তোমার দেবগণের লাঞ্ছনা দেখ! ইন্দ্রত্বের পরিণাম দেখ!

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।

গান।

ঝিঁঝিট—একতালা।

চিত্ররথ। কেন বিধি! এ বিধি, তোমার একি ছলনা?
পদাশ্রিত যারা অবিরত ভব
তাদের কোন্ প্রাণে দাও এত যাতনা?
ফুল্ল শিশু সব তুল্য শতদল,
দুঃখের হেমন্ত-শিশির প্রবল, সয় কত আর!—
হায়! শুনে শিশুর রোদন,
জগত করে রোদন,
তোমার দয়াময় প্রাণ কেন কাঁদে না?

আনন্দ-উদ্যান হাসিবে উজ্জ্বল,
কেন জ্বলে তায় শ্মশান-অনল ? হে নিরদয়,—
কেন বিমল আকাশে,
কাল মেঘ আসে,
কেন পাপ রাহুগ্রাসে পূর্ণ চন্দ্রমা !

চিত্র। (ইন্দ্রের প্রতি) সুরনাথ, দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন ! (প্রণাম)।

ইন্দ্র। কে ? গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ !

চিত্র। দেবরাজ, হৃদয় থাকৃতেও শক্তিহীন হয়েছি ! রক্তবীজের আজ্ঞায় দৈত্যসেনাগণ শাণিত অসিহস্তে পথে পথে ভ্রমণ কর্‌ছে। কাকে'ও কোন খাদ্য লয়ে যেতে দেখ্‌লে, দুরাত্মারা অমনি তাঁর পশ্চাদ-নুগমন করে,—পাছে এই দেবশিশুদের ভোজন করায়। আমি যাই—দৈত্যরাজকুমারকে এই শোচনীয় অবস্থা জানাইগে ! তিনি হৃদয়বান্‌—কারও প্রতি অত্যাচার না হয়, এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করেন।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। দেবতার বিনাশ নাই, এই জন্য দুরাত্মা রক্তবীজের কঠোর আদেশ—কেউ যেন দেবতার উদ্দেশে কোন বস্তু প্রদান না করে।

জয়ন্ত। কৌশলে আমাদের জীবন্মৃত করে রাখাই পাপিষ্ঠের উদ্দেশ্য। শুম্ভের হৃদয় এত নীচ নয়। বাবা, আর বিধাতার মুখ চেয়ে কতদিন থাক্‌ব ? অনশন-যন্ত্রণা সহ্য হয়,কিন্তু অপমানযন্ত্রণা অসহ্য ! বিধাতা পক্ষপাতী, তাঁর অক্ষুণ্ণ ন্যায় বিচারের পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি ! পিতৃদেব, প্রলয়ের বারিধারা বর্ষণ করুন ! হে তাত পবনদেব, ব্রহ্মাণ্ড-বিধ্বংসী মহাঝটিকা প্রবাহিত করুন ! সকল দেবশক্তি, আসুন—আজই ব্রহ্মাণ্ড-উৎসাদনে ব্রতী হই ! দেখি, দৈত্য-তেজ কোথায় থাকে !

ইন্দ্র। বাবা জয়ন্ত, উদ্ধত হয়ো না, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর।

জয়ন্ত। বাবা, চিরদিনই আপনার আদেশপালন করে আস্ছি, আজও পালন কর্‌ব; কিন্তু সহিষ্ণুতার ত এই ফল! হিংসিতের প্রতি-হিংসা সাধনেই ত বীরত্ব! বীর হয়ে শক্রর নির্যাতন সহ্য করা ত কাপুরুষের কাজ! এ উপদেশ একদিন আপনার কাছেই শিখেছি।

ইন্দ্র। বৎস, প্রতিহিংসা সাধনের এখনও সময় আসে নাই—সে শক্তি আসে নাই। এখনও আমাদের দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য কর্‌তে হবে।

জয়ন্ত। এই সব দেবশিশুর শারদ-জ্যোৎস্না মাখা মুখে মহা-বিষাদের গাঢ়তম আঁধার! এ দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায় বাবা!

ইন্দ্র। তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার হৃদয়ের অন্তস্তল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি কর্‌ব! বিপদের সময় ধৈর্য্যই পরম বন্ধু।

দেববালকগণ। দেবরাজ! আমাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না!

ইন্দ্র। কি কর্‌ব, উপায় নাই! নীরবে অনশন-যন্ত্রণা সহ্য কর। বজ্রাঘাত—হিমালয় ভিন্ন আর কে সহ্য কর্‌বে বাবা? তোমরা বিশ্বের আদর্শ দেবসন্তান। তোমাদের মা স্বর্গভূমি ব্যাধিপীড়িতা—দৈত্যহস্তে বন্দিনী। মায়ের দুঃখ দূর কর্‌বে সঙ্কল্প করেছ,—এখন কঠোর সাধনা কর—দারুণ পরীক্ষার অনলে বিশুদ্ধ কাঞ্চন হও—ক্ষুধা-রাক্ষসীর উৎপীড়নে দৈত্যের দ্বারে ভিক্ষা করতে যেও না।

জয়ন্ত। ভিক্ষা করতে! কিছুতেই পার্‌ব না! ভিক্ষুকবেশে রাজ-পথে চলে যাব, লোকে বল্‌বে—ঐ দেবেন্দ্রের ভিক্ষুক পুত্র যাচ্ছে! সেই তীব্র বিষময় বাক্য শুন্‌তে পার্‌ব না! বীরমাতা শচী দেবীর স্তন্য-সুধা হৃদয়ের অস্থিমজ্জায় প্রবাহিত হচ্ছে, সে সুধা এত নীচত্ব শিক্ষা

দেয় না—মৃত্যুর আরাধনা করতে বলে, তবু নীচত্ব শিখায় না! ভিক্ষা করতে কিছুতেই পারব না!

দেববালকগণ। আমরাও পারব না।

নানাবিধ ফলপূর্ণপাত্রহস্তে পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। কারও দ্বারে অতিথি হতে হবে না—ভিক্ষা করতে হবে না। প্রাণে উচ্চ অভিলাষ থাকলে ঈশ্বর তা পূর্ণ করেন। চাতক অবনত মুখে জলপান করে না, তার জন্য বৃষ্টির জল সঞ্চিত আছে।

সকলে। কে তুমি?

পূর্ণেন্দু। আমার পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। আহা! প্রভাতের সুন্দর ফুটন্ত ফুলগুলি, তোমরা, দুঃখের আতপে শুষ্ক হয়েছ; ধর ভাই! এই ফল ক'টি তোমরা খাও।

ইন্দ্র। ছদ্মবেশি! তোমার ললাটে রাজচিহ্ন লক্ষিত হচ্ছে! সর্ব্বাঙ্গে মধুর স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বহির্গত হচ্ছে! সত্য পরিচয় দাও—আত্মগোপন করো না।

পূর্ণেন্দু। বলুন, ঘৃণা করবেন না।

ইন্দ্র। আমাদের স্বর্গভূমি কাকেও ঘৃণা করতে শিখান নাই। বিশেষতঃ এখন আমরাই ঘৃণিত, আমরা আবার ঘৃণা করব কাকে। বল তোমার নাম কি।

পূর্ণেন্দু। আমি দৈত্য-রাজকুমার। আমার নাম পূর্ণেন্দু।

জয়ন্ত। শত্রুর পুত্র তুমি? তোমার এ সহানুভূতি কেন?

পূর্ণেন্দু। তোমাদের দুঃখ দেখে ভাই, প্রাণ কেঁদেছে!

জয়ন্ত। যদি তোমার এই ফল বিষাক্ত হয়, তোমার মনে পাপ অভিসন্ধি থাকে, তবে তুমি এখনি ভস্মীভূত হও। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! জ্যোতির্ম্ময় দেহের ত কিছুমাত্র বিকৃতি হল না! (পূর্ণেন্দুর প্রতি) রাজকুমার, আমাকে ক্ষমা কর।

পূর্ণেন্দু। আমার আশা পূর্ণ কর।

জয়ন্ত। দৈত্যের প্রদত্ত কোন সামগ্রী আমরা গ্রহণ কর্‌ব না।

পূর্ণেন্দু। তোমরা দেবতা, ত্রিজগতের পূজা গ্রহণ কর, তবে আমার ভক্তি উপহার গ্রহণ কর্‌বে না কেন ? (জানু পাতিয়া উপবেশন)

ইন্দ্র। নিষ্ঠুর দৈত্যকুলে তোমার মত দয়ার্দ্র, কোমলপ্রাণ কুমারের জন্ম কেন ? পাষাণে কুসুম,—গরলে অমৃত কেন ? (দেববালকগণের প্রতি) বৎসগণ, ফলগুলি সাদরে গ্রহণ কর।

পূর্ণেন্দু। কৃতার্থ হলাম। (ফল প্রদান)

অদূরে শক্র্যানন্দের প্রবেশ।

শক্র্যানন্দ। (স্বগত) অবোধ রাজকুমার! যত চেষ্টা কর, পাপের খরতর স্রোত রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। শুম্ভের পুণ্যফল তুমি, পুত্ররূপে দৈত্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেছ—পদে পদে পাপ দমন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছ; কিন্তু পার্‌বে না। তুমি পূর্ণেন্দু! শান্তি কিরণ বিস্তার কর্‌বে কি, পাপ দৈত্যরূপী কাল মেঘ তোমাকে ঢেকে রাখ্‌বে! অদৃষ্ট-দেব দৈত্যের প্রতি অপ্রসন্ন।

[অগ্রে পূর্ণেন্দুর ও পশ্চাতে শক্র্যানন্দের প্রস্থান।

দেববালকগণ। (ইন্দ্রের প্রতি) সুররাজ! আপনার আদেশে এ ফল গ্রহণ করেছি, এখন কি কর্‌ব ?

ইন্দ্র। দ্বিধা করো না। জনার্দ্দনকে অর্পণ করে ভোজন কর।

দেববালকগণ। জনার্দ্দনায় নমঃ! জনার্দ্দনায় নমঃ !! জনার্দ্দনায় নমঃ !!!

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। কই ? কই ? কই ভাই ? দাও দাও বনফল প্রাণভরে খাই। (হাত পাতা)

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। এসে পড়েছ বাবা! বেশ করেছ। ফল কটার লোভ আর ছাড়্‌তে পার্‌লে না? এঁ্যা? এত ক্ষিদে যদি, তবে দৈত্যদের কাঁছে যাও না। তা হবে না, তাদের খাবার মুখে রুচ্‌বে না।

নারায়ণ। তারা যে আমায় ভালবাসে না, ভাই!

ত্রিদিব। সেইজন্যই বুঝি এই অনুগ্রহ হচ্ছে? ওঃ! ফলগুলোর পানে যে রকম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছ, তাতে বোধ হচ্ছে—অনেকদিন দক্ষিণ হস্তের কাজ হয়নি! তা ওতে আর কি হবে? ব্রহ্মাণ্ডটা পেটে প্রবেশ করাতে পার্‌লে যদি একটু জলযোগ হয়!

নারায়ণ। (দেববালকগণের প্রতি) কই ভাই, দাওনা! আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে!

ত্রিদিব। দিয়ে ফেল—যা থাকে কপালে!

দেববালকগণ। (নারায়ণের প্রতি) ধর ভাই!

নারায়ণ। আমি হাত পেতেছি দাও।

দেববালকগণ। এই নাও। (নারায়ণের হস্তে ফল প্রদান)

ত্রিদিব। ব্যস্! এইবার বাবা, চোখ কাণ বুজে উদর নামক মহা-হ্বরে এইগুলি পাঠিয়ে দাও,—আপদ্ মিটে যাক!

নারায়ণ। (দেববালকগণের প্রতি) ভাই, আমার খাওয়া হয়েছে; এইবার তোমরা খাও।

দেববালকগণ। কই, খেলে না?

নারায়ণ। পেট ভরে গেছে ভাই! তোমরা খাও। (দেববালক-গণকে ফল প্রত্যর্পণ)

(দেববালকগণের ফল গ্রহণ ও ভোজন।)

চিত্ররথের প্রবেশ।

গান।

বিভাস—একতালা।

চিত্ররথ। এসেছ কি তুমি, সর্ব্ব-অন্তর্যামী,
লীলাময় কমলাক্ষ!
দুঃখের দুর্দ্দিনে, যদি নিজগুণে
এসেছ, দেখা দিয়েছ,—
তবে দেখ দুঃখহারি, আমাদের দুঃখ!
সোণার এ স্বর্গ ধনধান্যপূর্ণ,
পাতালবাসীর গ্রাসে ক্রমে হল শূন্য,
সবে অন্নাভাবে শীর্ণ, শোকে জীর্ণ,
শোকসলিলে সতত ভাসিছে বক্ষ!
স্বর্গের মা লক্ষ্মী দৈত্যকারাগারে,
পথে পথে ভ্রমি হারা হয়ে তাঁরে,
স্বর্গে এল পাপ দৈত্য, মদমত্ত,
হরি, নিরাশ্রয় আমরা, রক্ষ—রক্ষ!

নারায়ণ। চিত্ররথ, সব জানি; তুমি একটি কাজ কর, পূর্ব্বে স্বর্গরাজ্যে কি অতুল সুখশান্তি বিরাজিত ছিল, সে কথা সঙ্গীতচ্ছলে প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দাওগে।

চিত্ররথ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। নারায়ণ, কতদিনে আমাদের এ দুঃখের অবসান কর্‌বেন?

ত্রিদিব। জয়ন্ত, ওঁকে বল্‌ছ-কেন? গাছ পুতেছ, জল ঢাল—বড় কর—ফল ফলিয়ে নাও!

ইন্দ্র। (জয়ন্তের প্রতি) বাবা, দয়াময়কে কিছু বলো না। আমাদের দুর্দ্দশা দেখ্‌তে উনি চিরদিনই ভালবাসেন!

নারায়ণ। (ইন্দ্রের প্রতি) দাদা, আমার উপর কি অভিমান কর্‌তে আছে? আমি যে তোমার ছোট ভাই।

ত্রিদিব। (নারায়ণের প্রতি) ছোট ভাই! বয়সের গাছ পাথর নেই,—তুমি বল কিনা ছোট ভাই! পাকা বুড়ো তুমি; বয়স লুকান ব্যায়াম তোমারও আছে?

নারায়ণ। (ইন্দ্রের প্রতি) দাদা, কালচক্রের গতি অনিবার্য্য। পাষাণে বুক বেঁধে তোমাদের দুর্দ্দশা দেখ্‌ছি; প্রতিকারের সাধ্য নাই।

ত্রিদিব। কি করে আর সাধ্য থাক্‌বে বল না? এক হাতে শঙ্খ—তার শব্দ শুন্‌লে মেঘের ডাকেরও পিলে চম্‌কে যায়! এক হাতে পদ্ম—তাতে চোদ্দ ভুবন ঢুক্‌লেও খবর হয় না! এক হাতে হিমালয়ের মত গদা, আর এক হাতে সূর্য্যমণ্ডলের পিতামহের মত সুদর্শন চক্র! মোটে চারটি হাত, তা চারিটি হাতই বন্ধ; চার হাতে চার জিনিস—কি করে কি করবে বল? আর পা দুটোর কথা ছেড়েই দাও। ওদিয়ে একটি কাজ ছাড়া আর কিছুই হবে না। বাবা, পা ত নয়—পার-ঘাটার নৌকো!

নারায়ণ। ত্রিদিব, পরিহাসচ্ছলে অভিমানসূচক কথা বল্‌ছ? তা বল। যাতে তৃপ্তি পাও, তাই বল।

ত্রিদিব। কাজেই যে বল্‌তে হয়। তোমার মত আমার হাতে সুদর্শন থাক্‌লে রোজ দেড় হাজার করে দৈত্যের মাথা কেটে ফেল্‌তুম! না—না—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কেটে ফেল্‌তুম নয়—বনিয়ে ফেল্‌তুম। বিষ্ণুর সাক্ষাতে বৈষ্ণবী ভাষা ব্যবহার করাই ভাল—নইলে গোঁড়া বাবাজী মহাশয়েরা রাগ কর্‌বেন!

ইন্দ্র। নারায়ণ, আমরা যে মহাব্রতে ব্রতী হয়েছি, তাতে তোমার করুণা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার্‌ব না।

নারায়ণ। দাদা সুরেন্দ্র, তোমার হৃদয়ের সঙ্গে যদি সকলের হৃদয় মিলিত হত, তা হলে কি স্বর্গের এ দুর্দ্দশা থাকে ?

জয়ন্ত। অনেকের নিদ্রা ভাঙ্‌ছে, আবার নিদ্রিত হচ্ছে।

নারায়ণ। তাই ত এত দুঃখ! কেউ যে আমার কাছে কামনা করে না—সবাই জেগেও যে জাগে না!

ত্রিদিব। (নারায়ণের প্রতি) তুমি থাম বাপু! ঘুমের গুরু মহাশয় হচ্ছ তুমি! আষাঢ় মাসে শোও, ছটি মাসের কম আর উঠে দাঁড়াও না! তোমার দেখেই ত সবাই শেখে।

নারায়ণ। সকল বিষয়ের সাম্যই স্বভাব, বৈষম্যই বিকার। আমার দেখে সকলে শিক্ষা লাভ করে কই ? আমি মধু কৈটভ সংহার করেছি। সে শক্তিধর মূর্ত্তি আমার কয়জন ভক্তে ধারণা করে ? সমাজের অধোগতি কেন ?—শক্তিহারা হয়ে। দৈত্যজাতি এত উন্নত কেন ?—শক্তিসেবা করে। প্রণষ্টশক্তি, দেবসমাজে পুনরায় সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র, পূর্ণ প্রদীপ্ত হয় নাই; তা না হলে এ দুঃখের অবসান হবে না!

দেবগণ ও শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

দেবগণ। (শক্ত্যানন্দের প্রতি) হাঁ মহাপুরুষ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

শক্ত্যানন্দ। তবে সম্মুখে নারায়ণ আছেন—প্রতিজ্ঞা কর, বল কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে না ?

দেবগণ। কখনই না! কখনই না!! কখনই না!!!

শক্ত্যানন্দ। এ স্বর্গভূমি-উদ্ধার-ব্রত উদযাপনের জন্য দৈত্যের হস্তে কঠোর নির্যাতন সহ্য কর্‌তে হবে। পার্‌বে ?

দেবগণ। হাঁ, নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!!

নারায়ণ। আর একটি কাজ করতে হবে।

শক্ত্যানন্দ। নারায়ণের কথা সকলে স্থিরকর্ণে শোন।

নারায়ণ। মর্ত্ত্যধামের যজ্ঞাহুতি তোমরা গ্রহণ করতে চেষ্টা করগে—ভীত হয়ো না।

ইন্দ্র। তাতে কি আমরা কৃতকার্য্য হতে পারব?

নারায়ণ। পারবে না, কিন্তু দৈত্যের পীড়নে সকলের প্রাণে আরও একাগ্রতা আসবে। (দেববালকগণের প্রতি) ভাই, বিষণ্নমুখে কেন তোমরা? স্বর্গজননীর শীঘ্রই হাসিমুখ দেখতে পাবে। ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত গাও—সকলকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর; আমি তোমাদের সহায়।

গান।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দেববালকগণ। তবে ভাই, আর আমরা কারে করি ভয়?
অভয়দাতা শ্রীহরি দিয়েছেন অভয়।
মধু-মুর-বিঘাতন, জয় অনাদি রতন,
নিত্যলীলা-নিকেতন অনাথ-আশ্রয়!
তুমি জ্ঞান-ধর্ম্মবল, তুমি কর্ম্ম, কর্ম্মফল,
কর্ম্মপথে লয়ে চল হরি কর্ম্মময়!

[শক্ত্যানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শক্ত্যা। নূতন নূতন তান, বিমল মধুর গান,
উঠে প্রাণ প্রেমভরে আপনি মাতিয়া রে!
কবে এ ত্রিদিববাসী, সবে এ সঙ্গীতে মিশি,
দিবে মোর প্রাণে শান্তি-অমিয়া ঢালিয়া রে!

অদৃষ্ট-পুরুষ আমি, হে বিভু ব্রহ্মাণ্ডস্বামী—
ত্রিলোকের সুখ দুঃখ করিতে বিধান—
সৃজিলা আমারে তুমি ; কিন্তু হেরি কর্ম্মভূমি—
দারুণ দুঃখেতে সদা দহে মোর প্রাণ !
কেহ মত্ত অহঙ্কারে, গরজিছে হুহুঙ্কারে,
রক্ত আঁখি দৃঢ়মুষ্টি মূরতি ভীষণ !
কেহ দীন হীন ক্ষীণ, চীর-বাস বিমলিন,
ক্ষীণকণ্ঠে নিশি দিন সজল নয়ন !
হাসাই কাঁদাই আমি, কিন্তু কিন্তু অন্তর্যামী,
শোকচিত্র দেখি সদা বিদরে হৃদয় !
কালচক্র-আবর্ত্তনে, কতদিনে দেবগণে
হেরিব প্রফুল্লমুখ পূর্ণ-হাস্যময় ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

হেমপ্রভার প্রবেশ।

হেম। (স্বগত) বিধাতার ইচ্ছা কিছু বুঝিতে না পারি!
রাজরাণী আমি,
চারিদিকে অতুল সম্পদ,
শত-শত দাস দাসী—
দিবানিশি যোগাইছে
বিলাসের সামগ্রীসম্ভার;
কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি নাই আমার অন্তরে!
স্বদেশে ছিলাম সুখে;
কেন মহারাজ হায়! দেবেন্দ্রে পীড়িয়া—

লভিলা এ স্বর্গ-সিংহাসন,—
আমায় আনিলা সঙ্গে!
বিলাস-আনন্দ-রঙ্গে দৈত্যরামাগণ
চিতহারা হইয়া বেড়ায়,
দৈত্যগণ ফেরে মদ ভরে,
দেখিয়া অন্তরে মোর জ্বলে দুঃখ-হুতাশন!
স্মৃতির দর্পণে দেখি সদা দেবের দুর্গতি!
হায়! দেবতার অশ্রু কবে হবে অবসান!

শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ। মহিষি, মহিষি, এতদিন এসেছি ত্রিদিবে,
একদিন তরে—
না দেখিনু হাসিরেখা তোমার অধরে!
নীরস অন্তরে কিবা তৃপ্তি পাও?
চল চল, নন্দনকাননে যাই!
পারিজাত মন্দারের সুরভি আঘ্রাণে,
ঢালিবে পরাণে সুধার সু-ধার!
শোভার ভাণ্ডার সুন্দরী প্রকৃতি,
কত পাবে প্রীতি মোহিনী-মূরতি হেরি তার!
কেন? নীরব কি হেতু?
বল, কিবা দুঃখ জাগিয়াছে হৃদয়ে তোমার?

হেম। মহারাজ! কাঁদিছেন শচীদেবী নৈমিষকাননে!
সে শোকের হা হুতাশ ঘন দীর্ঘশ্বাস,
অহর্নিশ বাজিতেছে হৃদয়ে আমার!
যতদিন তাঁর অশ্রু বারিধার—

স্রোতস্বিনী ধারা সম বহিবে সতত,
হৃদয়েশ, ততদিন শান্তি-লেশ নাহি মোর প্রাণে!
ততদিন হাসি-রেখা পাবে না দেখিতে!

শুম্ভ। এ যে অসম্ভব কথা!
কেমনে ঘুচাব শচীর রোদন?

হেম। ছেড়ে দাও স্বর্গ-সিংহাসন।
জীমূত-বাহন দেবেন্দ্রের সনে—
দেবেন্দ্রাণী শচী করুন বিরাজ,
শশাঙ্ক রোহিণী সম বিশ্ব উজলিয়া।

শুম্ভ। প্রিয়ে, যদি স্বর্গের সিংহাসন ছেড়েই দেব, তবে কঠোর অধ্যবসায় অবলম্বন করে যোগসাধনা কর্‌লেম কি জন্য? কর্ম্মের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কর্‌লে যে, সেই মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের অপমান করা হবে।

হেম। তা কেন হবে? স্বামিন্, আমার চপলতা ক্ষমা কর্‌বেন। আপনি ইন্দ্রত্ব লাভ করে, যদি আবার সেই ইন্দ্রত্ব পুরন্দরকে প্রদান কর্‌তেন, তা হলে আপনার কোটি-কোটিগুণে গৌরব মহত্ত্ব প্রকাশ পেত।

শুম্ভ। কই, কোনও দিন ত পুরন্দর আমার কাছে ইন্দ্রত্ব ভিক্ষা করেন নাই?

হেম। না কর্‌লেও আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান করুন না।

শুম্ভ। তা হলেই কি পুরন্দর সে দান গ্রহণ কর্‌বেন?

হেম। না করুন, তাতে আপনার মহত্ত্ব উজ্জ্বল বই মলিন হবে না।

শুম্ভ। তা যেন হল, কিন্তু আমাকে সেই পুরন্দরের অবজ্ঞাত হয়ে অপমান-অনুতপ্ত জীবনে ফিরে আস্‌তে হবে ত? কি? উত্তর দাও না? নীরব রইলে কেন?

হেম। মহারাজ, আমি অবলা। যাতে প্রাণের তৃপ্তি পাই, তাই বলি। বিচার-শক্তি আমার নাই।

শুম্ভ। শচীর সিংহাসনে তুমি উপবেশন না কর্‌লে আমি বড় দুঃখিত হব!

হেম। মহারাজ, ইন্দ্রের আসন আপনি উজ্জ্বল করেছেন, কিন্তু শচীর আসন আমার উপবেশনে মলিন হয়ে যাবে—কাঞ্চনের স্থানে কাচ শোভা পায় না।

শুম্ভ। যাক্। ও বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে চাই না। আচ্ছা বল—তুমি কিসে তৃপ্তি পাও?

হেম। অকপট প্রাণে বল্‌ব মহারাজ?

শুম্ভ। হাঁ বল।

হেম। এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে স্বজন সঙ্গে নিয়ে আপনি স্বদেশে গেলে আমি তৃপ্তিলাভ করি।

শুম্ভ। এখনই পারি। এ তুচ্ছ স্বার্থত্যাগ। কিন্তু তাতে দেবগণ আমাকে কি মনে কর্‌বে জান?—ভীরু মনে কর্‌বে—কাপুরুষ মনে কর্‌বে, তাদের অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষ, বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য আমি অবনত-মস্তকে সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। এ মস্তক মাতা পিতার চরণে, গুরুদেবের চরণে, আর পরমারাধ্য বিশ্বেশ্বরের চরণে ভিন্ন আর কারও কাছে নত হয় নাই। আমি অবাধে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে পার্‌ব, কিন্তু অপমানিত হয়ে জীবন্মৃত হতে পার্‌ব না।

হেম। আপনার উদ্দেশ্যই পূর্ণ হোক। সকল বিষয়েই আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি; কিন্তু প্রজা কাঁদ্‌ছে, তার কিছু প্রতিবিধান কর্‌ছেন না কেন?

শুম্ভ। মহিষি, আমার ইচ্ছা—প্রজাদের আমি যথার্থ স্বর্গসুখে সুখী কর্‌ব। ও বিষয়ে আমাকে জাগরিত করে দিতে হবে না। তবে যে

শাসনবিভাগে বিশৃঙ্খলা ঘটেছে, তার কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও আমার সুনীতির মর্ম্মাবধারণ কর্‌তে পারে নাই। সুতরাং প্রজাদেরও দুঃখ দূর হয় নাই। আমাদের দৈত্যরাজত্বের এই নব অভ্যুদয়। বসন্ত ঋতুর যৌবনাবস্থায়ও শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে। হেমপ্রভা, পূর্ণেন্দু কোথায় ?

হেম। রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শন কর্‌তে ছদ্মবেশে ভ্রমণ কর্‌ছে।

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। (শুম্ভের প্রতি) দাদা! দাদা!

শুম্ভ। ভাই নিশুম্ভ এসেছ ? ভালই হয়েছে। তোমাকে দু-একটি কথা বল্‌বার আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হাঁ ভাই, তুমি থাক্‌তে রাজকার্য্য সুনিয়মে পরিচালিত হচ্ছে না কেন ?

নিশুম্ভ। দাদা, রাজকুমার পূর্ণেন্দু, আমাদের কার্য্যের নিতান্ত বিরোধী—রাজনীতির গূঢ়রহস্য বোধে অসমর্থ, অথচ সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপে উদ্যত। এজন্য পদে পদে রাজকার্য্যে বিঘ্ন ঘট্‌ছে। এর সুবিধানের জন্যই আপনার নিকট এসেছি।

হেম। পূর্ণেন্দু আমার, অন্যায় কার্য্যে কখনও হস্তক্ষেপ কর্‌বে না, —এ আমার স্থিরবিশ্বাস।

শুম্ভ। রাজ্ঞি, পূর্ণেন্দু সরল-চিত্ত বটে, কিন্তু তরুণবয়স্ক ; সুতরাং কিছুই অসম্ভব নয়। (নিশুম্ভের প্রতি) নিশুম্ভ, তুমি যাও—কর্ত্তব্য কর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর। আমি পূর্ণেন্দুকে কোন বিষয়ে প্রলিপ্ত হতে দেব না।

নিশুম্ভ। তা হলে অনেক সময়ে হয় ত রাজকুমারের প্রতি অনেক রূঢ়ভাষা প্রয়োগ কর্‌তে হবে।

শুম্ভ। আবশ্যক হলে তাও কর্‌বে। রাজ্যের সুমঙ্গলের বিরুদ্ধে আমি পুত্রকে প্রশ্রয় দিতে বলি না।

হেম। এ কেমন্ কথা, মহারাজ !

শুম্ভ। আমি কৌশলে পূর্ণেন্দুকে তোমার কাছে কাছেই রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। তা হলে সব দিক্‌ রক্ষা হবে। (নিশুম্ভের প্রতি) যাও ভাই, নিরাপদে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করগে। প্রজার তুষ্টি-সাধন করগে।

নিশুম্ভ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

হেম। মহারাজ, পূর্ণেন্দু আমার দেবচরিত—দয়ার্দ্র-হৃদয়। তার প্রতি কঠোর ব্যবহার আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। যেদিন কুমার জন্ম-গ্রহণ কর্‌লে—পূর্ণেন্দু রূপে হৃদয়াকাশ প্রথম আলোকিত কর্‌লে, সেদিন আমি এক অশরীরী শূন্যবাণী শুন্‌লেম যে, এ পুত্র সামান্য নয়—স্বয়ং পুণ্যদেব পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন!

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

শুম্ভ। এই যে কুমার প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে।

পূর্ণেন্দু। বাবা, আজ আমাকে অনুমতি দিন, আমি নির্ভয়ে দু'একটি প্রাণের কথা আপনাকে বল্‌ব।

শুম্ভ। অনুমতির অপেক্ষা কেন? বলনা বাবা!

পূর্ণে। বাবা, আমাদের দৈত্যজাতির জন্য, আর সাধারণ প্রজা-দের জন্য কি আপনার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবহার-বিধি আছে?

শুম্ভ। কখনই নয়—শুম্ভের সাম্যনীতি। সকল প্রজাই আমার পুত্রতুল্য। অশিষ্ট সন্তানকে শাসন করা পিতার একান্ত কর্ত্তব্য। কি স্বজাতি, কি ভিন্নজাতি, যেই হোক—অপরাধ কর্‌লেই দণ্ডনীয় হবে;—এই আমার অলঙ্ঘ্য নীতি।

পূর্ণে। তবে যাদের প্রতি শাসন ভার অর্পিত আছে, সেই দুর্বৃত্তেরা আপনার অলঙ্ঘ্য নীতি লঙ্ঘন করে কেন? স্বজাতি স্বহস্তে নরহত্যা করেও অব্যাহতি পায়, আর সাধারণ প্রজা আত্মরক্ষার জন্য সামান্য একটি ক্ষিপ্ত কুক্কুরকে প্রহার করেও দণ্ডনীয় হয় কেন? আপনি দৈত্য-

কুলের অধিপতি বলে দৈত্যজাতিমাত্রেরই এত প্রশ্রয় কেন? পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুরেরা তুচ্ছ একটা ত্রুটি ধরে দুর্ব্বল প্রজাকে দারুণ প্রহার ক'রে বিনাশ করে। কেন বাবা, দুর্ব্বল প্রজা কি মৃগয়ার পশু?

শুম্ভ। (স্বগত) কার কথায় সত্য নিহিত! নিশুম্ভের কথায়!—না পূর্ণেন্দুর! (প্রকাশ্যে পূর্ণেন্দুর প্রতি) বাবা, আমি আজই এর প্রতিকার করব। আর কি বল্‌বে শীঘ্র বল।

পূর্ণে। মহারাজ, কপাল দোষে দেবগণ স্বাধীনতা হারা হয়েছেন, তা বলে তাঁদের যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করে অনশন-যন্ত্রণা দেওয়া কি আমাদের উচিত? তেত্রিশ কোটি দেবতার মুখের গ্রাস দৈত্যজাতি কেড়ে খাচ্ছে—এ দৃশ্য কি প্রাণ ধরে দেখা যায়, বাবা?

শুম্ভ। কুমার, এ কথার উত্তর আজ দেব না। যেদিন আবশ্যক হবে, সেদিন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তোমাকে বল্‌ব।

পূর্ণে। বাবা, ক্ষমা করুন, আমি আজ একটি চপলতার কাজ করেছি। ন্যায় করেছি, কি অন্যায় করেছি, তা জানি না।

শুম্ভ। কি করেছ অকপটচিত্তে বল।

পূর্ণে। দৈত্যগণ দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে বন্ধন করে রেখেছিল; আমি তাঁকে বন্ধন-মুক্ত করেছি। এমন দেব-শিল্পী থাক্‌তে দেবগণকে একখানি বস্ত্রের জন্য দৈত্যের দ্বারে লালায়িত হতে হয়,—একি অল্প পরিতাপের কথা!

শুম্ভ। বৎস, আমি তোমার কোন কার্য্যে অসন্তুষ্ট নই। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ—তুমি আমার গৃহ-সংসার ছেড়ে কোথাও যেও না। বহু পুণ্যফলে তোমার মত পুত্রের পিতা হয়েছি। পুণ্যময়ী করুণা-মন্দাকিনী হেমপ্রভার স্নেহ-সলিলে পূর্ণেন্দু-শোভা দুটি ফুল-কমল বিরাজ করছ! সংসার আমার আনন্দময় হয়ে আছে! (হেমপ্রভার

প্রতি) মহিষি, কুমারকে একতিল চক্ষের অন্তরাল করো না। চঞ্চল-রত্ন বুকে বুকে রাখ।

[প্রস্থান।

হেম। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) বাবা, আজ হতে তুমি আমাকে না বলে কোথাও যেও না। আমার স্বতন্ত্র কক্ষে যাও—সেইখানে আমি তোমাকে স্বহস্তে ভোজন করাব। আমি যাই—অগ্রে বিশ্বেশ্বরের পূজা করে আসি।

[প্রস্থান।

শোভাকে লইয়া গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

গান।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখীগণ। কেন মলিন, এ মুখ নলিন, প্রাণসখি!
কেন দুঃখে?
দেখ চাহিয়ে, আঁখি ভরিয়ে—
পরম পুলকে!
এসেছে বঁধুয়া ফিরিয়ে ঘরে,
ভাস লো স্বজনি, সুখের সরে,
প্রেম-হেমহার, হাতে কেন আর?
পরাও, অবিরল তুমি ভালবাস যাকে!
সহকার-সনে মাধবীলতা,
দাঁড়ায়ে কও লো প্রাণের কথা,
মান ভুলে যাও, প্রাণ মন দাও,
থাক মন'সুখে হাসিমুখে চোখে চোখে॥

[যুবকদের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

নিশুম্ভ ও রক্তবীজ।

নিশুম্ভ। রক্তবীজ! দাদা পদে পদে আমাকে সুবিচারের ত্রুটি হচ্ছে বলে তিরস্কার কর্‌ছেন। তোমার কূট-নীতি অতি দুর্ব্বোধ্য।

রক্তবীজ। মহারাজ মহাতপা উদারচেতা। তাঁর মত যদি আমরা সকলেই উদার হই, তা হলে আমাদের আর স্বর্গরাজ্যে থাক্‌তে হবে না।

নিশুম্ভ। আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না, দেবগণ আমাদের অধীন থাক্‌বে—অথচ অসন্তুষ্ট হবে না—এমন কোন উপায় থাকে ত বল।

রক্তবীজ। দেবগণ পরাধীন জাতি; পরাধীন জাতি একমাত্র স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। যদি স্বর্গের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চান, তা হলে দেব-নির্যাতনে ঔদাস্য প্রকাশ কর্‌লে হবে না।

নিশুম্ভ। তোমার সারবান্ যুক্তি অকাট্য; এ যুক্তির প্রতিকূলে কাজ কর্‌লে আমাদের পরিণামে কখনই শ্রেয় নাই। হাঁ, তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, লঘু অপরাধে কোন কোন প্রজাকে গুরু দণ্ড দাও কেন?

রক্ত। দেবতা তেত্রিশ কোটি, তার পর অসংখ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর। সে সংখ্যায় আমরা দৈত্যজাতি ক'জন? বিশেষতঃ আমরা সুদূর পাতালবাসী। এ প্রকার কঠোর শাসন না থাক্‌লে, আমরা এই স্বর্গে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বিচরণ কর্‌তে পার্‌ব কেন?

নিশুম্ভ। তা হলে বর্ত্তমানে দেব-নির্যাতন একান্ত কর্ত্তব্য?

রক্ত। নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বন্ধন-মুক্ত হয়ে দেবতাদের জন্য বস্ত্রবয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছে, সেই বসন পরিধান করে হতভাগ্যেরা সুখ-স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে মনে করেছে; দুদিন পরে যজ্ঞভাগ পুনরায় অধিকার করবে। তা হবে না, যেমন জীবন্মৃত হয়ে আছে, তেমনি ভাবেই রাখতে হবে—প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

গান।

মুলতান—কাওয়ালী।

শক্ত্যানন্দ। ধর্ম্ম আছেন একজন মাথার উপরে।
এত অত্যাচার, এত অবিচার,
সহ্য হবেনা হবেনা তাঁর অন্তরে।
(তাঁর) সদা সম দরশন, সম দয়া বরষণ—
ভোগীজন, অনশন—কাতরে,
বিষাদ-কালিমা বদন, দীনের করুণ রোদন.
প্রবেশে তাঁহার শ্রবণ-বিবরে;
শুনে সদয়-হৃদয় তাঁর বিদরে!
নিরীহ রাজ্যে আসিয়ে, দুর্ব্বলেরে দণ্ড দিয়ে,
দণ্ড-বিধাতারে নাহি ভাবরে,
কত দৈত্য স্বর্গে এল, প্রজাবর্গে কাঁদাইল,
শেষেতে মিশিল কাল-সাগরে;
দর্প, তেজ, সকলি দু'দিনের তরে।

[প্রস্থান।

রক্ত। দাঁড়া কর্কশভাষী যোগী, তোর উপযুক্ত প্রতিফল দেব।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। নিরস্ত হও, রক্তবীজ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাননভূমি।

কামদেব ও ত্রিদিবরঞ্জন।

ত্রিদিব। ওহে কন্দর্পভায়া, তুমি আমার পিছু লেগেছ কেন, বল দেখি?

কামদেব। আপনাকে আমার বড় ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে। (ত্রিদিবরঞ্জনের হস্তধারণ)

ত্রিদিব। দোহাই বাবা অনঙ্গ! ছেড়ে দাও।

কাম। তা হবে না, আপনি আমায় একটু ভালবাসুন।

ত্রিদিব। আমার কি দেখে ভুলেছ বল দেখি, তাই ছেঁদে ধরেছ?

কাম। আপনাকে সুরসিক দেখে।

ত্রিদিব। রসিকের চিহ্নটি আমার কি দেখ্‌লে? নাকে রসকলি আছে—না সেবা-দাসী আছে—না রাঘববোয়ালীর গর্ভকোষের মত আঁকাড়া কুঁড়োজালী আছে? দিব্যি খুঁজে খুঁজে রসিকটি বার করেছ!

কাম। উর্ব্বশী আপনার জন্য, পদ্মপত্রের শয্যায় শুয়ে—"হা হতাস্মি! হা দগ্ধাস্মি!" বলে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌ছেন—আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে দূত পাঠিয়েছেন—চলুন।

ত্রিদিব। যাও না ঠাকুর! কৃপা করে সরে পড় না!

কাম। আপনি ত দেখ্‌ছি, রমণী-প্রেমে একবারে উদাসীন; এদিকেও ত নাস্তিক। আপনি এক অদ্ভুত লোক! কখনও দেখ্‌লেম না যে, কোন ঠাকুর দেবতাকে একটা প্রণাম কর্‌লেন!

ত্রিদিব। বলি, মায়ের কোলে ছেলে বসে থাকে, ক'টা প্রণাম করে বল!

কাম। কই, সন্ধ্যাপূজাও ত কখনও করেন না?

ত্রিদিব। আমার কাঁধে ত ভূত চাপে নি যে, সন্ধ্যাপূজা কর্‌ব!

কাম। ব্রাহ্মণের ছেলের সন্ধ্যাপূজা না কর্‌লে যে মহাপাপ হয়, মহাশয়!

ত্রিদিব। পাপের জন্য আর ভয় কি বল! ক্ষমা বলে যে একটা কিছু আছে, সেটা ত আর পুণ্যবানের জন্য হয় নি,—পাপীর জন্যই হয়েছে। তাঁর কাছে এত ক্ষমা আছে যে, আমি চার যুগ ধরে তত পাপ করে উঠ্‌তে পার্‌ব না!

কাম। এ ত অটল বিশ্বাসের কথা—মহাজ্ঞানী পুরুষের কথা!

ত্রিদিব। আমি বুঝি জ্ঞানী নই মনে করেছ? আমার নাম শ্রীযুক্ত ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য জ্ঞানাম্বুধি! আমার টিপ্‌নি শুন্‌লে তুমি থ হয়ে থাকবে। আমার এক একটি উপদেশ—এক একটি কচ্ছপের কামড়!

কাম। কই, দু-একটি নমুনা বলুন দেখি?

ত্রিদিব। এই শোন;—ধর্ম্মও বুঝি না, অধর্ম্মও বুঝি না; পাপও বুঝি না, পুণ্যও বুঝি না;—এমন সুযোগ যদি উপস্থিত হয় যে, দুটি ঠ্যাং আছে, আর দুটি বাড়্‌বে, তবু ভুলেও মিথ্যা কথাটি বল্‌ব না;—লোকের প্রাণে ব্যথাটি দেব না,—নিখুঁৎ আনন্দটি খুঁজ্‌তে ছাড়্‌ব না!

কাম। আচ্ছা, আপনি স্বর্গের দেবসভ্য হয়েছিলেন কি করে?

ত্রিদিব। ও কথা আর বলো না ভায়া! দিনকতক বড় বাতিক ধরেছিল স্বর্গে যেতে হবে! হর্‌দম যাগযজ্ঞ লাগাতে লাগ্‌লুম, স্বর্গেও এসে পড়্‌লুম; বৃহস্পতির কৃপায় দেবসভ্যও হলুম! একটা বড় মজা

দেখ্‌ছি, স্বর্গে এসেও লোকের কামিনী-কাঞ্চনে লোভ! শকুনি যত উপরেই উঠুক, নজর তার ঠিক সেই গো-ভাগাড় পানে!

কাম। এখন দেবতাদের এত দুর্গতি, আর আপনি তাঁদের ভুলে দৈত্য-রাজত্বে রাজভোগে আছেন?

ত্রিদিব। রাজভোগে নাই হে ফুলধনু! এখনও একদিনের জন্য দৈত্যগৃহে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করি নাই।

কাম। তবে দাসত্ব কর্‌ছেন কেন?

ত্রিদিব। সাধ করে কি আর দাসত্ব করি হে! জলের অধিপতিও ওরা, শস্যের অধিপতিও ওরা! আনাড়ী হয়েছে কর্ত্তা—বানরের গলায় মুক্তার হার! ঐগুলোর পাপেই ত ভাল শস্য হচ্ছে না; যা হচ্ছে, তার কিছুখানা বাদে সব ওদেরই ভাণ্ডারে! কাজেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এ সময় এই দেহটা খাটিয়ে যদি ওদের কাছে কতকটা শস্য পাই, আর সেই শস্য দিয়ে গরীব দুঃখীর পেটের জ্বালা কিছু পরিমাণেও ঘুচাতে পারি, তা হলে দাসত্ব করা সার্থক হবে—তোষামোদি সার্থক হবে—ভরপূর আনন্দ পাব!

কাম। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধন্য, আপনি!

ত্রিদিব। থাক্‌, মহাশয়! থাক্‌, আর আমাকে বাড়িয়ে একবারে ধ্রুবলোকে তুলে দেবেন না। এখন এক কাজ করুন!

কাম। কি বলুন।

ত্রিদিব। মা শচীকে কিছু খাওয়াতে হবে। কিছু খাদ্য দিচ্ছি, নিয়ে শীঘ্র নৈমিষকাননে যাও। আমার নাম করো না। এই সময় যাও, দৈত্যেরা এখন সেখানে কেউ নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

পতাকাধারী দৈত্যসেনাগণ ও রক্তবীজ।

রক্তবীজ। যাও—দলে দলে সমুদয় সৈন্য যাও। দৈত্য-সিংহ মহারাজ শুম্ভের নামাঙ্কিত বিজয়-পতাকা ধারণ করে, উলঙ্গ অসি হস্তে একসঙ্গে সমপদবিক্ষেপে রাজপথে বিচরণ করগে। আমাদের সৈন্য-বলাধিক্য দর্শন করে যেন দেবগণের প্রাণে ভীতি-সঞ্চার হয়। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ অভিনয়ও কর্‌বে। যেখানে দেবতাদের স্বর্গ-বিষয়ক আন্দোলন দেখ্‌তে পাবে, অমনি ঘোরতর যুদ্ধে তাদের পরাস্ত কর্‌বে।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

রক্ত। (সুগ্রীবের প্রতি) কি সুগ্রীব! অভীপ্সিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হতে পার্‌লে?

সুগ্রী। একাংশও নয়।

রক্ত। কেন?

সুগ্রী। দেবতাদের আর সেদিন নাই। এখন তাদের হৃদয়াকাশে উৎসাহের সূর্য্য উদিত হয়েছে,—সেই সূর্য্যের আলোকে প্রায় ত্রিংশৎ-কোটী দেবতার হৃদয়-ক্ষেত্র আলোকিত হয়েছে; আর তাই সমবেদনায় একতার সুদৃঢ় সূত্রে তারা আবদ্ধ হয়েছে; সে সূত্র ছিন্ন কর্‌বার জন্য প্রচুর প্রলোভন প্রদর্শন করেছি, কিছুতেই তাদের হৃদয়ের অপ্রতিহত স্রোত ফিরাতে পারি নাই।

রক্ত। ইন্দ্র পূর্ব্বে যে যে দেবতার অনিষ্ট চেষ্টা করেছে, তুমি সেই সেই দেবতাকে ইন্দ্রের সেই অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তাদের হৃদয়ে ইন্দ্রের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব জন্মাতে পার্‌লে না ?

সুগ্রী। প্রচুর চেষ্টা করেছি ;—পবন দেবকে বল্‌লেম—"ইন্দ্র তোমার কত অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করেছে ! স্মরণ কর দেখি—তুমি যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন তোমার প্রাণ-সংহারের জন্য তোমাকে উনপঞ্চাশৎখণ্ডে বিভক্ত করেছিল ; ভেবে দেখ দেখি, পুরন্দর তোমার কত শত্রু !"

রক্ত ! বেশ, বেশ, পবন কি উত্তর কর্‌লে ?

সুগ্রী। পবন বল্‌লে, আমরা ভাই ভাই কলহ কর্‌ব, ভাই ভাই বৈষয়িক ব্যাপারে অবিশ্রান্ত পরস্পরের বুকে অস্ত্রাঘাত করে শুষ্ক ধূলিরাশি লোহিত-কর্দ্দমে পরিণত কর্‌ব ; কিন্তু অন্য কেউ এসে আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেবতাকেও প্রহার করা দূরে থাক্‌, একটি উচ্চ কথাও বল্‌তে পাবে না। বস্তুতঃ, তাদের কথা কার্য্যে পরিণত হয়েছে। যেখানে দেববালকগণের প্রতি দৈত্যেরা অত্যাচার কর্‌ছে, সেখানে অমনই সুরেন্দ্র-প্রমুখ শত শত দেবতা উপস্থিত হয়ে সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। আশ্চর্য্য ! নিতান্ত আশ্চর্য্য ! ! এ দেখে আমার নিশ্চয় বোধ হয়—দেবতার ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হয়েছেন ! কেউ বাধা দিয়ে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

রক্ত। হা ! হা ! হা ! আকাশ-কুসুম ! আকাশ-কুসুম ! ! কি সাধ্য—দেবতাদের কি সাধ্য—স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে ! শুধু বাক্যে কিছুই হয় না। স্বর্গের কথা আন্দোলন করে শুধু কি কর্‌বে ? যে দিন মেঘমন্দ্রের মত দৈত্য-হুহুঙ্কারের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ দৈত্যের শাণিত কৃপাণের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে, তখন দেবগণ ভীরু শৃগালের মত কোথায়,

কোন বনে প্রস্থান কর্‌বে! দেখ, আজই আমি তাদের সমুচিত শাস্তি দেব। (সৈন্যগণের প্রতি) যাও সৈন্যগণ, তোমরা স্বকার্য্যে যাও!

সৈন্যগণ। জয় দৈত্য-সিংহ মহারাজ শুম্ভের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

চণ্ড ও মুণ্ড।

চণ্ড। অগত্যা ভাই, আমাদের রক্তবীজের আদেশে নিষ্ঠুর কার্য্য কর্‌তে হবে। আমরা দৈত্য-সংসর্গ ত্যাগ করে যদি কোন দূরদেশে চলে যাই, তা হলেও দেবতাদের হস্তে নিস্তার পাব না—সুযোগ পেলেই প্রাণ-সংহার কর্‌বে! কোন সর্প যদি হিংসা-বৃত্তি ত্যাগ করে, তবু মানুষ তাকে দেখ্‌তে পেলেই তার প্রাণ-বিনাশ করে। দৈত্য-সংসর্গ ত্যাগ কর্‌লে, দৈত্য-অত্যাচার, দেব-অত্যাচার দুই-ই সহ্য কর্‌তে হবে!

মুণ্ড। আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য।

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্ত। এই যে চণ্ড মুণ্ড, এখানে। যাও মুণ্ড! তোমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে নিয়ে দেব-সম্মিলনে বাধা দাওগে। যদি কথা অগ্রাহ্য করে,

তবে অসি, ভল্ল, শূল যথেচ্ছভাবে প্রহার করে দেবদল ছিন্নভিন্ন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত কর্‌বে।

মুণ্ড। তারা ভাই ভাই একত্র সম্মিলিত হয়ে পরস্পরের মনের কথা পরস্পরকে বল্‌ছে—এই ত তাদের অপরাধ! না আর কিছু? এরই জন্য তাদের প্রতি বর্ব্বরবিধানে অত্যাচার কর্‌তে হবে—অস্ত্রাঘাত কর্‌তে হবে? তারা নিরস্ত্র অশনশূন্য বসনশূন্য শোকতাপে জর্জ্জরিত! এতদিন শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি কি নিরীহ নিরস্ত্রকে নির্যাতন কর্‌বার জন্য? এই কি বীরত্ব? এমন ঘৃণিত কার্য্য কর্‌লে দৈত্যসিংহ মহারাজ শুম্ভের পবিত্র নামে কলঙ্কের কালি পড়্‌বে না? দেবগণ সশস্ত্র হোক, সমর-সাজে সুসজ্জ হয়ে সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হোক, তখন যুদ্ধ কর্‌ব—বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাব! তখন যদি কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তা হলে আমি কাপুরুষ নামে আখ্যাত হব! সে অপবাদও সহ্য করতে পার্‌ব না,—আর নিরস্ত্রকে আঘাত করে নারকী হতেও পার্‌ব না!

রক্ত। যাও—যাও—প্রতিবাদ করো না।

চণ্ড। (মুণ্ডের প্রতি) মুণ্ড, একটু পূর্ব্বে তুমি আমাকে কি কথা বল্‌লে, স্মরণ নাই! সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট হও কেন? চল—সেনাপতি মহাশয়ের আদেশ পালন করি।

মুণ্ড। হাঁ দাদা! চলুন, আমার ভ্রম হয়েছিল।

[চণ্ড ও মুণ্ডের প্রস্থান।

রক্ত। হা! হা! হা! এখনও চপলতা যায় নাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

চিত্ররথের প্রবেশ।

গান।

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

চিত্ররথ। দেখো দেখো সকলে!

ধর্ম্ম-বীরত্ব-সাধনা যেওনা ভুলে।

সহিবার তরে দৈত্য-অত্যাচার,

দৃঢ় কর সবে হৃদয়-আধার;

যেন মহা-মন্ত্র-দীক্ষা, ভুলো না তিতিক্ষা,

কাঞ্চনের পরীক্ষা অনলে।

সহি ঘোর পঞ্চাতপ, করিলেন তপ,

পরন্তপ যোগী পঞ্চানন,

তাই তাঁর শক্তিশূন্য প্রাণ, পুনঃ শক্তিমান্,

দীপ্তিমান্ যেন মণি-কাঞ্চন;—

আমাদের(ও) কর্ম্ম-সাধনার ক্ষেত্রে,

পঞ্চাতপ জ্বলেছে দেখ জ্ঞান-নেত্রে,

হয় সাধনা সম্পূর্ণ, এইবার তূর্ণ—

পূর্ণব্রহ্মময়ীর দেখা পাইলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন-ভূমি।

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। একাকী নিবিড় বিজনে বসিয়া,
মায়ের কথাটি ভাবিয়া ভাবিয়া,
নয়নের জলে ভাসিয়া ভাসিয়া,
সারাটি রজনী বহিয়া গেল!
সন্ধ্যায় উদ্দিত কত তারাচয়,
আকাশের গায়ে হয়ে গেল লয়,
ঘুমেতে ঘেরিল অখিল-নিলয়,
আমার চোখেতে ঘুম না এল!

(উচ্চরোদনে) কোথা মাগো শচী করুণা-রূপিণি!
মা আমার তুমি স্নেহ-প্রবাহিণি!

আজ বিষাদিনী, বননিবাসিনী,—
ত্রিলোকের রাণী হইয়া তুমি!
কেমনে ঘুচাব তোমার রোদন,
কেমনে ঘুচাব হৃদয়-বেদন,
কেমনে ঘুচাব তোমার বন্ধন—
মাতার মাতা গো ত্রিদিব-ভূমি!

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। ঘুচিবে ঘুচিবে মায়ের বন্ধন,
কেঁদো না কেঁদো না দেবেন্দ্র-নন্দন!
ছেড়ো না ছেড়ো না উত্তম যতন,
সময়ে সুফল দেখিতে পাবে।
সুখ দুঃখ দুটী বৈমাত্রেয় ভাই,
সংসারীরে লয়ে খেলিছে সদাই,
একের প্রাধান্য চিরদিন নাই,
তা হলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য যাবে।
অই যে দৈত্যের গৌরব-কেতন,
উজলিয়া আছে অনন্ত গগন,
পত পত রব করে অনুক্ষণ,
বিদ্রূপ করিয়া অমরদলে;—
কোথায় রহিবে? অচিরে ঘুচিবে!
শৃগালের দর্প ক'দিন থাকিবে?
বাসব-আসনে বাসব বসিবে,
ভাসিবে অমরা প্রীতির জলে!

যত শোক-গাথা গাঁথা থাক্ মনে,
কি ফল বল না বিফল রোদনে !
নয়নের জল থাক্ রে নয়নে,
শোকে কাঁদিবার এ নহে দিন !
রুধিরের ধারা ছুটে যাক্ বক্ষে,
অধীর হয়ো না—হয়ো না সে দুঃখে,
চলে যাও—যাও সেই স্থির লক্ষ্যে,
কখনো হৃদয় করো না ক্ষীণ।

জয়ন্ত। মহাপুরুষ, আপনাকে দেখ্‌লে দেহে সহস্রগুণ শক্তি আসে ; কিন্তু দেবদল এখন নিতান্ত দুর্ব্বল—বৃথা চেষ্টা !

শক্ত্যা। বৎস, তিনি দুর্ব্বলকেই চিরদিন বলবান্ করে আস্‌ছেন—ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ কর্‌ছেন। এই যে অসুরগণ আজ এত পরাক্রমশালী হয়েছে, ইঙ্গিতে ত্রিলোক শাসন কর্‌ছে, এরা কি ছিল ? তোমাদের এই দেবরাজ্যের যে এঁরা একদিন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠ্‌বে, তা কে ভেবেছিল ?

জয়। তা জানি, দেব ! কিন্তু সকলের হৃদয় সমান নয়। পদে পদে অত্যাচার-পীড়িত হয়েও তাঁরা কেমন করে ধৈর্য্যরক্ষা কর্‌বে—তাই চিন্তা কর্‌ছি !

শক্ত্যা। কোন চিন্তা নাই। সকলে মহাবাধা অতিক্রম কর্‌বে—স্বচ্ছন্দে অতিক্রম কর্‌বে। যখন পর্ব্বত-নন্দিনী স্রোতস্বতী তর তর স্বরে মহাবেগে প্রবাহিতা হয়, তখন প্রস্তরস্তূপ বৃক্ষগুল্ম কি সে স্রোতের গতিরোধ কর্‌তে পারে ?

জয়। না সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মঙ্গলের চিহ্ন নয়।

শক্ত্যা। মঙ্গলের চিহ্ন নয়? অতি সুমঙ্গলের চিহ্ন! যখন ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের পক্ষকালব্যাপী ভয়ঙ্কর অভিনয় হতে থাকে, তখন ঈশ্বরকে কত লোকে কত কি বলে;—"তিনি কি নিষ্ঠুর,—বুঝি সর্ব্বনাশ হয়ে যায়,—জগৎ আর রক্ষা পায় না!" কিন্তু সকলে তা জানে না যে, তিনি জগৎ রক্ষার জন্যই এ সব কর্ছেন। ঐ ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত বিদ্যুৎ হতে, লক্ষ লক্ষ জীব মহামারীর ধ্বংস-কবল হতে পরিত্রাণ পায়। যা কিছু হচ্ছে দেখ্ছ, সকলই তাঁর মঙ্গলময় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য।

জয়। মহাত্মন্! আত্মগোপন কর্লে পাপ হয়। আপনার কাছে সরলভাবে মনের কথা বল্ছি; আমার যেন মনে হয়, আমাদের এই স্বর্গভূমির আর উদ্ধার নাই।

শক্ত্যা। নিশ্চয়ই আছে! নিশ্চয়ই আছে!! স্বভাবেই সব হয়ে যাবে। বল দেখি সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উদিত হয়ে পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েন কেন?

জয়। স্বভাবে।

শক্ত্যা। অস্তমিত হন কেন?

জয়। স্বভাবে।

শক্ত্যা। অস্তমিত সূর্য্য আবার কোন্ দিকে উদিত হন?

জয়। পূর্ব্ব দিকে।

শক্ত্যা। তবে সন্দিগ্ধ হও কেন? তোমাদের দুঃখময় পূর্ব্বগগন আবার সুখ-সূর্য্যে আলোকিত হবে! হবে!! হবে!!! বিধাতার ইচ্ছা! বিধাতার ইচ্ছা!!

জয়। কিন্তু বিলম্ব দেখে যে নৈরাশ্য এসে ঘেরে ধরে!

শক্ত্যা। বৎস, তোমরা দীর্ঘকালব্যাপী একটি মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছ। এ যজ্ঞ উদ্‌যাপন কর্তে ধৈর্য্য চাই। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম কর্তে

হবে। তোমাদের সঙ্কল্পচ্যুতির জন্য অনেক সময় দৈত্যেরা কৃত্রিম মধুরতাময় প্রলোভনও দেখাবে;—সে প্রলোভনে ভুলো না;—তোমরা মহাশক্তি উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হয়েছ! শক্তিরূপিণী মা আমার মহামায়া,—ছেলে যখন কেঁদে ওঠে, তখন মা তাকে ভুলাবার জন্য কত নূতন নূতন খাবার দেন; তাতে না ভুলে ত নূতন নূতন খেলনা দেন—কোন কোন ছেলে তাতেই ভুলে যায়, আবার কোন কোন ছেলে এমনই খোট ধরে যে, মায়ের কোলে উঠ্‌তে না পেলে কিছুতেই কান্না থামে না। জগন্মাতা এখন প্রথমটা তোমাদের অনেক বাধা দেবেন; কিন্তু তোমরা মায়ের কাছে যে খোট ধরেছ, কিছুতেই তা ছেড়ো না!

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। সন্নাসী জী যে খুব লম্বা লম্বা দেড়গজী বক্তৃতা ঝাড়্‌ছ? মন্ত্র তন্ত্র টোট্‌কা টুট্‌কী কিছু জানা আছে কি? জান ত বল। আমার ভয়ানক ব্যারাম।

শক্ত্যা। তোমার কি রোগ?

ত্রিদিব। রোগ একটি নয় অনেক—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা!

শক্ত্যা। তার জন্য চিন্তা কি?

"শরীরে জর্জ্জরীভূতে ব্যাধিগ্রস্তে কলেবরে।
ঔষধং গাঙ্গতোয়ঞ্চ বৈদ্যো গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্॥"

ত্রিদিব। ও ঔষধে রোগ আরও বেড়ে ওঠে। ও ঔষধ ও বদ্যি চক্ষুরোগের কেউ নয়।

শক্ত্যা। তোমার চক্ষু ত বেশ জ্যোতির্ম্ময় রয়েছে।

ত্রিদিব। জ্যোতির্ম্ময় হয়েই ত গোল হয়েছে মশায়! অন্ধ হয়ে থাক্‌লে ত আপদ্ চুকেই যেতো!

শক্ত্যা। কেন?

ত্রিদিব। দেবতাগুলোর কষ্ট—গরীব দুঃখীগুলোর অন্নাভাবে হাহাকার,—এ দেখে আমার চোখ দুটোর যেন মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। ঘুমুতে দেবে না,—কেবল গরম জল বার কর্‌বে! তা ছাড়া আনুষঙ্গিক অনেক উপদ্রব আছে।

শক্ত্যা। প্রকৃত হৃদয়বান্ তুমি। তোমার উটি মহৎ গুণ;—রোগ নয়।

ত্রিদিব। আমাদের মত গরীবের ও রকম হওয়াটা রোগ নয় ত কি গো! ও রোগ ধনীর হলে সুখ আছে।

শক্ত্যা। প্রস্তরে যেমন লৌহশলাকা বিদ্ধ হয় না, তেমনি অধিকাংশ ধনীর হৃদয়ে পরদুঃখ-কাতরতা প্রবেশ করে না। অর্থ-লালসায় হৃদয় মরুময় হয়ে উঠে। সকলই মায়ের ইচ্ছা।

চিত্ররথের প্রবেশ।

ত্রিদিব। কি গন্ধর্ব্বরাজ, সমাজের জীবনী-শক্তি সঞ্চার কর্‌বার জন্য ত খুব ঘুর্‌ছ দেখ্‌তে পাই! কিছু কর্‌তে পার্‌লে?

চিত্র। সকলে ঔষধ সেবন কর্‌তে চায় না। দৈত্যের লাঞ্ছিত হয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌বে, তবু প্রতিকার-পরায়ণ হবে না।

ত্রিদিব। ঐ ত মজা গো! উট কাঁটা ঘাস খাচ্ছে—গাল ছড়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে, তবু কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়্‌বে না।

জয়ন্ত। ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল হয়েছে!

ত্রিদিব। সে কথা আর বল্‌তে—রোগ একবারে মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শক্ত্যা। শক্তিরূপিণী মাকে ডাকা ভিন্ন আর উপায় নাই।

চিত্র। মহাপুরুষ, আপনার মুখে "মা" কথা ভিন্ন আর কিছু শুনি না! আচ্ছা মা-ই বা কে? ঈশ্বর ই বা কে?

শক্ত্যা। যিনি ঈশ্বর, তিনিই মা।

ত্রিদিব। তুমি ত বেশ জলের মত বল্‌ছ হে? মা-ই যদি ঈশ্বর, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইত্যাদি বড় বড় জলজীয়ন্ত দেবতারা সব কৈ?

শক্ত্যা। সবই সেই মা—যখন সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মা, যখন পালন করেন, তখন বিষ্ণু, যখন সংহার করেন, তখন রুদ্র। যখন ঐশ্বর্য্য দান করেন, তখন লক্ষ্মী, যখন জ্ঞান দান করেন, তখন জ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী।

ত্রিদিব। হাঁ! একই ব্রাহ্মণ, যখন বসে ব্যাকরণ পড়ান, তখন বৈয়াকরণ,—যখন ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করেন, তখন নৈয়ায়িক,—যখন পূজা করেন,তখন পূজুরী,—যখন রন্ধন করেন, তখন রাঁধুনী; ইত্যাদি ইত্যাদি।

জয়ন্ত। একই যদি, তবে এক কালেই নানা মূর্ত্তি কেন?

শক্ত্যা। তাঁর অনন্তরূপ। সংসারে অনন্ত জীব। যে, যে রূপ দেখ্‌তে চায়, সেইরূপে তাঁর কাছে উপস্থিত হন!

জয়ন্ত। অনেকে আবার নিরাকার ভাব ভালবাসেন।

শক্ত্যা। নিরাকারও তিনি, সাকারও তিনি। একটিতে দৃঢ় ধারণা রাখা চাই। তা হলে বিমল আনন্দ লাভ হবে।

ত্রিদিব। হাঁ, মিটে রুটি, আড় করেই খাও, আর সোজা করেই খাও, মিষ্টি লাগ্‌বেই!

জয়ন্ত। তিনি অনন্ত জীবের জন্য অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন, তা ছাড়া তাঁর আরও কি স্বতন্ত্র অনন্ত ভাব আছে না কি?

শক্ত্যা। হাঁ।

জয়ন্ত। কিছু কমে না?

ত্রিদিব। তা কম্‌বে কেন হে? অনন্ত মহাসাগর থেকে জল যতই তোল না কেন, ফুরায় না।

চিত্র। তাঁকেই বুঝি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলে?

শক্ত্যা। হাঁ তিনি নিষ্ক্রিয়; কার্য্য কর্‌ছেন, প্রকৃতি আত্মা শক্তি।

ত্রিদিব। হাঁ গিন্নীর উপর ভার দিয়ে কর্ত্তা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন!

চিত্র। শক্তিরূপিণী কালিকা শবদেহে বিরাজিতা কেন?

শক্ত্যা। শবদেহের নাম মহাকাল, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম; কালিকা লীলাময়ী প্রকৃতি।

চিত্র। কোন কোন উপাসকসম্প্রদায়, এই শক্তি-উপাসকদের বড় বিরোধী; আবার শাক্তগণও তাঁদের বিরোধী।

শক্ত্যা। সে কেবল ভ্রম, সকলেই একজনকে চাচ্ছে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি;—সূর্য্য আর সূর্য্যকিরণ; সূর্য্যকে ভাব্‌লেও কিরণকে ভাবা হল,—আর কিরণকে ভাব্‌লেও সূর্য্যকে ভাবা হল।

জয়ন্ত। তবে সব এত বিরোধ কেন?

শক্ত্যা। যতক্ষণ না ঈশ্বরের করুণামৃত পান করা যায়, ততক্ষণ বিরোধ—তর্কবিচার—এই সব!

ত্রিদিব। হাঁ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহারের পূর্ব্বেটায় মহা হৈ চৈ লেগে যায়! একবার জিহ্বা-যন্ত্রের কাজ আরম্ভ হলে, আর বড় কথা নেই! (চিত্ররথের প্রতি) কি গন্ধর্ব্বরাজ! তুমিও বিচার-বিভ্রাটে পড়েছ না কি?

গান।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

চিত্ররথ। ভেদ-বিচার কিছু নাহি জানি মনে।
যতনে হৃদয়ে রাখি পূর্ণানন্দ-প্রেমধনে!
সুনীল আকাশ গায়, যাঁর চিত্র শোভা পায়,

আনন্দে বিহঙ্গ যাঁর মহিমা সঙ্গীতি গায় ;—
উন্মত্ত তরঙ্গ তুলে সিন্ধু যাঁর উদ্দেশে ধায়,
তাঁহারে অন্তরে ভাবি নিত্য শান্তি পাই প্রাণে !
যাঁর প্রেমে হয়ে বিহ্বল, নিশীথে বিটপী দল,
শিশিরের ছলে ত্যজে ভক্তি-প্রেম-অশ্রু জল ;—
তিনি পিতা, তিনি মাতা, সর্ব্বজীবে সুমঙ্গল ;—
যথা ইচ্ছা, ডাকি তাঁরে আমার সরল জ্ঞানে !

শক্র্যা। রজনী প্রভাত হয়েছে। স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্মে লিপ্ত হওগে।

ত্রিদিব। গন্ধর্ব্বরাজ, সাবধান থেকো, যেন দেবেন্দ্রাণীর উপর কোন অত্যাচার না হয়।

চিত্র। এই মুহূর্ত্তেই চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

শক্র্যা। জয়ন্ত, কিঞ্চিৎকাল এইখানে বিশ্রাম কর ; আমি আসি এখন।

[প্রস্থান।

স্বর্গমাতাকে লইয়া দেববালকগণের প্রবেশ।

গান।

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

দেববালকগণ। সাধের ত্রিদিব-জননী আয় মা !
পুণ্য জনম-ভূমি, করুণার প্রবাহিণী,
পূজিব যতনে তোর রাঙ্গা পা দুখানি।
নন্দনকাননে নাহি আর অধিকার,
কেমনে গাঁথিব মাগো, পারিজাত ফুলহার !
কেঁদে কেঁদে সবে মিলে, বনফুল এনেছি তুলে,
পাগল ছেলের পূজা নে মা দুঃখিনি !

দেববালকগণ। কবে তোর বাঁধন ঘুচে যাবে মা! আমরা স্বচ্ছন্দে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াব!

জয়ন্ত। স্বর্গমাতা গো! তুমি একটিবার করুণাময়ী হয়ে বস; আমরা সবাই একবার তোমার কোলে শয়ন করে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি লাভ কর্‌ব।

স্বর্গমাতা। এস বাবা!

স্বর্গমাতার উপবেশন, তাঁহার উরুদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া দেববালকগণের শয়ন।

রক্তবীজ ও নিশুম্ভের প্রবেশ।

রক্ত। রাজার দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমি,
হের হের সুধীশ্রেষ্ঠ মহাবলী,
কি প্রশ্রয় পাইয়াছে দেব-শিশুদল।

নিশুম্ভ। শীঘ্র—শীঘ্র কর এর প্রতিকার!
সমুদয় ভার তোমার উপর;
বৃথা কেন জিজ্ঞাস আমারে?

রক্ত। (স্বর্গমাতার প্রতি) আরে আরে পাপীয়সি!
দৈত্য-জয়-ডঙ্কা সদা বাজিছে সঘনে,
তবু শঙ্কা নাই মনে তোর?
নির্জ্জনে বসিয়া
আপন সন্তানগণে কোলেতে লইয়া,
পরামর্শ করিতেছ;—
কি কৌশলে দৈত্যকুল করিবে নির্ম্মূল?

স্বর্গমাতা । মায়ের সন্তান তোরা,—
জানিস্ ত—মা'র কোলে যেতে
কত সাধ হয় তনয়ের !
অভাগা সন্তানগণ কোলে আসিবারে চায়—
কেমনে থাকি রে হায় ! নিদয়া হইয়া ?

রক্ত । ওরে হতভাগ্য শিশুগণ !
করেছিনু বিতাড়িত স্বর্গরাজ্য হতে ;—
পুনর্ব্বার এসেছিস্ ঘৃণিত শৃগালরূপে ?
যা রে, যা রে দূর হয়ে।
কালামুখ লয়ে—
আসিতে কি বিন্দুমাত্র হয় না রে ঘৃণা ?

নিশুম্ভ । ওহে শিশুগণ, এবারকার মত আমি তোমাদের ক্ষমা কর্‌ছি ; কিন্তু আর যেন এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে প্রয়াস করো না। অজ্ঞান বালকের অপরাধ মার্জ্জনীয়। কিন্তু পুনরায় অপরাধ কর্‌লে সে অপরাধ জ্ঞানকৃত বলে পরিগণিত হবে—রাজদ্রোহীর ন্যায় দণ্ডনীয় হবে।

রক্তবীজ । শুধু ওদের দোষ নয়। (স্বর্গমাতাকে লক্ষ্য করিয়া) এই পাপীয়সীর হৃদয়ে কূট বুদ্ধি পরিপূর্ণ ; মনে মনে কেবল দেবতাদের উপর স্নেহ। হতভাগিনী মহা-অপরাধিনী,—মহা-অপরাধিনী !

স্বর্গমাতা । আমি অপরাধিনী ! আমি অপরাধিনী ! এই সব সোণার কমল বাছারা আমার কোলে বসে আমার হৃদয়-ক্ষীর পান কর্‌ত, আমি নির্দ্দয়া সেজে, পাষাণী সেজে, নিজের বাছাদের বঞ্চিত করে, সেই হৃদয়-ক্ষীর তোদের পান করাচ্ছি ! তবু আমি অপরাধিনী ! আমা হতে তোরা পরিপুষ্ট হয়ে আমারই মর্ম্মপীড়া দিস্ ! ধিক কৃতঘ্ন ! ধিক্ রে মূঢ় স্বার্থপর পিশাচ ।

রক্তবীজ। সাবধান! সাবধান! কর্কশভাষিণি!

জয়ন্ত। রক্তবীজ, তোমাকে নিষেধ কর্‌ছি, মাকে দুর্ব্বাক্য বলো না! বলো না!!

দেববালকগণ। জোড় হাত করি সেনাপতি মহাশয়! মাকে কটু কথা বলো না!

রক্তবীজ। শুধু দুর্ব্বাক্য কি? এই দেখ্, দেখ্——

সদর্পে করিনু এই বক্ষে পদাঘাত!

(স্বর্গমাতার বক্ষে পদাঘাত।)

জয়ন্ত। কি কর্‌লি, কি কর্‌লি দুর্বুদ্ধি,—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি!

স্বর্গমাতা। ওহো! গেল—গেল—বুক ভেঙ্গে গেল!

দেববালকগণ। মাগো! তোর ভাগ্যে এই ছিল মা!

স্বর্গমাতা। হে পাপ-পুণ্যের ন্যায়বিচারক, ধর্ম্মদেব, তুমি কোথায়? যখন সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকে, তখন যে তুমি একমাত্র জাগরিত থাক; সেই পাপ-পুণ্যের ন্যায়বিচারক তুমি কোথায়? ওহো হো! অস্থি-পঞ্জরে নিদারুণ আঘাত লেগেছে,—সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছে! বিরাটরূপিণী মা দশভুজা গো! দশায়ুধধারিণি! সন্তানগণকে তোর পূজায় প্রবৃত্তি এখনও দিলিনে মা!

রক্তবীজ। কথা কস্‌নে, স্থির হয়ে থাক্।

স্বর্গমাতা। আমি চিরদিন স্থির হয়ে আছি! আমি নিত্য নিত্য তোদের এমন সহস্র সহস্র পদাঘাত সহ্য কর্‌ছি! আমার সহিষ্ণুতা না থাক্‌লে তোদের এই পদাঘাতের শক্তি থাক্‌ত না! তোরা যত অত্যা-চারই কর, আমি আমার মহত্ত্ব ভুল্‌ব না,—আমি তোদের সুস্বাদু ফল জল দিয়ে তোদের দেহ পুষ্ট কর্‌ব! কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষ ছেদন করে, তবু বৃক্ষ তাদের ছায়াদানে কুণ্ঠিত হয় না! মৃত্যুকালেও মহত্ত্ব হারায় না!

নিশুম্ভ ! (দেববালকগণের প্রতি) তোমরা এখনও এখানে কেন ?

জয়ন্ত । মাকে দু'দণ্ড ভাল করে দেখ্‌ব ।

নিশুম্ভ । রাজ-আজ্ঞায় অবহেলা ?

স্বর্গমাতা । দু'দণ্ড এরা আমার কোলে একটু শান্তিলাভ কর্‌বে, এতে তোমাদের কি স্বার্থে আঘাত পড়্‌বে ?

নিশুম্ভ । ও ! বুঝেছি, তুমি পদে পদে আমাদের ঘৃণা কর । আমাদের অভ্যুদয় তোমার প্রাণে যেন অসহ্য হয়েছে ।

রক্তবীজ । পুনর্ব্বার পুনর্ব্বার করি পদাঘাত !

[স্বর্গমাতাকে পদাঘাতোদ্যম ।)

জয়ন্ত । আর নয় ! আর নয় !! আর সহ্য হয় না ! গরলোদ্গারী কালসর্প, ক্ষান্ত হ ! একপদ অগ্রসর হস্‌নে !

নিশুম্ভ । কি অসমসাহস ! কি অসমসাহস !! ওঃ ! (রক্তবীজের প্রতি) রক্তবীজ, তুমি মহাপুরুষ ! এতদিন তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুমোদন না করে যার-পর-নাই মূর্খতার কাজ করিছি ! এখন বুঝ্‌তে পেরেছি,—তুমি আমাদের মহাবন্ধু ! (জয়ন্তের প্রতি) যা—যা—উচ্চ আশা ত্যাগ কর্ ! স্বর্গ হতে দূর হয়ে যা ! এখানে কেন ?

জয়ন্ত । এখানে কেন ! এখানে কেন ! সুপবিত্র দেবালয়ে, পারিজাত-মন্দার-কুসুম-সুরভিত শান্তিপ্রদ দেবালয়ে শত শত কুক্কুর প্রবেশ করেছে, তাই তাদের বিতাড়িত কর্‌তে এসেছি ।

স্বর্গমাতা ।　　আশীর্ব্বাদ করি বাছা !
শতগুণ তেজ তোর হোক্ রে বর্দ্ধিত !
বীরপ্রসবিনী স্বর্গমাতা আমি ।
বীরত্বের মহিমায়—
পুণ্যকীর্ত্তি-আলোক-ছটায়—

মুখোজ্জ্বল কর রে আমার!
দেখুক ত্রিলোকবাসী,
কত শক্তি আছে মোর হৃদয়-সুধায়!

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। অকস্মাৎ যেন কি এক বৈদ্যুতিক শক্তি চলে গেল!

রক্তবীজ। ঐ দুষ্টার অপরিসীম শক্তি! ঐ হতভাগিনীর শক্তিতে পরিপুষ্ট হয়েই ত এই প্রগল্‌ভ বালকের এতদূর স্পর্দ্ধা!

নিশুম্ভ। আশ্চর্য্য! নির্জ্জীব করে রাখা হয়েছে, তবু সেই দুঃসাহস! মুখের বিষণ্ণতা দেখ্‌লে দয়া হয়, কিন্তু গরলস্রাবী তীব্র ভাষা শুন্‌লে আপাদমস্তক প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে!

রক্তবীজ। আমরা কুক্কুর! আমাদের বিতাড়িত কর্‌তে উনি এসেছেন!

নিশুম্ভ। উঃ! বজ্রকঠোর বাক্য! বজ্রকঠোর বাক্য!! (জয়ন্তের প্রতি) হাঁরে মূর্খ, জানিস্ না যে—তোরা নিজেই কুক্কুর? উত্তমস্থান,—পবিত্রস্থান কলঙ্কিত করেছিলি, তাই বিধাতার ইচ্ছায় বিতাড়িত হয়েছিস্! আবার প্রবেশ ইচ্ছা কেন?

জয়ন্ত। দেখ, তোমাদের ক্ষণিক সংসর্গে আমার মুখে কুৎসিত ভাষা বহির্গত হয়েছে—আমি তোমাদের সঙ্গে আর তর্ক কর্‌তে চাই না! তবে স্থির জেনো—সংসারে বিকার অধিক দিন থাকে না। স্বভাবের প্রতিষ্ঠা হবেই হবে। আজ দেবগণ দুঃখের নিবিড় তমসায় সমাচ্ছন্ন, কিন্তু দু'দিন পরে এ তমসা অপনীত হবেই হবে। দেবগৌরব শতগুণ বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য বিধাতার এই কৌশল! সূর্য্যকে মেঘে আচ্ছন্ন করে—তাঁর তেজোরাশি আরও প্রখর হবে বলে!

নিশুম্ভ। এখন স্বর্গ হতে যাবি কি না বল্?

জয়ন্ত। না—স্বর্গমাতাকে ভুল্‌তে পার্‌ব না। জয় স্বর্গভূমির জয়! জয় স্বর্গভূমির জয়!!

দে-বা-গণ। জয় স্বর্গভূমির জয়!

রক্তবীজ। (জয়ন্তের প্রতি) এই তোর কেশমুষ্টি ধারণ কর্‌লেম; ঐ কথা ত্যাগ কর্। কেন কঠোর প্রহারের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বি?

জয়ন্ত। পুণ্যব্রত কিছুতেই ভুল্‌ব না! জয় স্বর্গভূমির জয়!

দে-বা-গণ। জয় স্বর্গভূমির জয়!

রক্তবীজ। এখনও নিষেধ কর্‌ছি।

জয়ন্ত। সহস্র নিষেধ কর্‌লেও নয়! জয় স্বর্গভূমির জয়!

নিশুম্ভ। (স্বগত) এমন উদ্যম না থাক্‌লে কি, এমন কঠোর সাধনা না কর্‌লে কি পরমেশ্বর কখন পুণ্যব্রতের সহায় হন! মরি! মরি! উদরে অন্ন নাই, পরিধানে জীর্ণ বসন, পুনঃ পুনঃ দৈত্যকর্ত্তৃক লাঞ্ছনাভোগ, তবু সেই অধ্যবসায়! সেই মহাসাধনা! আমাদের দৈত্যবালকগণের মধ্যে যদি এমন সাধনা কারও থাকে, তা হলে তারা আমাদের কাছে কত উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়; কিন্তু এদের সে উৎসাহে উৎসাহিত কর্‌তে গেলে আমাদের স্বার্থে গুরুতর আঘাত পড়ে,—জন্মের মত স্বর্গভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিতে হয়। তাই নির্ম্মম হতে হয়েছে! দয়াকে হৃদয়ের অন্ধতম গহ্বরে লুকিয়ে রাখ্‌তে হয়েছে! সংসার! তুই কি ভয়ঙ্কর! তোর কি কুটিলতাময়ী ছলনা! কি যাদু-মন্ত্রময়ী, প্রেতনৃত্যময়ী, বিভীষিকাময়ী লীলা! কিছুই বুঝ্‌তে পারি না! কেন বিলাসী হয়েছিলেম! কেন স্বর্গভোগের জন্য তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেম! অর্থের উপাসনায় হৃদয়-ক্ষেত্র যে মরুময় হয়ে গেল! (রক্তবীজের প্রতি) রক্তবীজ! রক্তবীজ! আমি কিছুক্ষণের জন্য নন্দন-কাননে চল্‌লেম। শীঘ্র ফিরে আস্‌ছি!　　[প্রস্থান।

রক্ত। শীঘ্র আসুন। আপনার সাক্ষাতে এই হতভাগ্যগণকে বিহিত দণ্ডপ্রদান কর্‌তে হবে। (জয়ন্তের প্রতি) কি! স্বর্গ হতে যাবি? স্বর্গভূমির নাম ত্যাগ কর্‌বি?

জয়ন্ত। কিছুতেই নয়!

দেববালকগণ। কিছুতেই নয়!

রক্ত। শৃঙ্গবাদক, সাঙ্কেতিক শৃঙ্গবাদন কর।

নেপথ্যে শৃঙ্গবাদ্য, অসি ও ভল্লহস্তে দৈত্যগণের প্রবেশ।

দৈত্যগণ। মার্—মার্—মার্। জয় মহারাজ শুম্ভের জয়!

জয়ন্ত। এই কি বীরধর্ম্ম! এই কি বীরধর্ম্ম! আমাদের মত এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে নিগ্রহ কর্‌বার জন্য এত আয়োজন! ওহো! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যমালয়ের কবাটের ন্যায় বিশাল বক্ষঃস্থল। রক্তজবার ন্যায় ভয়ঙ্কর চক্ষু! কুঞ্চিত ললাটক্ষেত্র! কুলিশ-কঠোর ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার! লৌহময় দৃঢ়মুষ্টি! সেনাপতি! সেনাপতি! করযোড়ে তোমায় বলি—নিরপরাধকে শাস্তি দিও না!

রক্ত। কোথায়? কোথায়?—সে বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাক্যচ্ছটা কোথায়?

জয়ন্ত। মা রণরঙ্গিণি, শক্তি দে মা! যেন কাপুরুষ নামে আখ্যাত না হই! যেন যশঃপ্রভাকর-কর-সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলে অকীর্ত্তির কলঙ্ক মাখ্‌তে না হয়! যেন বীরপ্রসূ স্বর্গভূমির সিংহশাবক কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে পড়ে শৃগালশাবকরূপে পরিণত না হয়! (রক্তবীজের প্রতি) সেনাপতি! কি কর্‌তে চাও? কি কর্‌তে চাও? হৃদয়-রক্ত পান কর্‌বে? এস—বক্ষ পেতে দিয়েছি! অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র বক্ষে এতগুলি অস্ত্রঘাত ত একবারে স্থান পাবে না—একে একে সকলেরই আশাপূর্ণ কর!

রক্ত। (দেববালকগণকে নির্দ্দেশ করিয়া) আগে ঐ ক্ষুদ্র শিশুদের শাসন করা আবশ্যক।

জয়ন্ত। ওদের দেহে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে দেব না। ওরা কোনও দোষে দোষী নয়—আমার পিতা দেবরাজের আদেশে ওরা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে! আমি দেবরাজের পুত্র, আমি ওদের জন্য দায়ী! ওদের কেশাগ্র স্পর্শ করো না! আমাকে নির্যাতন কর! তবে বড় ক্ষোভ রইল—আমার হাতে একখানি অস্ত্র নাই! নতুবা দেখ্‌তেম, এই দুঃখসন্তপ্ত অনশনক্লিষ্ট শীর্ণদেহের ক্ষীণহস্তের সঙ্গে তোদের ঐ ভোগ-বিলাসপরিপুষ্ট দেহের সুদৃঢ় হস্ত কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌তে পারে!

রক্ত। (সৈন্যগণের প্রতি) আচ্ছা, দাও একখানি অস্ত্র।

জয়ন্ত। যথেষ্ট অনুগৃহীত হলেম।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে শৃঙ্গবাদ্য, জয়ন্তের সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, পুনরায় জয়ন্তকে তাড়াইতে তাড়াইতে প্রবেশ।

জয়ন্ত। অন্যায় আঘাত! অন্যায় আঘাত!! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত! হস্তপদ অবসন্ন! মাথা ঘুর্‌ছে! সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখ্‌ছি! মাগো স্বর্গভূমি! তোর বন্ধন ঘুচাতে পার্‌লেম না। তোর রোদনরবেই আমার শ্রবণ-বিবর পূর্ণ হয়ে রইল! শান্তিমাখা আনন্দমাখা কথা শুন্‌তে আর হল না। মা শচী গো! অকৃতী সন্তান আমি তোমাদের! মা! মা! মা! (মূর্চ্ছা)

[সকলের প্রস্থান।

জলপূর্ণ কমণ্ডলু লইয়া চিত্ররথের প্রবেশ।

চিত্র। (জয়ন্তের মুখে দিয়া) বীরকুমার! স্বর্গমাতার আদরের সুসন্তান! ওঠ! হায়! কুমার যে সংজ্ঞাহীন! জল যে কণ্ঠপথে প্রবেশ

করলে না! গাত্রস্পন্দন নাই, মাত্র ধীরে ধীরে শ্বাসপতন হচ্ছে! দেখি আবার একটু জল দিয়ে দেখি। (তথাকরণ)

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্ত। (চিত্ররথের প্রতি) জল দিয়ে চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা! রাজদ্রোহী! রাজদ্রোহী!! তুমিও রাজদ্রোহী!!! তোমাকে নিরীহ বলে জানতেম,—তা নয়, তুমিও মহা কুটিল! কোথায় অনুচরগণ! এই রাজদ্রোহীকে বন্ধন কর!

দৈত্যানুচরগণের প্রবেশ ও চিত্ররথকে বন্ধনোদ্যম।

গান।

ভৈরবী—একতালা।

চিত্ররথ।
কর কর বন্ধন, হে দৈত্যনন্দন,
আমার বন্ধনহারিণী মা আছে!
সে যে সর্ব্বান্তর্যামিনী, করুণা-রূপিণী,
এ রোদন, হৃদয়-বেদন,
নিশ্চয় এতক্ষণ তার বুকে বেজেছে!
যত দুঃখ দাও অবাধে সহিব,
মন্ত্রের সাধন তবু না ভুলিব,
করি প্রাণপণ, সাধিব সাধন,
এ শক্তি আমাদের মা দিয়েছে!

রক্ত। সাবধান! জীবন যাবে! জীবন যাবে!

পূর্ব্বগানের অবশিষ্ট।

চিত্ররথ।
পুণ্যময় ব্রতে যদি যায় জীবন,
জীবন ত্যজি পাব অনন্ত জীবন,
কোটি কোটি যজ্ঞ, কোটি কোটি স্বর্গ,
শান্তি চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে!

রক্ত। তুমি আমাদের পরম প্রিয়পাত্র! তোমার এ চপলতা কেন? তোমাকে একবার মহারাজের কাছে যেতে হবে।

চিত্র। বীরকুমারের এ অবস্থা দেখে যেতে পারি না।

রক্ত। রাজাজ্ঞায় অবহেলা?

চিত্র। যদি অবহেলা মনে করেন, তবে একটু অপেক্ষা করুন! আমি জয়ন্তের মুখে আর একটু জল দিয়ে যাব!

রক্ত। আচ্ছা দাও। (স্বগত) যত চেষ্টা কর—শীঘ্র চৈতন্য লাভ হচ্ছে না।

চিত্র। (জয়ন্তের মুখে জল দিয়া) জগদীশ্বরী, দেখিস মা!

রক্ত। (দৈত্যগণের প্রতি) তোমরা এস, অন্যান্য শিশুগুলোকে এইবার শাস্তি দিতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

কুমার ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

কুমার। হের হের সুররাজ!
কি সুন্দর চিত্রখানি ধূলির শয্যায়!
হায়! হায়! মরি! মরি! বুক ফেটে যায়!
ভাই রে সোদর সম প্রাণের জয়ন্ত!
অনন্ত ঘুমেতে কি রে ঘুমাইলি আজ?
অন্যায় সমরে সুনিশ্চয়—
দৈত্যচয় তোর করেছে এ দশা!
ওহো! বড় পরিতাপ!
সে সময় দেবসেনাপতি আমি—
একবার ঘুণাক্ষরে জানিতে নারিনু!

পুণ্ডরীক বিসর্জ্জিনু জ্বলন্ত আগুনে ?
ভাই রে! কথা ক' !—
দুই ভাই কত সুখে বেড়াতাম—
গলা ধরাধরি করি মন্দাকিনীতীরে !
কেন পুণ্য-ব্রত নিয়েছিলি ভাই ?
আমি সেনাপতি কঠোরহৃদয়,
কিন্তু তোর এই আত্মত্যাগে,
আমারও হৃদয়ক্ষেত্র বিগলিত হল !
কি হল সুরেন্দ্র! শীতল সুধায়
জন্মিল যে প্রাণঘাতী ঘোর হলাহল !

ইন্দ্র। কেন কাঁদ সেনাপতি! হয়েছে কি! এ যে সুন্দর দৃশ্য! সুন্দর দৃশ্য !! আনন্দের দৃশ্য !!! আমি যদি এই স্বর্গের জন্য একটি পুত্রের জীবন উৎসর্গ কর্‌তে না পার্‌লেম, তবে আমার মহাব্রতের সাধনা কি ? (মূর্চ্ছিত জয়ন্তের প্রতি) ধন্য তুমি—পুত্র আমার ! যথার্থ বীরের শয্যায় শয়ন করেছ, বাপ ! আহা! আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয় নিমীলিত ! স্পন্দহীন গাত্র তুহিনাচলের ন্যায় সুশীতল! দর দর রুধির-ধারা গৈরিক-স্রোতোধারারূপে প্রবাহিত! ওহো! ও রুধির নয়! রুধির নয়! অমৃত-স্রোতোধারা! অমৃতাভিষেকে স্বর্গভূমি পবিত্র হল ! এস বাবা! বীর-কুমার জয়ন্ত আমার ! তোমার বীরপিতার বুকে একবার এস! (জয়ন্তকে বক্ষে ধারণ) মরিরে! শত মন্দাকিনীর সুস্নিগ্ধধারাও কি এ শান্তিধারার সমতুল্য হতে পারে। (কুমারের প্রতি) বীরেন্দ্র! সেনাপতি! রোদন করো না। চল যাই, বোধ হয়—হতভাগ্য পিশাচেরা আমাদের নিরীহ দেববালকগুলিকে কঠোরভাবে নিগৃহীত কর্‌ছে! এ সময় স্থির থাক্‌লে হবে না। (জয়ন্তের প্রতি) থাক বাপ! গভীর সুষুপ্তির স্নিগ্ধ-অঙ্কে

শয়ন করে থাক, করুণাময়ীর ইচ্ছা হলে তোমার এ সুষুপ্তির পরিসমাপ্তি হবে! আমি রোদন করে কি কর্‌ব! (জয়ন্তকে ভূতলে রক্ষা করিয়া উদ্দেশে শচীর প্রতি) শচি, নৈমিষারণ্যে অনন্ত রোদনে ধরণীতল অভিষিক্ত কর! স্বর্গ-উদ্ধারব্রত শেষ না হলে আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না! (কুমারের প্রতি) চল সেনাপতি, চল!

[কুমার ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) জয় দৈত্যরাজ শুম্ভের জয়! মার্ মার্ মার্।

ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ হল! সর্ব্বনাশ হল! রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না! রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না! নিরীহ শিশুগণকে নিতান্তই কঠোর যাতনা ভোগ কর্‌তে হল! অদূরে দৈত্য-সৈন্যগণ হতভাগ্য শিশুদের চারিদিকে বেষ্টন করেছে। যাই দেখি—যদি কিছু উপায় কর্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

রক্তবীজ ও নিশুম্ভের প্রবেশ।

রক্ত। দেখুন, দেখুন, প্রত্যক্ষ ফল! প্রত্যক্ষ ফল! এরূপ না কর্‌লে কি অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকে?

নিশুম্ভ। তোমার যুক্তি অতি গভীর—অতল স্পর্শ!

রক্ত। দেখতে পাবেন—একবার ঐ দেববালকগুলোকে কঠোরভাবে নির্যাতন কর্‌তে পার্‌লেই সমুদয় স্বর্গবাসী কূর্ম্মমুখের মত উদ্যম সঙ্কোচ করে নিবিড় বনপ্রদেশে পলায়ন কর্‌বে!

নিশুম্ভ। তাই হোক্—তাই হোক্! পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার বিশ্বব্যাপী বিরাট অভিনয় হয়ে যাক্! অপরাধী প্রকৃতিপুঞ্জের দিঙ্মণ্ডলস্তম্ভনকারী মহা আর্ত্তনাদে অনন্ত গগনতল প্রতিধ্বনিত হোক্। তর্জ্জন গর্জ্জন,

উন্মত্ত-নৃত্যে স্বর্গধাম মুহুর্মুহু বিকম্পিত হোক্। যাও যাও বিলম্ব করো না—স্বর্গে শান্তি স্থাপন করা চাই। শান্তিস্থাপন করা চাই।

[রক্তবীজের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) মার্ মার্ মার্।

নিশুম্ভ। হাঁ, ঐ যে—ঐ যে—মধুর—মধুরতর—মধুরতম মহারোল উঠেছে!

দেববালকগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে
দৈত্যগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ। যাতে সুখী হও তাই কর! এই বুক পেতে দিয়েছি, মারো! মারো!! মাগো! মাগো!

অদূরে রক্তবীজের ও তৎপশ্চাৎ কতকগুলি বেত্র
লইয়া জনৈক দৈত্যের প্রবেশ।

রক্ত। না—না—না, এই বেত্র নাও—বেত্রাঘাতেই বালকের ভাল শাসন হয়। সকলেই প্রত্যেকের কেশমুষ্টিধারণ করে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত কর।

দৈত্যগণকর্ত্তৃক দেববালকগণের বক্ষে বেত্রাঘাত।

দেববালকগণ। (উচ্চরোদনে) মা শঙ্করি গো, চেয়ে দেখ মা!

ক্ষিপ্তভাবে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। দেখ—দেখ—দেখ! উপর পানে তাকিয়ে দেখ! উপর পানে তাকিয়ে দেখ! একটা হিমালয় পর্ব্বতের মত ভয়ানক মাথা, হা! হা! হা! তিন্‌টে চোখ—তিন্‌টে চোখ—একটায় সূয্যি, একটায় চাঁদ, একটায় আগুন! হা! হা! হা! সুমেরু থেকে কুমেরু পর্য্যন্ত একটা

ডাগর জিব। জিবময় রক্ত! খুব খাচ্ছে—খুব খাচ্ছে! লম্বা খাঁড়া—লম্বা খাঁড়া! খিল খিল হাসি, বড্ড মজা! বড্ড মজা!

সকলে। কে তুমি? কে তুমি?

শক্ত্যা। আমার পরিচয় দিতে হবে না—পরিচয় আপনি পাবে! আপনি পাবে! এই দেখ—এই দেখ—এই ছবিখানা দেখ! বড় মজার ছবি! বড় মজার ছবি! তোমাদের ভবিষ্যৎ এতে লেখা আছে।

[রণরঙ্গিণী শ্যামার চিত্র প্রদর্শন ও প্রস্থান।

নিশুম্ভ। রক্তবীজ, রক্তবীজ, এ কি দেখ্‌লেম! এ কি দেখ্‌লেম! ও সন্ন্যাসী কে? প্রাণে যে অভাবনীয় ভয় এসে উপস্থিত হল! কোটি-বজ্রবিনির্ম্মিত হৃদয়-ক্ষেত্র যে বাত-বিকম্পিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হতে লাগ্‌ল! শত মত্তহস্তি-বিদলনকারী মহাতেজ যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে কোন এক অদৃশ্য মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল! তেজোময় চক্ষুর্দ্বয়ে গাঢ়তম কুহেলিকা এসে আচ্ছন্ন কর্‌লে! দৃষ্টি তিরোহিত হল! কল্পনা-চক্ষে একি দেখি! মহা লোমহর্ষণ ব্যাপার! শান্তি তুষ্টি ভগিনী দুটি বড়ই উৎপীড়িতা হয়েছে! বায়ু নিস্তব্ধ! বৃক্ষের পাতাটিও নড়ে না! প্রকৃতি সতী নিবিড় তমসায় আবৃত! সকলের মুখে মহা বিষাদের অনৈসর্গিক ছায়া! দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণের ত কথাই নাই—হিংস্র সর্পও আমাকে নিন্দা কর্‌ছে! রক্তবীজ, আমাকে সদুপদেশ দাও—কিসে এই দাবদগ্ধ মহারণ্যে শান্তি-তরঙ্গিণী প্রবাহিতা হবে, বলে দাও!

রক্ত। এইরূপ আরও দু-একটি অভিনয় কর্‌লেই হৃদয়ক্ষেত্র সুশীতল হবে! "বিষস্য বিষমৌষধম্‌"!

রক্তাক্তবক্ষে নারায়ণের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। (স্বগত) অকস্মাৎ নয়নের নিবিড় তমোজাল অপসারিত হল! এ আবার কে এল! নীলোৎপলবিলাঞ্ছিত সুন্দর সুনীল বক্ষে

দর দর রুধিরধারা প্রবাহিত হচ্ছে! আকর্ণবিলম্বী নীলাব্জ নয়ন দু'টিতে অজস্র অশ্রু পতিত হচ্ছে! অগ্নিময় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে যেন মহা দুঃখের গভীর বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে! রক্তবীজ, দেখ!—দেখ!—এ দৃশ্যটি কি—কি বল্‌ব!—মর্ম্মভেদী বল্‌ব—না সুন্দর বল্‌ব—না কি বল্‌ব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! (প্রকাশ্যে নারায়ণের প্রতি) বালক, তুমি কে?

নারা। আমি মায়ের ছেলে।

নিশুম্ভ। তোমাকে এখানে কে আস্‌তে বল্‌লে?

নারা। মা বলেছে।

নিশুম্ভ। তোমার বক্ষে রুধির ধারা কেন?

নারা। তুমি দেববালকদের বুকে বেত্রাঘাত করেছ কেন?

নিশুম্ভ। তাতে তোমার কি?

নারা। এ জগতে জীবকে ভালবাস্‌লে আমাকে ভালবাসা হয়,—জীবকে যাতনা দিলে সে যাতনা আমাকে দেওয়া হয়! দেববালকদের বুকে রক্তধারা, তাই আমার বুকেও রক্তধারা!

চণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। (নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া নিশুম্ভের প্রতি) এই সেই বালক—এই সেই বালক!

নিশুম্ভ। কি—কি—কি?

চণ্ড। যজ্ঞাহুতি আর কেউ কোথাও গ্রহণ কর্‌তে পায় না।

নিশুম্ভ। কেন?

চণ্ড। এই মহাপুরুষটির জ্বালায়!

নিশুম্ভ। তুমি আমাদের প্রাপ্য বস্তু অধিকার কর্‌তে যাও কেন?

নারায়ণ। কি কর্‌ব! আমাকে যে সব্বাই ডাকে,—'যজ্ঞেশ্বরায়

স্বাহা' বলে আহুতি প্রদান করে—ভক্তি করে ডাক্‌লে যে আমি থাক্‌তে পারি না।

নিশুম্ভ। তুমিই সেই নারায়ণ! তুমিই সেই দৈত্যগণের মহা-বৈরী! তুমিই সেই মধুকৈটভনির্নাশী মহানিষ্ঠুর! তুমিই আমাদের দৈত্যগণকে সুধাপানে বঞ্চিত করেছিলে নয়! ওহো হো! মনে হলে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে! সমুদ্রমন্থনে দৈত্যগণের কত অসাধারণ অধ্যব-সায়—কত শ্রম—কত যত্ন! বাসুকীর ভয়ঙ্কর নিশ্বাসে নিদারুণ দংশনে কত মহারত্ন আমাদের অকালে কালকবলে কবলিত হলেন! যাঁদের হতে সুধার উৎপত্তি, তাঁরাই সেই সুধায় বঞ্চিত! সেই বঞ্চনার মূল কারণ তুমি! তুমি!! সকলকে বঞ্চিত কর্‌লে; একমাত্র সিংহিকানন্দন রাহু আত্মগোপন করে একটুমাত্র সুধা পান করেছিলেন, গলাধঃকরণ হয় নাই, তুমি কি না সেই অবস্থায় তাঁকে সুদর্শন চক্রে দ্বিখণ্ড কর্‌লে! মহাশত্রু হলেও কাকেও আহারকালে বিনাশ কর্‌তে নাই। এই তুমি জগতের পিতা বলে আত্মগৌরব প্রকাশ কর? ধিক্! ধিক্! শত ধিক্! যার হৃদয়ে এত কুটিলতা, যে নিষ্ঠুরের এত দূর পক্ষপাতিতা, সে আবার জগতের পিতা? সে আবার দয়াময়? তোমার কোন্ গুণ দেখে যে ত্রিজগদ্‌বাসী তোমাকে জগৎপাতা বলে পূজা করে, তা বল্‌তে পারি না।

রক্ত। যত দেবতা আছে, তার মধ্যে এই আমাদের প্রধান শত্রু, —চিরশত্রু!

নিশুম্ভ। সকলে মিলে একে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া যাক্। বেত্রা-ঘাতে কঠোরভাবে উৎপীড়িত কর।

(নারায়ণের প্রতি সকলের প্রহারোত্তম।)

সহসা পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। নিরস্ত হও—নিরস্ত হও নিষ্ঠুরগণ! মহাপাপের পৈশা-

চিক অভিনয় আর করো না! (নিশুম্ভের প্রতি) খুল্লতাত, কার বুকে বেত্রাঘাতে উদ্যত হয়েছেন? নয়ন কি অন্ধ হয়েছে? পিতার পিতাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না!

গান।

ভৈরবী—একতালা।

অপরাধ ক্ষম হে, ক্ষমা-আধার হরি;
ত্রিলোক-বন্দন মুকুন্দ মুরারি!
পাতকি-পাবন, পরম-কারণ,
সৃজন-পালন-প্রলয়-কারী।
বালক-প্রাণে দিয়ে যাতনা-রাশি,
তোমারে যাতনা দিয়েছে কাল শশী!
দর দর দর দর নয়ন ঝরিছে,
রুধির ঝর ঝর বক্ষেতে বহিছে,
মরিরে মরি হায়! প্রাণ ফেটে যায়!
এ ছবি নয়নে কেমনে হেরি!
তুমি দণ্ডদাতা সবারি, নিখিল শাসন তোমারি,
তোমারে শাসিতে চায় গো অজ্ঞানে, কি ভ্রম বুঝিতে নারি;—
রাজ-রাজেশ্বর ধূলির উপর,
দাঁড়ায়ে যেন ভিখারী;—
এস হৃষীকেশ, পিতা পরমেশ!
তোমারে তাপিত হৃদয়ে ধরি!

(নারায়ণকে বক্ষে ধারণ।)

চণ্ড। (স্বগত) হায়! রাজকুমার, তুমি না এলে এতক্ষণ এই পাপ-অভিনয়ের পরিণতি কি হত জানি না! হয় ত দারুণ পাপ-ভারে নিপীড়িতা এই দৈত্যপুরী অতল পাতালে নিমজ্জিত হয়ে যেত।

আমাদের হৃদয় আছে, কিন্তু শক্তি নাই; কর্ত্তব্য করে যাচ্ছি, কিন্তু কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে অধিকার নাই! যতক্ষণ সাধ্য ছিল, প্রতিবাদ করেছি; এখন আর উপায় নাই! অন্তর্যামী, তুমি সমস্তই জান।

নারায়ণ। রাজকুমার, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবেসেছ, তাই আমি একটিবারের জন্য তোমার কোলে উঠেছি। আমায় নামিয়ে দাও, যতদিন না আমার এই ভাইগুলির চোখের জল শুখাবে, ততদিন আমি কারও কোলে গিয়ে সুখী হব না।

পূর্ণেন্দু। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (নারায়ণকে নামাইয়া দিয়া—দেববালকগণের প্রতি) ভাই, তোমাদের চোখে জল পড়্ছে; এস মুছিয়ে দিই। যাও ভাই, তোমরা স্বচ্ছন্দে——

রক্তবীজ। (নিশুম্ভের প্রতি) দেখুন—দেখুন!

নিশুম্ভ। সাবধান পূর্ণেন্দু, চপলতা ত্যাগ কর। তুমি পদে পদে বাধা দিতে আরম্ভ করেছ। তুমি জান না, এই হতভাগ্যেরা কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বেত্রাঘাত এদের একমাত্র বিহিত শাস্তি।

পূর্ণেন্দু। ঐ শাস্তি আমাকে দিন! আমি বুক পেতে দিয়েছি, আমার বুকে বেত্রাঘাত করুন! আমি কিছুতেই এই ভীষণ অত্যাচার হতে দেব না! আমি এই মাতৃভক্ত ফুল্লশিশুগুলির আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পার্‌ব না!

রক্তবীজ। রাজকুমার, এ আর্ত্তনাদে পরিণামে অনন্ত সুখ সঞ্চিত আছে। এ আর্ত্তনাদ সুধা—সুধা!

পূর্ণেন্দু। তোমার কর্ণে সুধা! ব্যাধের কর্ণে পক্ষিশাবকের চীৎকার সুমিষ্ট!

নিশুম্ভ। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) আরে আরে ধৃষ্ট বালক! মহাজ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠ রক্তবীজের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ?

পূর্ণেন্দু। পিতৃব্য, পিতৃব্য, আপনাকে কালসর্প দংশন করেছে

শুধু আপনাকে নয়—আপনাকে, পিতাকে, আমাদের দৈত্যজাতি সকলকেই ভয়ঙ্কর কালসর্প দংশন করেছে! বিষে তনু জর্জ্জরিত করেছে, —বিষের জ্বালায় সকলের প্রাণান্ত হবে!

রক্তবীজ। কোথায় সে কালসর্প?

পূর্ণেন্দু। এইখানে! এইখানে!!

রক্তবীজ। কে? কে?

পূর্ণেন্দু। তুমি—তুমি—তুমি সেই কালসর্প!

রক্তবীজ। আপনার উচ্চভাষা শুন্‌তে চাই না। রাজকার্য্যের জন্য আমি অনুগ্রহপ্রার্থী নই। আমি আজই এই অসৎসংসর্গ ত্যাগ কর্‌ব।

পূর্ণেন্দু। যাও—যাও—এখনই যাও! মহারাজের সৌভাগ্য-চন্দ্র পাপ-রাহুগ্রাস হতে মুক্তিলাভ করুক!

রক্তবীজ। (নিশুম্ভের প্রতি) এই শিরস্ত্রাণ, পরিচ্ছদ প্রতিগ্রহণ করুন।

নিশুম্ভ। ছি ভাই, ধীর বিজ্ঞ তুমি, বালকের কথায় ক্ষুণ্ণ হওয়া কি তোমার উচিত? (রক্তবীজের হস্তধারণ পূর্ব্বক পূর্ণেন্দুর প্রতি) পূর্ণেন্দু, তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও। রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নাই।

পূর্ণেন্দু। সম্পূর্ণ অধিকার আছে—সম্পূর্ণ অধিকার আছে! পিতার হৃদয়-রাজ্যে পুত্রের অধিকার আছে; আর এই সামান্য পার্থিব রাজ্যে অধিকার নাই?

নিশুম্ভ। তার সময় আছে; এখন নয়!

পূর্ণেন্দু। তাত, আপনার সঙ্গে প্রতিবাদ আমার অনুচিত; দেব-বালকদের মুক্তিদান করুন।

(জয়ন্তের চৈতন্যপ্রাপ্তি)

রক্তবীজ । এই যে হতভাগ্য চৈতন্য লাভ করেছে ।

নিশুম্ভ । কে ? কে ?

রক্তবীজ । সেই মহাপাপী জয়ন্ত ।

পূর্ণেন্দু । জয়ন্ত মহাপাপী ?

রক্তবীজ । শুধু জয়ন্ত কি—দেবতামাত্রেই মহাপাপী ! যাদের দেহে গুণের লেশমাত্রও নাই, দোষই সমস্ত—তারা মহাপাপী নয় ত কি ?

পূর্ণেন্দু । তুমি নীচাত্মা, তাই দেবতাদের কোটি কোটি গুণ থাকৃতে তাঁদের নিন্দাবাদই তোমার মুখে উচ্চারিত হল । সুজন ব্যক্তির মুখে দোষও গুণরূপে কীর্ত্তিত হয়, আর দুর্জ্জনের মুখে গুণও দোষরূপে বর্ণিত হয় ! সমুদ্রের লবণ-জল পান করে মেঘ সুশীতল বারিবর্ষণ করে, আর সর্প সুমিষ্ট দুগ্ধ পান করেও তীব্র গরলই উদ্গীরণ করে থাকে ! (নিশুম্ভের প্রতি) খুল্লতাত !—

নিশুম্ভ । যাও, পূর্ণেন্দু ! নতুবা তোমাকে কঠোরভাবে শাসন করা হবে ।

পূর্ণেন্দু । আজ আপনি আমাকে ঘৃণা কর্‌ছেন, আমার কথা অবহেলা কর্‌ছেন ! কিন্তু নিশ্চয় জান্‌বেন, আমার এ কথা একদিন স্মরণ কর্‌তে হবে—অনুতাপের অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে হবে ! কিন্তু সে দিন আর কোন উপায় থাকৃবে না ! যে আগুন জ্বেলেছেন, তার মহাপ্রলয়কারী দাহনে সবাইকে পুড়ে ছারখার হতে হবে ।

রক্তবীজ । (দৈত্যগণের প্রতি) যাও, বালকগুলোকে কারাগারে নিয়ে যাও ।

পূর্ণেন্দু । সাবধান, এদের গাত্রস্পর্শ কর্‌তে কেউ পাবে না—রাজকুমারের আদেশ ! না শোন, এই উলঙ্গ অসিকে আলিঙ্গন কর্‌তে প্রস্তুত হও ।

নিশুম্ভ। আচ্ছা, এর প্রতিকার কর্‌তে পারি কি না দেখা যাবে পরে! (রক্তবীজের প্রতি) এস রক্তবীজ—এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। নারায়ণ, আজ গরলে সুধা উঠেছে! বহু পুণ্যফলে তোমার দর্শন পেয়েছি! এস—নির্গুণ নির্ব্বিকল্প অথচ লীলাময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, এস—অনন্ত বিরাটপুরুষ অথচ শ্যামল-নধর-কিশোর-বর-বপু, এস, আর একবার তোমাকে বক্ষে ধারণ করি! আমার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হোক! (তথাকরণ, দেববালকগণের প্রতি) যাও ভাই, তোমরা নির্ভয়ে ত্রিলোকে বিচরণ করগে!

[প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যানন্দ। নূতন সংবাদ! নূতন সংবাদ! আনন্দের সংবাদ!

দেববালকগণ। কি? কি?

শক্ত্যা। মুখে কি বল্‌ব, প্রত্যক্ষ দর্শন করে নয়ন সার্থক করা চল! শীঘ্র এস—শীঘ্র এস!

সকলে। চল—চল—চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়-উপত্যকা।

দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ।

গান।

ভৈরবী—একতালা।

দৈত্যসৈন্যগণ। গাও গাও সকলে রাজ-গুণ-গান।
উড়াও গগনে দৈত্য-বিজয়-নিশান।
স্তম্ভিত জীবদল, কম্পিত ধরাতল,
স্বর্গধাম সদা পদভরে টল টল,
শঙ্কিত সুরগণ দেখে শাণিত কৃপাণ।
তুঙ্গ শৃঙ্গ সম মস্তক উন্নত,
বিশাল বক্ষ নির্ভয় সতত
তেজোগর্ব্ব চিরদিন রহিবে সমান।

ইন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্তবীজ। (সৈন্যগণের প্রতি) এই সে দেবেন্দ্র বজ্রধর,
বাঁধ বাঁধ দুরাত্মার কর।

দৈত্যগণের ইন্দ্রবন্ধনোদ্যম, সহসা "আমাকে বন্ধন কর, আমাকে বন্ধন কর" শব্দে দেব ও দেববালক-গণের প্রবেশ।

রক্তবীজ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এত শৃঙ্খল ত আমাদের নাই! একটিমাত্র শৃঙ্খলে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে কেমন করে বাঁধা যাবে!

অত্যদ্ভুত ঘটনা! অসম্ভব সম্মিলন! এস সৈন্যগণ, (দেবতাগণের প্রতি) শীঘ্রই তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি।

[রক্তবীজ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। ভাই সব, অনেক দিনের আশা আজ আমাদের পূর্ণ হয়েছে! তেত্রিশ কোটি দেবতা আমরা এক হয়েছি!

দেবগণ। জয় ত্রিলোকেশ সুরেন্দ্রের জয়!

ইন্দ্র। না না, বল জয় জগদম্বার জয়!

সকলে। জয় জগদম্বার জয়।

দেবমূর্ত্তিতে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। মধুর! মধুর! বাপ! অতি সুমধুর!
আবার বল রে মার নাম।

সকলে। জয় জগদম্বিকে!

ইন্দ্র। কে তুমি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বিশ্ব-ভুবন আলোকিত করলে! কে তুমি?

শক্ত্যা। অদৃষ্ট আমার নাম।
এতদিনে বাপ,
সুপ্রসন্ন আমি তোমাদের প্রতি!
কঠিন মূরতি আর নাহি রে আমার—
নাহি সে কুটিল দৃষ্টি!
তোমাদের দুঃখ ঘুচাবার তরে,
সর্ব্বাগ্রে দেবেন্দ্র নমুচিসূদন!
শক্তিমন্ত্রে, মাতৃমন্ত্রে সুদীক্ষিত করিনু তোমায়!
উদ্যোগী পুরুষ তুমি,

তোমার শিক্ষায়, তোমার দীক্ষায়,
দেবতামণ্ডলী হিংসা-দ্বেষ ভুলি
গাইল পবিত্র গীতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে!
বহু দিন পর—পরস্পর হল কোলাকুলি;
তাই ভাগ্যদেব আমি, হইনু সদয়!
আর কিবা ভয়?
ভাই দেবশিশুগণ,
কতই যতন করেছিস্ তোরা
একতার সূত্রে বাঁধিতে সবায়;
সফল হয়েছে শ্রম।
এই হিমালয়-সানুদেশে
এইবার ভক্তিভরে মাকে ডাক!
অচিরেই মহাশক্তি হবেন সদয়া—
হবে দৈত্যগ্রাস হতে স্বর্গের উদ্ধার!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। (নতজানু হইয়া করযোড়ে)
"নমোদেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যা কিছু সংসারে তুমি সমুদয়
তুমি মা! বিরাটরূপিণী।
চিত্তের যাতনা ঘুচাও চিন্ময়ি!
সুরেশ্বরী শিবদায়িনী।

জয়ন্ত। (করযোড়ে) মা! আমরা তোর কোনও স্তব জানিনে!

দে-বা-গণ। আমাদের দুঃখ ঘুচা মা! দৈত্যের পদাঘাত আর সইতে পারিনে! মা! মা! আয় মা!

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। আমি তোদের মা এসেছি! আমি তোদের মা এসেছি! তোদের 'কাতর প্রাণের রোদনধ্বনি—এই সম্মিলিত রোদনধ্বনি—শক্তিশেলের মত আমার বুকে বিঁধেছে বাবা!

দেবগণ। মা এসেছিস্—মা এসেছিস্! মা! মা!! (অধোমুখে রোদন।)

চিত্ররথের প্রবেশ।

গান।

বিভাস—একতালা।

চিত্ররথ। দুর্গে, দুর্গতি দেখ্ মা, চেয়ে!
এতদিন পরে কি তুই মা, এলি গো পাষাণীর মেয়ে!
কত দুঃখ যন্ত্রণা মা, গেল বুকের উপর দিয়ে,
আমরা, সিংহবাহিনীর ছেলে, আছি শৃগালের প্রভুত্ব সয়ে!
সদা ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে চলে যাই,
ক্ষুদ্র শিশু দৈত্য, হায় কাঁপে গাত্র তার (ও) ভয়ে;—
কোথা ছিল, কোথা এল, সুখী হল স্বর্গ পেয়ে,
এমন অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমরা বেড়াই কাঙ্গাল হয়ে

ভগবতী। বাবা, আমার কোন দোষ নাই। জগতের রীতিই এই — চিরসুখও থাকে না, চিরদুঃখও থাকে না। পরিবর্ত্তন আছে বলেই সৃষ্টির এত সৌন্দর্য্য! দুঃখ আছে বলেই সুখের আদর! অমাবস্যা আছে বলেই পূর্ণিমার আদর! (দেববালকগণের প্রতি) কেন বাবা, তোমরা অধোমুখে কেবল রোদন কর্‌ছ? কথা কচ্ছ না কেন? বাবা, অভিমান হয়েছে?

গান।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দেববালকগণ। দয়াময়ি, কোন্ গুণে তোর দয়াময়ী নাম রটেছে!
ডেকে—ডেকে—ডেকে, কেঁদে—কেঁদে—কেঁদে,
নয়নের জলে বুক ভেসেছে?
অন্তর্যামিনি, সকলি জানিস্,
ত্রিনয়নে তুই ত্রিলোক দেখিস্,
তবে কেন শ্যামা, এ দুঃখ দিলি মা!
তোর দুঃখহরা নাম কে রেখেছে?

শান্তি তুষ্টির প্রবেশ।

গান।

পূর্ব্ব গানের সুর।

শান্তি তুষ্টি। শান্তি, তুষ্টি, আমরা রাজ্য ছেড়েছি,
দৈত্য-অত্যাচার জানাতে এসেছি;
নিঠুর নিদয়, কঠোর-হৃদয়;
আমাদের বুকে লাথি মেরেছে!

ভগবতী। শান্তি, তুষ্টি, আবার তোমরা প্রফুল্লমনে ত্রিভুবনে বিচরণ কর্‌বে। আবার তোমরা যোগিগণের হৃদয়-তপোবনে পূর্ণানন্দে

বিরাজ করবে। (দেববালকগণের প্রতি) বাবা, তোমরা আর কেঁদো না, স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য তোমরা কঠোর সাধনা করেছ জানি! কিন্তু বাবা, স্বর্গ ত শুধু তোমাদের নয়—সমুদয় দেবগণের! দেবতাদের মধ্যে অনেকেই এতদিন নিদ্রিত ছিলেন! কেহ কেহ সুরেন্দ্রের অনুরোধে কৃত্রিম মাতৃভক্তি দেখিয়েছিলেন—ঐকান্তিকী ভক্তি করেন নাই! ভক্তিতে কপটতা থাকলে কি সাধনা হয়, বাবা! দৈত্যের পীড়নে এত-দিনে সকলের চৈতন্য হয়েছে; সকলের মাতৃভক্তির পবিত্র স্রোতোধারা এক মুখে প্রবাহিত হচ্ছে! প্রাণভরে মা বলে ডেকেছ, আমিও এসেছি! আদরের সুসন্তান ত্রিলোকনাথ সুরেন্দ্র আমার, তোমার ঐ মুকুটহীন মস্তকে শীঘ্রই আমি মুকুট পরাব! যাও বাবা, তোমরা নির্ভয়ে থাকগে, যে দিন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে বিরাট অভিনয় করব, সেইদিন তোমরা সকলে রণস্থলে এসো।

দেবগণ। জয় জগদম্বার জয়! জয় জগদম্বার জয়!!

[প্রস্থান।

ভগবতী। যাই, হিমালয়ের এই বিহগ-বিরাবিত নিকুঞ্জে উপ-বেশন করিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পোদ্যান।

কামদেবের প্রবেশ।

কামদেব। সংসারের কাণ্ড দেখে আমার শুধু হাসি পায়! গায়ে একটা পোষাক পরে, কটিতে একটা কটিবন্ধ এঁটে, চক্‌চকে একখানা অসি হাতে নিয়ে, যোদ্ধা মহাশয়েরা বলেন, আমরা বীরপুরুষ! কিন্তু এ বীরপুরুষের কাছে সবাই হার মেনে যান। আমার যুদ্ধের অস্ত্র—অপাঙ্গদৃষ্টি, ফুল্লকমল ওষ্ঠাধরে জ্যোৎস্না-হাসি, শেষ নির্ঘাত অস্ত্র হচ্ছে—এই ফুল-ধনুটি। আহা! নন্দনকাননে কেমন ফুলগুলি ফুটেছে; ফুল হয়েছে, পূজার জন্য। কিন্তু দৈত্যগুলোর সব বিপরীত—এমন সুন্দর ফুল, এই ফুল গেঁথে কিনা বিলাস-ভবন সাজাবে—ক্রীড়াকানন সাজাবে—নগর নগরউপকণ্ঠ সব সাজাবে! পাতালে থাকৃত, এমন ফুল কি কখনও দেখেছে? ভোজন-কার্য্যে বেটারা সিদ্ধহস্ত, নৈবেদ্যের শোভা কদলীগুলো প্রাণভরে খাচ্ছে; আর নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ এই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। কেবল বিলাসিতা, কেবল বিলাসিতা! এই যা! আমি কি করতে এলেম। আমার মনটির সঙ্গে যে একটি কাজের কথা কইতে হবে। কথা কই;—

মন!

উঁ!

একটি কাজ করতে পারবে?

কি কাজ? কি কাজ?

সবাইকে পরাজয় কর্‌লে, দৈত্যরাজ শুম্ভকে ফুলবাণ মার্‌তে পার্‌বে?

হুঁ!

দেখো!

দেখেছি।

ভয় খেয়ো না!

না—না!

পার্‌বে?

হুঁ হুঁ, পার্‌ব! অবিশ্বাস কর্‌ছ কেন?

ওঃ; মনের খুব উৎসাহ আছে দেখ্‌ছি! মন! তবে যাই?

হুঁ!

তবে এই দেবকার্য্যে চল্‌লেম!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নন্দন-কানন।

রত্নপর্য্যঙ্কে শুম্ভ।

শুম্ভ। আঃ! সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নচিত্রটা কিছুতেই মন থেকে অন্তর্হিত হল না! এমন সুন্দর বিহঙ্গ-সঙ্গীত-পূরিত, কুসুমসুরভিত নন্দন-কানন! এমন স্নিগ্ধসলিলা, ধীরপ্রবাহিণী মন্দাকিনী! আকাশের গায়ে রাঙ্গা রাঙ্গা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি! এরা ত কেউ আমায় তৃপ্তি দিতে পার্‌লে না! কে বলে স্বর্গে শান্তি আছে? যার মনে শান্তি নাই, তার শান্তি ত্রিসংসারে নাই! কেন? আমার এ অশান্তি-ভোগ কেন? ঈশ্বরের কাছে যেন কত অপরাধ করেছি! নিশ্চয়ই আমি অপরাধী! নতুবা বৃক্ষতলে ভূশয্যায় লোষ্ট্রখণ্ডকে উপাধান করে, একজন মনের সুখে নিদ্রা যায়, আর আমি রাজা, দুগ্ধফেননিভ কুসুম-কোমল শয্যায় শয়ন করেও শয্যা-কণ্টকী যন্ত্রণা ভোগ করি কেন? আর একবার পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করে একটু নিদ্রার চেষ্টা করি। (শয়ন ও কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া অবস্থান।)

কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধানে পাপের প্রবেশ।

[শুম্ভের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রস্থান।

শুম্ভ। আবার এসেছে! আবার এসেছে! নিশ্চয় ওটা একটা পিশাচ! নিশ্চয় ওটা পিশাচ! বিষম আতঙ্কে সর্ব্বগাত্র কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ল! কই! কোথা! কোথা! কিছুই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না! যখনই

একটু তন্দ্রাবেশ আসে, অমনি বিকট মূর্ত্তিটা যেন আমার হস্তধারণ করে একটা কুটিল কণ্টকাকীর্ণ পথে নিয়ে যায়। দেখি—সে পথে শত শত যাত্রী তার অনুগমন কর্‌ছে—কণ্টকাঘাতে রুধিরপাত হচ্ছে, তবু প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছে না। আঃ! হৃদয়টা যেন ছারখার হয়ে গেছে! তৃপ্তির লেশমাত্র নাই!

শুম্ভের তন্দ্রাবেশ। পুনরায় পাপের প্রবেশ।

পাপ। (শুম্ভের সম্মুখীন হইয়া) এস না—এস না—ঋষিগুলোকে শাস্তি দেবে, এস না—তারা যে দেবতাদের আহুতি দেবার চেষ্টা কর্‌ছে।

শুম্ভ। কে তুমি? (পাপের হস্তধারণ)

(সহসা পাপের সুন্দর বেশ ধারণ।)

শুম্ভ। বল কে তুমি?

পাপ। আমার নাম পাপ।

শুম্ভ। সহসা বেশ পরিবর্ত্তন কর্‌লে কেন?

পাপ। বেশ পরিবর্ত্তন করি নাই; তুমি আমায় ভালবাস—তাই আমায় সুন্দর দেখ্‌ছ!

শুম্ভ। রাক্ষস! তোমায় আমি ভালবাসি!

পাপ। তুমি হচ্ছ দৈত্যের রাজা—তোমার সমুদয় দৈত্যেরা যখন আমাকে ভালবাসে, তখন তোমারও ভালবাসা হল না ত কি গো! যাই, আবার রাজকুমার এসে পড়্‌বে।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। ওঃ! রাজ্যময় হইতেছে, পাপ-অভিনয়!
তাই মোর চিত্ত এত আছিল অস্থির!
দয়াধার সুকুমার কুমার আমার—

নগর-ভ্রমণ-ছলে—
স্বর্গ-মর্ত্ত্যবাসী প্রকৃতি-পুঞ্জের
দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিল ;
প্রতীকার তরে
বার বার জানাইল করুণ-বচনে ;
বালক বলিয়া তারে উপেক্ষা করিনু।
প্রিয় আত্ম-অমাত্য-নিচয়
অকাট্য যুক্তির বলে দিল বুঝাইয়া,
'সুখে আছে, সুখে আছে ত্রিলোকনিবাসী।'
কিন্তু সর্ব্বনাশ করিয়াছে পিশাচের দল!
করিবারে নিজ নিজ প্রভুত্ব-বিস্তার
অশ্রুনীরে ভাসায়েছে নিরীহ দুর্ব্বলে!
হইয়াছে কঠোর পাষাণ!
নিশুম্ভ প্রাণের ভাই দ্বিতীয় মূরতি মোর—
বার বার করিলাম তারে সাবধান!
সমুদয় কার্য্যভার লইল মাথায় ;
কিন্তু হায়! বুঝিতে নারিল,
করিল পাপের পূজা কুবুদ্ধির দোষে!

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। দেখ দেখ, কি আগুন জলিয়া উঠেছে!
সন্ন্যাস-আশ্রমী আমি,
মন্ত্রবলে বিশ্বচিত্র দেখাইতে পারি।

শুম্ভ। দেখাও দেখাও দেখাও সন্ন্যাসী!
সর্ব্বনাশী ঘটনার স্রোত—

আঁখি ভরে করি দরশন!
নিদারুণ পরিতাপে হয়ে জর্জ্জরিত
তৃপ্তিসুধা লভি এই নির্জ্জন নন্দনে!

শক্ত্যা। ওই দেখ, সম্মুখে কি সুভীষণ ছবি!

শুম্ভ। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী!
এ চিত্র যে বড় মর্ম্মভেদী!
নিবিড় অরণ্যে এক তৃণের কুটীর!
বৃক্ষশাখে লতার বন্ধনে
ঝুলিছে একটি শীর্ণকায় শব!
শস্পশয্যা'পরি
আর (ও) দুটি শব রয়েছে শয়ান!
সকলের চোখে—
অশ্রুধারা চিহ্ন আছে শুখাইয়া!
কে ওরা! কে ওরা!
দেখি, ওই যে—ওই যে—
ভিক্ষা-পাত্র পড়িয়া রয়েছে।

শক্ত্যা। লতা-বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছে—ওটি একটি ভিক্ষুক! আর ঐ মৃত বালক দুটি ওর সন্তান! ভাগ্যহীন কাতর ভিক্ষুক ভিক্ষায় বহির্গত হয়েছিল, ক্ষুধার্ত্ত শিশু দুটি কুটীরে বসে পিতার আশাপথ চেয়ে রয়েছিল! পিতাকে শূন্যহস্তে ফিরে আস্তে দেখে—পিতার নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক কাতরোক্তি শুনে একবারে আশায় নিরাশ হয়ে জন্মের মত ইহ-লীলা শেষ করেছে! দুর্ভাগ্য পিতা তাই দেখে অসহ্য শোক সইতে না পেরে, লতা-বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছে! এমন শত শত চিত্র আছে—দেখ! দেখ! আবার দেখ!

শুম্ভ। ঐ যে—যোজন যোজন বিস্তৃত প্রান্তরে
শত শত ক্ষুধিত প্রাণীর
গগনবিদারী মহা আর্ত্তনাদ!
ক্ষুধার্ত্ত সন্তান জননীকে বলে,
'খেতে দে মা! খেতে দে মা! প্রাণ যায়!'
অভাগিনী কোথা কিবা পাবে!
কাঁদিয়া স্বামীকে বলে,
'অন্ন এনে দাও! অন্ন এনে দাও!
বাঁচাও শিশুর প্রাণ!'
কোথা পাবে সে অভাগা স্বামী;
জগদীশে জানায় সে দুঃখের কাহিনী!
অনাহারে জননীর স্তন্যসুধা নাই,
কত শিশু তাই,
করিতে করিতে কাতর চীৎকার
অকালেতে চলিল রে কালের কবলে!
কুঁড়িতে শুখাল হায়! ফুল!
চারিদিকে মহা হাহাকার!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নিবাসীর নয়নের জলে—
ভয়ঙ্করী তরঙ্গিণী ছোটে ঘোর রবে!
দেখিতে দেখিতে ওই তরঙ্গিণী-জল,
ধরিল ভীষণ অনল-মুরতি!

শক্র্যা। বুঝিতে পেরেছ? বুঝিতে পেরেছ?
ঐ অনলে পোড়ে তব হৃদি!
ওই দেখ—আবার কি শোক-অভিনয়!

শুম্ভ। এমন ভয়ঙ্কর শ্মশান ত কখন দেখিনি!

শঙ্কা। উটি একটি মহাসমৃদ্ধ স্থান ছিল; এখন দুর্ভিক্ষের প্রবল পীড়নে বিকট শ্মশান-মূর্ত্তি ধারণ করেছে!

শুম্ভ। উঃ! শত শত মৃত, শত শত অর্দ্ধমৃত; শত শত কণ্ঠাগত-প্রাণ ক্ষুধিত! অশ্বত্থমূলে শায়িত একটি দীর্ঘকায় পুরুষ কঙ্কাল-অবশেষ-দেহ! কোটরান্তর্গত চক্ষু! ধূলি-ধূসরিত গাত্র! উদরের মাংস শুষ্ক হয়ে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে মিশে যাবার উপক্রম করেছে! মধ্যে মধ্যে কাতরতা-মাখা দীর্ঘনিশ্বাস! মাংসাশী জন্তুগণ ওর মাংস ভোজন কর্‌বার জন্য, চারিদিকে বেষ্টন করে আছে—ওর মৃত্যুপ্রতীক্ষা কর্‌ছে! হায়! এই ব্যক্তি যদি প্রচুর আহার পেতো, তা হলে এর দ্বারা জগতের কত উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধিত হত! এ আবার কি! এ আবার কি! ঐ শত শত ক্ষুধিত প্রাণীর সম্মুখে রক্তবর্ণা, নাগযজ্ঞোপবীতিনী এক দেবী শবাসনে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "পুত্রগণ! পুত্রগণ! ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আমাকে আহার দে!" দরিদ্রগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগ্‌ল,—"আমরা তোমাকে আহার দেব কি—তুমি আমাদের আহার দিয়ে প্রাণরক্ষা কর, মা!" ওকি! সহসা যে ওই দেবী ক্ষুধা-শান্তির জন্য ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে স্বহস্তে সুভীষণ খড়্গে নিজ মস্তক ছেদন কর্‌লেন! কণ্ঠোত্থিত রুধিররাশি ত্রিধারায় পতিত হচ্ছে; বাম হস্তে রক্ষিত ছিন্ন মুণ্ডে মধ্যের ধারাটি পান কর্‌ছেন! দুই ধারা দুই যোগিনীতে পান কর্‌ছে! সংসারের চিত্র কি ভয়ঙ্কর—কি শোচনীয় হয়েছে!

শঙ্কা। মহারাজ! তোমার দোষে—তোমার দোষে—এই সব ঘটনা ঘটেছে!

শুম্ভ। আমার দোষ?

শঙ্কা। হাঁ দৈত্যরাজ, তোমারই দোষ

শুম্ভ। কেন ?

শক্র্যা। তুমি ইন্দ্রাসনে উপবেশন করেছ, বারিবর্ষণ তোমার কার্য্য ; কিন্তু তুমি সময়ে সুজল বর্ষণ করনি কেন ?

শুম্ভ। আমি ত বারিদগণকে সুজলই বর্ষণ কর্‌তে বলি।

শক্র্যা। মহারাজ, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতার কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য হলেও, সম্প্রতি ইন্দ্রের কর্ম্মই তোমার প্রধান কার্য্য মনে করেছ—সূর্য্য, পবন প্রভৃতির কাজ আর কর না। তুমি মেঘকে বর্ষণ কর্‌তে বল্‌লে, কিন্তু যে দৈত্যমহাপুরুষ পবনের কাজ কর্‌ছেন, তিনি সে মেঘ উড়িয়ে দিলেন—বর্ষণ হতে দিলেন না ; যদি বা কথঞ্চিৎ বর্ষণ হল, তা আবার যিনি সূর্য্যের কাজ কর্‌ছেন, তিনি বর্ষণের চতুর্গুণ শোষণ করে নিলেন ; সুতরাং দরিদ্রের যে দুঃখ, সেই দুঃখই রইল !

শুম্ভ।　　ও দিকে আবার
　　জ্বলিত অঙ্গার সম রক্তবর্ণ নেত্র
　　কোটি কোটি জটাধারী কে উহারা ?

শক্র্যা।　　ত্রিলোকের হিতব্রতে রত,
　　পরম-সাত্বিক্ ঋত্বিক্-মণ্ডলী।

শুম্ভ।　　ঊর্দ্ধ করে কেন ?

শক্র্যা।　　দৈত্যকুল নির্ম্মূলের তরে
　　জগদীশে জানাইছে প্রাণের বেদনা !

শুম্ভ।　　নিতান্তই প্রয়োজন—
　　দৈত্যকুল নির্ম্মূলের নিতান্তই প্রয়োজন !

শক্র্যা। আমি তা হলে আসি এখন। আর যে যে ঘটনা ঘটেছে, শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। শক্ত্যানন্দ আমার নয়নে দিব্যদৃষ্টি দান করেছে। দৈত্য-গণের এতদূর মদগর্ব্ব! সামান্য একটা শিশু, সে-ও কি না অহঙ্কারে উন্মত্ত? সে-ও কি না পরাজিত দেবগণের কাছে আমার ন্যায় সম্মান-লাভ করতে চায়? হতভাগ্যগণ, আমার অনুগ্রহলাভ করে তোমরা ত্রিলোক-সংসারকে একটা ক্ষুদ্র কটাহের ন্যায় জ্ঞান কর? তাই বুঝি সেই পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্যই আমাকে নন্দন-উদ্যানে নিশ্চিন্ত থাক্তে বল! পিপীলিকারূপী অজ্ঞানগণ, তোমাদের পক্ষোদ্ভেদ হয়েছে বলে আহ্লাদে আত্মহারা হয়েছ! প্রজ্বলিত অনল আছে জান না!

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। (প্রবেশ করিতে করিতে মুণ্ডের প্রতি) না ভাই, সত্য গোপন কর্‌ব কেন? যখন সেনাপতির আদেশ আছে—উৎকৃষ্ট বস্তু-মাত্রই মহারাজকে এনে দিতে হবে, তখন সেই স্ত্রী-রত্ন আনয়নের কথা না বল্‌লে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করা হবে।

মুণ্ড। তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

চণ্ড। (শুম্ভের প্রতি) মহারাজ!

শুম্ভ। কি বল্‌বে বল চণ্ড,—সঙ্কোচভাব কেন?

চণ্ড। ত্রিলোকনাথ, অনন্ত রত্নের আকর হিমালয় হতে রত্নরাজি আনয়ন করে প্রায়ই আমরা রাজকোষাগার পূর্ণ করি; আজও সেই রত্ন আনয়ন কর্‌তে গিয়েছিলেম; কিন্তু আজ যে অপরূপ রত্ন দেখে এসেছি, তা আমি সমস্ত জীবনে কখনও দেখি নাই।

শুম্ভ। কি রত্ন?

মুণ্ড। একটি অপূর্ব্ব রমণী-রত্ন।

চণ্ড। তাঁর রূপের প্রভায় সমস্ত বনভূমি আলোকিত হয়েছে-দিক্ সকল উদ্ভাসিত হয়েছে!

মুণ্ড। পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক আছে—সুতরাং চন্দ্রও সে রূপের তুলনীয় হতে পারেন না।

চণ্ড। স্বামী তনুহীন বলে রতি দেবী দুঃখে মলিনা হয়ে আছেন—সুতরাং রতিও তাঁর তুলনীয়া নন।

মুণ্ড। ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ চঞ্চলা; এই জন্য ক্ষণপ্রভাও সে অতুল-প্রভাময়ীর তুল্যা নন।

শুম্ভ। আমার কাছে বল্‌বার ত তোমাদের অনেক বৈষয়িক কথা আছে, তবে আমার সাক্ষাতে একটি রমণীর রূপ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হলে কেন?

চণ্ড। মহারাজ,তাঁকে দেখে বোধ হল—তিনি কারও পরিণীতা নন।

মুণ্ড। আমরা আপনার সঙ্গে তাঁর সম্মিলন দেখ্‌তে চাই।

চণ্ড। মণির সঙ্গে কাঞ্চনের মিলন দেখ্‌তে সকলেই ইচ্ছা করে!

মুণ্ড। উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্তই আপনার আয়ত্ত; সে রত্নও আপনাকে ভিন্ন শোভা পায় না।

চণ্ড। দেবগণ আপনাকে সুন্দর সুন্দর বস্তু উপহার দিয়েছেন;—কুবেরের মহাপদ্ম—

মুণ্ড। সাগরের অম্লান-পঙ্কজা মালা—

চণ্ড। বরুণের কাঞ্চনস্রাবী ছত্র, ত্রিসংসারে যাবতীয় সুন্দর বস্তু আপনার অধিকারে।

মুণ্ড। সুন্দর বস্তু অন্যে গ্রহণ করলে আমাদের দৈত্য-গৌরবকে যেন হীনপ্রভ জ্ঞান করি।

চণ্ড। আমরা দৈত্যসমাজের মধ্যে কারও কোন ত্রুটি দেখ্‌লে তার জন্য প্রচুর প্রতিবাদ করি; কিন্তু দৈত্য-গৌরব, দৈত্যরাজ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চাই।

শুম্ভ। (স্বগত) বিশ্ববাসী, আজ শুম্ভের চরিত্রে একটু চপলতা দেখ্‌তে পাবে; এ চপলতা কেন—পরে জান্‌তে পার্‌বে। (প্রকাশ্যে চণ্ডের প্রতি) চণ্ড, আবার সেই সৌন্দর্য্যশালিনী বরবর্ণিনীর অনুপম রূপরাশি বর্ণনা কর।

চণ্ড। যদি গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের মত আমাদের কবিত্ব থাক্‌ত, তা হলে মনের সাধ পূর্ণ করে সে সুন্দরীর রূপবর্ণনা করতেম, মহারাজ!

শুম্ভ। আচ্ছা, গুণ তাতে কিছু আছে বলে অনুমান করলে?

মুণ্ড। তাঁর সেই মধুর বিমল প্রকৃতি দেখ্‌লে মনে হয় মহারাজ, যেন তাঁতে ত্রিজগতের গুণরাশি লুকান আছে।

শুম্ভ। সুগ্রীব কি এ সংবাদ অবগত হয়েছে?

চণ্ড। হিমালয় হতে প্রত্যাগমন করে সর্ব্বাগ্রেই তাঁকে এ কথা বলেছি।

শুম্ভ। এই যে সুগ্রীবও সমাগত।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। মহারাজ, অভিবাদন করি। (তথাকরণ)

শুম্ভ। সুগ্রীব! সুগ্রীব!
অবিলম্বে যাও হিমাচলে।
অনুপমা যেই বামা রূপের প্রভায়
গিরিকুঞ্জ আছে উজ্জলিয়া—
না—না—নিখিল ভুবন আছে উজ্জলিয়া;
যাও—যাও—জানাও তাহারে আমার বারতা।
জ্ঞান-বিদ্যা-বিভূষিত
মিষ্টভাষী রাজদূত তুমি!
বলো তারে বিনয়-বচনে,

"তব ভালবাসা লভিবারে—
দৈত্যরাজ শুম্ভের একান্ত কামনা !
বলো তারে সুধাময় ভাষে,
তব প্রীতি-সুধা লভিবার আশে,
আছে শুম্ভ তোমাগত-প্রাণ হয়ে !"
যাও—বিলম্ব করো না আর !

সুগ্রীব । মহারাজ, এক চিন্তা জাগিতেছে মনে

শুম্ভ । বল ।

সুগ্রীব । যদি সেই বরাননী
করিয়া উপেক্ষা রক্ষা নাহি করে কথা ?

শুম্ভ । যেরূপ শুনিনু তার রূপ-গুণ-পরিচয়,
তাতে মনে লয় সুনিশ্চয়,
ঘৃণা নাহি রয় তার প্রাণে ।
বিশেষতঃ অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া দিও তুমি,—
"তোমা রত্নে কত যত্নে তুষিবারে হয়,
জানে শুম্ভ—জানে ভালরূপ !"
সুগ্রীব ! সুগ্রীব !
আনিবারে পার যদি তারে,
রাজপুরী মাঝে তারে না রাখিব—
পেতে দিব হৃদয় আসন !
রাজ-রাজেশ্বরী করি রাখিব তাহায় !
প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, দয়া—
যত কিছু বৃত্তি আছে হৃদয়ে আমার,
সমস্ত একত্র করি,

তাহার ভালবাসায় উৎসর্গ করিব!
তাতে যদি তুষ্ট নাহি হয়,
ত্রিলোকের আধিপত্য সর্ব্বস্ব ছাড়িব—
করিব তাহার সুযতন!
তবু যদি হয় সে বিরূপ,
দাসবৎ ধরিব তাহার দুটি পায়!
প্রেম-অশ্রুজলে ভাসাব হৃদয়!
দেখিবে জগতে,
যে সুধা-আননী রমণীর শিরোমণি,
তাহার যতন
শুম্ভ বিনা কেহ নাহি জানে!
সুগ্রীব! সুগ্রীব!
রহিলাম আশাপথ চেয়ে!
লয়ে যাও রতন-শিবিকা
ফুল্লফুলদলে বিভূষিত করি!

[প্রস্থান।

সুগ্রীব। (স্বগত) পাদক্ষেপমাত্র কেন কাঁপে কায়!
কেন ডাকে শিবাকুল বিকট-চীৎকারে!
জানি না সে কে রমণী!
মনে লয় যেন—
দৈত্যের সংহার-কাল সম্মুখে উদয়!
বৃথা চিন্তা! কর্ত্তব্য সাধনে যাই!
যা করেন জগদীশ!
স্রষ্টার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার!

আলোক-আঁধার, সম্পদ-বিপদ,
আনন্দ-বিষাদ সংসারে যাঁহার—
অনুক্রমে করিতেছে লীলা,
সেই বিশ্বনাথ মঙ্গল-কারণ,
তোমার চরণে করি নমস্কার!
সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ কিছু নাহি জানি!
অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
তৃণ আমি যাই যথা তথা;
যে ভাসায় এই স্রোতে,
সত্য—সত্য—সত্য—সেই নিত্য-সনাতন।

[প্রস্থান।

মুণ্ড। (চণ্ডের প্রতি) চলুন দাদা, স্নানকাল উপস্থিত; মন্দাকিনী তীরে চলুন!

[চণ্ড ও মুণ্ডের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়।

পুষ্পপাত্রহস্তে ঋষিকুমারগণের প্রবেশ।

গান।

কালাংড়া—একতালা।

ঋষিকুমারগণ। মরি! প্রভাত-কানন কেমন সেজেছে!
হিমাচল হাস্‌ছে উজল, বিমল শোভা হয়েছে!
গাছের পাতায় রবির কিরণ,
সন্ সন্ বহিছে পবন,
শোন্! শোন্! সুমধুর পাখীর কূজন!
হরিণ ছানা দেখ্‌না কেমন নেচে নেচে চলেছে!
কুড়ুই আয় সেফালিকা ফুল,
মনোহর সৌরভ অতুল!
গুন্ গুন্, গান করে কেমন অলিকুল!
মরি! আজ শুক্‌নো গাছে কত ফুল ফুটেছে!

অদূরে ভগবতীর প্রবেশ।

(পূর্ব্ব গানের অবশিষ্ট।)

ঋষিকুমারগণ। (ভগবতীকে লক্ষ্য করিয়া)
এদিকে দেখ্ আঁখি ফিরিয়ে,
কেমন একটা পাহাড়ে মেয়ে!
দেখ্, দেখ্, দেখ্, সবাই আছে ওর পানে চেয়ে!
সুমোহন রূপের ছটায় ভুবন আলো করেছে! [প্রস্থান।

ভগবতী। আহা! নগরাজ পিতা আমার যথার্থই পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাগুলিকে পালন কর্‌ছেন! যত শান্তি যেন এইখানেই বিরাজিত! কোথাও ঋষিকুমারগণের আনন্দোচ্ছ্বাস—কোথাও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বেদোচ্চারণ-ধ্বনি—কোথাও কিন্নরগণের সুললিত সঙ্গীত—চারিদিক্ আনন্দ-কোলাহলময়! সকলের মুখ হাসি হাসি! কারও মুখে দৈত্য-রাজ্যের মত বিষণ্ণতা নাই—সকলেই স্বাধীনভাবে বিচরণ কর্‌ছে! পিতা আমার শুধু আকারে উন্নত নন—কার্য্যেও উন্নত! পিতার হৃদয় অতি উচ্চ—নইলে আমি তাঁর মেয়ে হব কেন?

ত্রিদিবরঞ্জন ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

ত্রিদিব। (সুগ্রীবের প্রতি) ভায়া, ঠিক্ এই মেয়েটা! দেখ্‌ছ না! রূপ একবারে ফেটে পড়েছে! ভাগ্যে তোমার পিছু নিয়েছিলুম—তাই আমারও চোখের আঁধার কেটে গেল!

সুগ্রীব। মরি! মরি! কি মনোহর জ্যোতির্ম্ময় রূপ! বিধাতার বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্র হলেও কি এ রূপের সমতুল্য হতে পারে? রূপ-জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়েছে! হিমালয়-নিবাসী সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে চেয়ে আছে! প্রবাহিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে যেন রূপরাশি দর্শন কর্‌ছে!

ত্রিদিব। ভায়া, থাক্—থাক্—আর নয়—চেপে যাও! আমার আবার কবিতা-রচনা-ব্যাধি আছে! তোমার বর্ণনা শুনে যদি আমার ভাব উদ্দীপন হয়—মা দুষ্টা সরস্বতী কাঁধে চাপেন—তা হলে আর তিন দিন ঘরে ফিরে যেতে পার্‌ব না! কবিতার প্রধান উপকরণ দুটিই সম্মুখে—হিমালয় পর্ব্বত আর এই সুন্দরী মূর্ত্তি! একবার স্রোত বেরুলে আর ধরে রাখ্‌তে পার্‌ব না! তাই বলি মহামন্ত্রে ও কাজ সেরে নিয়ে আসল কাজে হাত দিই এস!

সুগ্রীব। (ভগবতীর প্রতি) তুমি কে মা?

ভগবতী। আমি মা বাপের আদরিণী মেয়ে। আমি কে তা আমি জানি না—আমার মা বাপ ভাল জানেন। (স্বগত) ভক্তই আমার মা বাপ, ভক্তই আমাকে জানেন।

সুগ্রীব। আপনি পর্ব্বতে ভ্রমণ কর্‌ছেন কেন?

ভগবতী। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করা আমার চিরদিনের অভ্যাস।

ত্রিদিব। তা হলে তুমি পাহাড়ে মেয়ে বল?

ভগবতী। যখন পর্ব্বত ছাড়া থাকি না, তখন তাই বই কি।

ত্রিদিব। পর্ব্বতে বেড়াও, সাপে খায় না?

ভগবতী। সাপে খাবে? সাপের লেজ ধরে থাকি—সাপ কিছু বলে না।

ত্রিদিব। আচ্ছা—সিঙ্গি বাঘের ভয়ও ত আছে?

ভগবতী। কি ভয়? এমন মন্ত্র জানি—সিঙ্গি বাঘের উপর চড়্‌তে পর্য্যন্ত পারি—তারা মাথা হেঁট করে থাকে।

ত্রিদিব। তা হলে বোধ হয়, পার্ব্বতীয় গাছ-গাছড়া ওষুধও অনেক জান?

ভগবতী। হাঁ—কদলী-দাড়িমী প্রভৃতি ন'রকম গাছের শিকড়-পাতায় অসাধ্য রোগ পর্য্যন্ত ভাল কর্‌তে পারি—বিশ্বাস থাক্‌লেই হল। একদিন একটা পাগল বিষ খেয়ে নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার গলায় হাত বুলিয়ে তাকে চেতন করেছিলেম।

ত্রিদিব। আচ্ছা বাপু! তুমি এ রকম করে বেড়াও—তোমার মা বাপ অসন্তুষ্ট হন না?

ভগবতী। হন বই কি! কত দুঃখ করেন—কাঁদেন!

ত্রিদিব। তুমি ত আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে! মা বাপকে কাঁদাও কেন?

ভগবতী। তাঁরা আমাকে দেখ্‌তে পেলে একতিল চোখের অন্তরাল

করেন না; একদিন—দু'দিন—কি তিন দিনের জন্য নয়—চিরদিনের জন্য বুকে বুকে রাখ্‌তে চান! কিন্তু তা হলে কি হয়, আমার মন আমাকে একস্থানে স্থির থাকতে দেয় না—আমার কতকগুলি অভ্যাস আছে—সে অভ্যাসগুলি আমার অস্থি-মজ্জাগত! কেউ কাঁদ্‌ছে দেখ্‌লে—তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে ছুটে যাই, আরও কত কি! তাই এমন করে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াই, সুরাসুর, নর, পশু, পাখী কে কি কর্‌ছে—না কর্‌ছে, উপর থেকে বেশ দেখ্‌তে পাই।

সুগ্রীব। আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ভগবতী। স্বচ্ছন্দে বল।

সুগ্রীব। আপনি কি বিবাহিতা!

ভগবতী। দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না!

ত্রিদিব। দেখ্‌তে ত পাচ্ছি—বেশ ত্রয়োদশী কন্যাটি! কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছেলের মা হয়ে আছ কি না তা ত জানিনে!

সুগ্রীব। আপনার পিতার নাম কি?

ভগবতী। সে কথায় প্রয়োজন কি?

সুগ্রীব। তাঁর কাছে আমাদের কোন বক্তব্য আছে।

ভগবতী। তিনি চলৎ-শক্তি-হীন হয়ে শুয়ে আছেন—তাঁকে আর ব্যস্ত করে কাজ নাই—যা কিছু বল্‌বে, আমাকে বল—আমিই তাঁর সর্ব্বেসর্ব্বা। কি বল্‌বে বল।

সুগ্রীব। (স্বগত) মুখে যেন সরে না সে বাণী!
সঙ্কুচিত হতেছে রসনা!
আহা! মাতৃত্ব-মহত্ব-ভরা অপূর্ব্ব মূরতি—
নেহারিয়া সাধ হয় মনে
প্রাণ ভরি মা বলিয়া ডাকি একবার!

হায়! শুম্ভ, কেন তব হল মতিভ্রম?
কিংবা তুমি মহাজ্ঞানবান্;
সদর্থ-সূচক বাক্য বলেছ আমায়।
তোমার উদ্দেশ্য তুমি জান রাজা!
ভৃতি-ভোগী রাজদূত আমি,
আজ্ঞামত কার্য্য করে যাই।

ভগবতী। নীরব কি হেতু?
কেবা তুমি?
বল—কোন্ কার্য্য হেতু আগমন হেথা?

সুগ্রীব। ত্রিলোকের অধিপতি শুম্ভ দৈত্যরাজ,
দূত আমি তাঁর—
সুগ্রীব আমার নাম।
পাঠাইলা মহারাজ তোমার সকাশে,—
তব দরশন-আশে
তব প্রেম-সুধা লভিবার আশে,
অধীর—অধীর তাঁর প্রাণ!
চল চল ললিতলাবণ্যময়ি!
হবে চল তাঁর হৃদয়-ঈশ্বরী;
শুম্ভ-শতদলে
তোমা হেন শোভা হেরি সমুজ্জ্বল,
ভাগ্যবান্ বলি গর্ব্ব করি মোরা সবে!

ত্রিদিব। শুন্‌লেন? চলুন—শিবিকায় উঠ্‌বেন চলুন। (সুগ্রীবের প্রতি) সুগ্রীব ভায়া! বাহকগুলোকে দিয়ে পাকী বওয়ান হবে না—তা হলে এ রত্নের গৌরব নষ্ট হবে। খুব সন্তর্পণে পান্ধীতে বসিয়ে—তুমি মাথায়

দিকে, আর আমি পায়ের দিকে কাঁধ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাব ;—কি বল ? বনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে—চার পৈয়ে সিঙ্গি হতে পাল্লা যেতো —তা হলে ঠিক্ হত ! (ভগবতীর প্রতি) দেখুন রত্নমন্নি, আপনাকে খোলা যানে আরোহণ করে যেতে হবে—গরীব, দুঃখী, পামর, অপামর, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাব—তাদের চক্ষুরোগ সেরে যাবে; আমরাও মনে মনে বড়াই কর্‌তে পার্‌ব যে—হঁা রূপের মত রূপ একটা কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি বটে !

ভগবতী। (সুগ্রীবের প্রতি) দূত !

যা কহিলে সকলই সত্য—
ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত জ্ঞান-বিমণ্ডিত
তোমাদের রাজা ;
কিন্তু, তাঁহারে ভজিতে এক বাধা আছে মম ;
প্রতিজ্ঞা করেছি আগে—
"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

সুগ্রীব। (ত্রিদিবের প্রতি) মেয়েটি আবার বিদ্যাবতীও দেখ্‌ছি !

ত্রিদিব। বোধ হয় যেন চৌষট্টি বিদ্যায় একবারে টন্‌টনে !

সুগ্রীব। যিনি আপনার সমকক্ষ বলশালী হবেন—আপনাকে পরাজয় করে আপনার দর্প চূর্ণ কর্‌বেন—তিনি আপনার ভর্ত্তা হবেন ! এ কেমন প্রতিজ্ঞা ? যে দৈত্যরাজ শুম্ভের সমরে দেবগণ শঙ্কিত, তাঁর সঙ্গে কি আপনি এই শশাঙ্ক-লাঞ্ছিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বেন ?

ত্রিদিব। (সুগ্রীবের প্রতি) আরে ভাই, কালের গতিকে সবই হয় ! পূর্ণিমার মত রঙ্—অমাবস্যার মত ঘুট্‌ঘুটে কালোও হতে পারে ;

মৃণালের মত হাত দুটি, মনে হয় ফুলের আঘাত সহ্য হয় না, কিন্তু আবার হয় ত খাঁড়া চালাতেও পারে;—স্ত্রীমাহাত্ম্য বুঝা ভার!

সুগ্রীব। (ভগবতীর প্রতি) আপনি কেন অনিচ্ছা কর্‌ছেন? মহারাজ শুম্ভের কামনা পূর্ণ করুন,—তিনি আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর মন প্রাণ, সম্পদ ঐশ্বর্য্য যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে উপহার প্রদান কর্‌বেন। পরিষ্কৃত হৃদয়াসন প্রীতিফুলদলে সাজিয়ে তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন; তাঁকে নিরাশ কর্‌বেন না।

ভগবতী। কি কর্‌ব দূত, আমি যে অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেছি।

ত্রিদিব। প্রতিজ্ঞা? এ ত ভেঙ্গে ফেল্লেই হল! এই যে স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য কত দেবতা প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, কিন্তু দৈত্যের চোখরাঙ্গানি দেখে সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে চুরমার কর্‌লেন! কই—তাতে কি তাঁদের কিছু পাপ হয়েছে? প্রতিজ্ঞা কথায় কথায় ভাঙ্গা যায়!

সুগ্রীব। (ভগবতীর প্রতি) আপনি অসম্মতি প্রকাশ কর্‌ছেন, কিন্তু মহারাজ শুন্‌লে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন—হয় ত আপনাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যেতে অনুমতি দেবেন।

ভগবতী। আমিও ত তাই বলেছি—আমাকে পরাজয় করে নিয়ে যেতে পার্‌লেই হল।

সুগ্রীব। তা হলে মহারাজকে বলিগে?

ভগবতী। অবিলম্বে যাও।

ত্রিদিব। (স্বগত) বাবা! মেয়ে বটে! এ মেয়ে পুরুষের বাবা! (প্রকাশ্যে ভগবতীর প্রতি) কোটি কোটি দণ্ডবৎ মা জননি!

[প্রণাম ও সুগ্রীবের সহিত প্রস্থান।

ভগবতী। ক্ষুদ্র অনলের কণা—
প্রবেশিতে চলিল অরণ্যে ;
অচিরেই দাবানল হইবে প্রবল !
হায় ! দেবগণ, দেবশিশুগণ,
তোদের রোদন ঘুচাব রে কবে !
দেখ্ দেখ্ বাছাগণ,
তোদের মঙ্গল করিতে সাধন,
মা—হয়ে আমি—
সাজিয়াছি ছলনা-রূপিণী।

শান্তি ও তুষ্টির প্রবেশ।

ভগবতী। শান্তি-তুষ্টি, তোমাদের দুই ভগিনীকে দুই পার্শ্বে নিয়ে ঐ কুসুমতরুচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে উপবেশন করে থাকি চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

নিশুম্ভ ও রক্তবীজ।

নিশুম্ভ। ধন্য তব বুদ্ধির কৌশল!
ধন্য তব রাজনীতি-জ্ঞান!
পুরস্কার কি দিব তোমায়—
খুঁজিয়া না পাই কিছু!
আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! প্রতিভা তোমার!
ভাই রক্তবীজ সচিব-প্রধান,
দেব-নির্যাতনে হবে এত শুভফল—
স্বপনেও ভাবি নাই একদিন!
নাহি আর দেবতার কোন আন্দোলন!
পরম শান্তিতে আছি ত্রিদিব-ভুবনে!

রক্ত। আমি ত কতদিন বলেছি যে, "ওরা অতি ভীরু—আমাদের রক্তনেত্র দেখ্‌লেই নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌বে।" আমি কয় বৎসর পাতাল-পুরী হতে স্বর্গে এসে ওদের প্রত্যেকের নাড়ীর অবস্থা পর্য্যন্ত অবগত হয়েছি; সেইজন্য আমাদের মহৌষধি এত আশুফলপ্রদ হয়েছে।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। ও ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট কর্‌তে পারে—এমন ওষুধ তারা উদরস্থ করেছে! আর হচ্ছে না বাবা! এঁড়ে গরুর মত চোখ রাঙ্গা-নিতে আর তারা ভুল্‌ছে না!

রক্ত। (শক্ত্যানন্দের প্রতি) তুমি কে হে?

শক্ত্যা। বিধাতার বর-পুত্র হে!

রক্ত। তুমি এমন উৎকট সন্ন্যাসী কেন?

শক্ত্যা। তোমরা এমন উৎকট বিলাসী কেন?

রক্ত। তুমি এ সভাগৃহে কেন?

শক্ত্যা। তোমরা স্বর্গে এসেছ কেন?

রক্ত। কি আশ্চর্য্য! দেবতাদের আনুকূল্যে সকলেই কথা কয়!

শক্ত্যা। সময়ের বরযাত্রী সবাই! সময় তাদের এসেছে—চাকা ঘুরে গিয়েছে।

রক্ত। চক্রপরিবর্ত্তন হয়েছে তুমি কি করে জান্‌লে?

শক্ত্যা। আমিই ঘুরুই চাকা; আমি জানিনে?

রক্ত। পাগলের মত বক্‌ছ কেন? যাও।

শক্ত্যা। কে যাবে, কে থাক্‌বে, কে জানে!

রক্ত। যাও, বিরক্ত করো না।

শক্ত্যা। রক্তবীজ মহাশয়, শরীরে আপনার রক্তাধিক্য হয়েছে;

অনেক শৃগাল কুক্কুরের—অনেক অদ্ভুত-মূর্ত্তির উদর-পূর্ত্তি হবে! আসি এখন।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। পরম-প্রমোদ-রসে মজিবারে যাই,
কোথা হতে আসে বাধা!

রক্ত। স্বচ্ছন্দে করুন প্রমোদ-সম্ভোগ;
রহিনু অর্গল-সম বাধা নিবারিতে।

নিশুম্ভ। কোথা গেল মিষ্টভাষী ত্রিদিব-রঞ্জন?
বড় তৃপ্তি দেয় সে আমারে!

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত, অধম এই যে উপস্থিত!

নিশুম্ভ। সর্ব্বদা তোমায় কেন দেখিতে না পাই?

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত,
"অত্যাসক্তিরনর্থায় দুরাসক্তিশ্চ নিষ্ফলা!
সেব্যন্তে মধ্যভাবেন বহ্নিরাজগুরুস্ত্রিয়ঃ॥"

অগ্নি, রাজা, গুরু আর স্ত্রী, এঁদের সঙ্গে অতিমিলনও ভাল নয়, আর একেবারে অমিলনও ভাল নয় শ্রীযুত!

নিশুম্ভ। তোমাকে না দেখ্‌লে আমি প্রাণে শান্তি পাই না।

ত্রিদিব। শ্রীযুত যে দয়া করে হৃদয়-কুঞ্জের এক কোণে স্থান দেন—এই আমার সৌভাগ্য!

নিশুম্ভ। দেখ বৈষয়িক কার্য্য আমার আদৌ ভাল লাগে না!

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত, বিষয়কার্য্য অতি নীরস—অতি নীরস! কাছিমের পিঠের ন্যায় শক্ত!

নিশুম্ভ। কিন্তু যখন রাশি রাশি অর্থ এসে রাজকোষ আলোকিত করে, তখন বিষয়কার্য্য বেশ সরস বোধ হয়।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত, যখন মুদ্রার মোহিনীমূর্ত্তি নেত্রগোচর হয়, তখন বিষয়কার্য্যকে যেন সুপক্ক আম্রের ন্যায় সরস বোধ হয়।

নিশুম্ভ। তবে বৈষয়িক ব্যাপারে সময়ে সময়ে দারুণ চিন্তায় মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণিত হতে থাকে।

ত্রিদিব। আজ্ঞে শ্রীযুত, অমন আপদ কি আর আছে! বিষয় কাজে লিপ্ত থাক্‌লে মস্তিষ্ক যেন সুদর্শন-চক্রের ন্যায় ঘুর্‌তে থাকে।

নিশুম্ভ। আজ যেন আদি-রসাত্মক সঙ্গীত শ্রবণে বড় কৌতুহল হচ্ছে।

কামদেবের প্রবেশ।

ত্রিদিব। (কামদেবকে নির্দ্দেশ করিয়া নিশুম্ভের প্রতি) আজ্ঞে শ্রীযুত, এই যে চাট্‌নি উপস্থিত! আপনিই উপভোগ করুন, আমার প্রেম-সমুদ্রে চড়া পড়ে গিয়েছে!

[প্রস্থান।

গান।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

কামদেব।　বল না কিসের ভাবনা।
আমি তোমার, তুমি আমার তা কি জান না।
যে'জন যে অভিলাষে,
আমারে ভালবাসে,
তার কাছে যাই তেমনি বেশে, পুরাই কামনা;—
ভালবাস, ভালবাসি—
ছুটে ছুটে অই ত আসি,
তোমার হাসি, রূপরাশি, ভুল্‌তে পারি না।

নিশুম্ভ। (কামদেবের প্রতি) এস প্রিয়তম, এস বন্ধুবর !
বস মোর সনে রত্ন-সিংহাসনে !

রক্ত। ঢাল ঢাল প্রাণে অমিয়া-নির্ঝর ;
বিলাস-তরঙ্গে ভাসুক অমরা !

নিশুম্ভ। আন আন সুরা, দাও দাও ঢেলে ;
পান করি হেরি বিশ্ব সদানন্দময় !

কামদেব। সুরাভাণ্ড আছে মোর কাছে ;
পান কর আশা পূর্ণ করি। (সুরা প্রদান)

নিশুম্ভ। (রক্তবীজের প্রতি) রক্তবীজ,
এ অমিয়া তুমিও করহ পান !

রক্তবীজ। তব আনন্দেই আনন্দ আমার !
(কামদেবের প্রতি) দাও দাও সুরা, মিটাই পিয়াসা !

কামদেব। (সুরাপ্রদানন্তর উদ্দেশে)
এ দৃশ্য দেখিয়া কেহ করিও না ঘৃণা—
এ মদিরা কামনা-মদিরা।
কামদেব মম নাম ;
কামনা কখন নহে একরূপ—
ভিন্ন ভিন্ন জীব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সবার—
ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির পূজা !
কাহারও কামনা বারনারী-প্রেমে,
কেহ পত্নী-প্রেমে অনুরাগী,
কেহ অনুরাগী বিশ্বপ্রেমময়ে !
একা কাম আমি,
বিভিন্ন মুরতি মোর আধার বিশেষে।

নিশুম্ভ ।　(কামদেবের প্রতি) তুমি কই করিলে না পান ?

কামদেব ।　আমি শুধু মদিরা বিলাই, স্বয়ং করি না পান।
(স্বগত) ভুজঙ্গ উগরে বিষ, নিজে নাহি খায় !]

নিশুম্ভ ।　ওহো ! কিবা তৃপ্তি লভিতেছি পাইয়া তোমায় !
ভুলিও না ভাই মোরে !

কামদেব ।　এ জীবনে না ভুলিব !

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ ।

পূর্ণেন্দু । এই কি ত্রিলোকেশ্বর মহারাজ শুম্ভের রাজসভা ! এই কি সুরাসুর-যক্ষরক্ষঃ-সিদ্ধ-সঙ্ঘ-সেবিত মহারাজ শুম্ভের রাজসভা ! এই কি মহাতপা মহারাজের দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি পুণ্যবান্ নিশুম্ভ ! এই কি মহানীতি-তত্ত্ব-বিশারদ জ্ঞানবান্ ধর্ম্ম-প্রবণ-হৃদয় অমাত্য-প্রধান রক্ত-বীজ ! এই কি আপনাদের ধর্ম্ম-চিন্তা ! এই কি আপনাদের পুণ্য-অনুষ্ঠান ! এই কি রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা ! এই কি অর্থের সদ্ব্যবহার ! ধিক্ ! ধিক্ ! শতধিক্ ! এই অর্থ সংগ্রহের জন্য কত কূট-চিন্তা, কত কূটকৌশল অবলম্বন করেছেন ! পাতালের শোণিত-শোষক পক্ষী যেমন অর্দ্ধনিদ্রিত মনুষ্যকে ধীরে ধীরে পক্ষসঞ্চালনে নিদ্রিত ক'রে তার বক্ষের রুধির শোষণ করে, তেমনি কৃত্রিম মধুমাখা বাক্যে—নানা কৌশলে কুবেরের নিকট হতে, রত্নাকরের নিকট হতে, সাধারণ প্রজার নিকটহতে রাশি রাশি ধন রত্ন সংগ্রহ করে, এই বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করছেন ! নৃত্যগীতে, কৌতুকদৃশ্য দর্শনে কত অর্থ অকারণ ব্যয়িত হচ্ছে ! আপনাদের নিষ্ঠুরাচরণে উপার্জ্জিত অর্থরাশিতে কত দীন দুঃখীর উদর-জ্বালা নিবৃত্তির উপায় হ'ত ! হায় ! হায় ! অরণ্যে রোদন আমার ! অরণ্যে রোদন !

নিশুম্ভ ।　শান্তিতে কেবল বাধা ! বালকের বৃদ্ধত্ব অসহ্য !

পূর্ণেন্দু। পিতৃব্য, এখনও কণ্টকপথ হতে প্রত্যাবৃত্ত হোন।

রক্তবীজ। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) আপনি আমাদের কার্য্যের সমালোচনা কর্‌বেন না।

পূর্ণেন্দু। নিষ্ঠুর! স্বর্গে মর্ত্ত্যে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে নন্দনে এসে আবার আমার উপরে প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌তে চাও? তোমাদের অসদাচরণের ফলেই স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী রাজ-অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হল! সুশীতল ছায়াসমন্বিত তরুতলে লোকে সূর্য্যাতপ নিবারণ কর্‌বে কি—তরুকোটরে যে শত শত কালভুজঙ্গ রয়েছে। কেউ অগ্রসর হতে পার্‌ছে না! কেউ অগ্রসর হতে পার্‌ছে না!

ত্রিশুম্ভ। তুমি বৃথা বাক্যব্যয় কর্‌ছ, পূর্ণেন্দু! রক্তবীজ মহারাজের মহাসুহৃদ!

পূর্ণেন্দু। রক্তবীজ মহারাজের মহাশত্রু! মহাশত্রু! যে বৃক্ষে আরোহণ করে আছে, তারই শাখা ছেদন কর্‌ছে!

রক্তবীজ। আমি এতদিন যত্ন করেছি কার জন্য? আমি সুখী হয়েছি—না মহারাজ সুখী হয়েছেন?

পূর্ণেন্দু। তোমা হতে মহারাজ সুখী হন নাই—তোমা হতে মহারাজ সুখী হন নাই; স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী রাজভক্ত প্রজারা পিতাকে মাথায় করে রেখেছে—তাই পিতা আমার অতুল সুখসৌভাগ্যে সুখী হয়েছেন! কিন্তু যারা এমন উদারতা প্রকাশ কর্‌ছে, তারা বারংবার অত্যাচার-পীড়িত হয়ে, চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লে পিতার এ সৌভাগ্য কোথায় থাক্‌বে? তণ্ডুল-নৈবেদ্যের মস্তকে মিষ্টান্ন শোভা পায়; কিন্তু তণ্ডুল সব যদি ছড়িয়ে পড়ে, তবে মিষ্টান্ন কোথায় থাকে! দেবগণ ত্রিলোকের পূজনীয়, তাঁদের দুঃখে সকলেই দুঃখিত; দেব-নির্যাতন গুরুতর অন্যায় হয়েছে—গুরুতর অন্যায় হয়েছে!!

নিশুম্ভ। যদি হয়ে থাকে—হয়েছে; তা কি হবে? আমাদের উপর কথা ক'বার কে আছে?

পূর্ণেন্দু। কেহ নাই; কিন্তু সকল স্থানে যাঁর চক্ষু, সকল স্থানে যার কর্ণ, যিনি সর্ব্বদেহে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান কর্‌ছেন, তিনি ত আছেন! দেবতার——

রক্ত। দেবতার নাম আপনি কর্‌বেন না! হতভাগ্যদের——

পূর্ণেন্দু। বিধাতঃ, তুমি সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষকে মহাঝটিকায় ভূতলশায়ী কর, তাতে দুঃখ হয় না; কিন্তু সেই অশ্বত্থকে যে তৃণেরও উপেক্ষণীয় কর, এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই!

রক্ত। জ্ঞান বুদ্ধিতে আমি দেবতা অপেক্ষা সহস্রগুণে উচ্চ।

পূর্ণে। তুমি যত উচ্চ হও, তবু তুমি যে রক্তবীজ, সেই রক্তবীজ! সিংহ যতই বায়ুগতিতে গমন করুক—করীন্দ্রকে সংহার করুক, তবু সিংহ পশু ভিন্ন আর কিছুই নয়!

নিশুম্ভ। তুমি শীঘ্র এখান হতে যাও, নতুবা তোমাকে বিশিষ্ট রূপে দণ্ডিত করা হবে।

পূর্ণেন্দু। অগত্যা যেতে হবে। (রক্তবীজকে লক্ষ্য করিয়া) পাদুকা দ্বারা কণ্টকের মুখ চূর্ণ করা যায়, কিন্তু কুটিলের স্থান ত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ।　(রক্তবীজের প্রতি) যাক্, যাক্,
বালকের ও কথায় করিও না ক্রোধ;
আবার ঢালহ সুরা।
কামদেব।　ধর ধর কর পান (সুরাপ্রদান)

রেখে আসি পাত্র নিভৃত প্রকোষ্ঠে।
অধিক কিছুই ভাল নয়,
আশা থাক্ প্রাণে! [প্রস্থান।

নিশুম্ভ। কি আনন্দ! কি আনন্দ!
রাজ্যের চিন্তায় শান্তি নষ্ট হয়—
প্রজার কথায় নাহি দিব কান।
নন্দনেতে সতত থাকিব,
সুখের সরিতে যাইব ভাসিয়া!
রক্তবীজ মহা বুদ্ধিমান্,
দৈত্যগর্ব্ব বাড়িতেছে তাহার প্রতাপে ;
হইতেছে নিত্য নব উন্নতি-সাধন।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!
স্বর্গ-উদ্ধারের আশা ঘুচে গেছে দেবতার,
স্বর্গের বন্দনা-ছলে,
বিদ্রূপ করিত যত দৈত্যদলে।
দৈত্য-হুহুঙ্কারে সব নিরাপদ!
হাঃ—হাঃ! কালো মুখ উজ্জ্বল করিতে—
উতলা হইয়াছিল অমর নিকর।
ফুটাইতে করেছিল সাধ আকাশে কুসুম!
বিফল যতন! বিফল যতন!
কালি-মাখা মুখে আবার পড়িল কালি!
দৈত্যগর্ব্ব রহিল সমান!

রক্ত। মহারাজ সভায় আগমন কর্‌ছেন।

(নিশুম্ভের প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা)

শুম্ভ ও সুগ্রীবের প্রবেশ, সিংহাসনে শুম্ভের উপবেশন; জনৈক দৈত্যকর্ত্তৃক ছত্রধারণ, দৈত্য-বালকদ্বয়-কর্ত্তৃক চামরব্যজন।

নিশুম্ভ। সুগ্রীব, শুন্‌লেম—তুমি রাজ-আদেশে কোন অনূঢ়া কামিনীকে সসম্ভ্রমে নিয়ে আস্‌বার জন্য হিমাচলে গিয়েছিলে; কই তিনি কোথায়?

সুগ্রীব।　বুঝালাম অশেষ প্রকারে,
করিলাম কত অনুনয়,
কিছুতেই নাহি এল বামা।

নিশুম্ভ।　তাহে কোন নাহি পরিতাপ;
(শুম্ভের প্রতি)
তব উপযুক্ত যদি হ'ত সে রমণী,
কখনই করিত না প্রত্যাখ্যান তবে।
তার কাছে এ হীনতা অতি অনুচিত,
সুনিশ্চয় নীচ-গৃহে জনম তাহার।

শুম্ভ।　উচ্চ-গৃহে জন্ম তার ভেবেছিনু আমি,
শুনিয়া সকল পরিচয়।
মনে হয়েছিল—যদি সেই বামা
প্রসন্ন-অন্তরে বাস করে রাজপুরে,
রাজলক্ষ্মী তবে হবেন অচলা!
হইবে নূতন শ্রী ত্রিলোক-রাজ্যের;
ত্রিলোকের তৃপ্তি আমি পাব গৃহে বসি!
কিন্তু তায় হ'ল বিপরীত—

ভেবেছিনু যারে আমি কোমল কমল-সমা
দেখিতেছি সে নিতান্ত কঠোর-হৃদয়া!
পাষাণে জনম তার নিশ্চয়—নিশ্চয়!
নারী কভু নয় সেটা অদ্ভুত মূরতি।

সুগ্রীব। নতুবা বলিবে কেন, "প্রতিজ্ঞা আমার,
সংগ্রামেতে যে আমারে করিবেক জয়,
সে হবে আমার, আমি হব তার!"

শুম্ভ। (সবিস্ময়ে) হেন ভাষা বলিয়াছে বামা!
অবশ্যই তবে—
সমরের শক্তি তার আছয়ে প্রচুর!

রক্ত। যদি সত্য হয় এই কথা,
তবে একান্তই প্রয়োজন তারে জয় করা।

নিশুম্ভ। কেন? কেন? ভালরূপে দাও বুঝাইয়া।

রক্ত। উপেক্ষা করিলে তারে
সর্ব্বজয়ী শুম্ভ নামে কলঙ্ক রটিবে!

নিশুম্ভ। সারবান্ বাক্য তব বুঝিনু এখন,
পরাজয় করি আনা চাই তারে।

রক্ত। বিশেষতঃ মহারাজ ত্রিলোকবিজেতা,
মহাশক্তিধর,
রমণীও মহা শক্তিমতী;
বড় শোভা পাবে—
হইলে দৈত্যেন্দ্র-হৃদি-সুশোভিনী।

শুম্ভ। আরে আরে কুহকিনি! তোর তরে আমি,
যতন করিয়া, হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়া;

না আসিলি ! না বসিলি তায় !
সহজে না দিলি ধরা !
বিস্তার করিলি কুহকিনী লীলা,
ভেবেছিস্ ছেড়ে দিব তোরে ?
তোর লোভ ভুলে যাব ?
কখনই নয়, কখনই নয় !
করিলাম উৎকট সাধন,
লভিলাম শঙ্করের চরণ-পঙ্কজ—
ত্রিলোকের আধিপত্য'লভিনু হেলায় !
তোর মত হায় ! ললনা-রতনে হইব বঞ্চিত ?
কি নাই আমার ! কি নাই আমার !
এলি না যে তুই আমার সকাশে !
বলেছিনু নয়—বলেছিনু নয়—
সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভব,
প্রীতি বৃত্তি স্নেহ দয়া রাশি—
সর্ব্বস্ব ঢালিব তোর দুটী পায়—
তোর ভালবাসা লভিবার তরে !
অরে ভিখারিণি ! অরে ভিখারিণি !
কান নাহি দিলি সে কথায় !
এত উপহার—এ হেন উৎকৃষ্ট উপহার,
কে দিবে—কে দিবে তোরে ত্রিলোক-ভুবনে ?
যেমন করিলি ব্যবহার,
তেমনি কঠোর বিধি তোর প্রতি।
হইলাম আজ ভীম-অবতার,

গুপ্ত কারাগার রাখিনু প্রস্তুত—
সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে দিব তায়।
উপায় তাহার এখনি করিব।
(সুগ্রীবের প্রতি) সুগ্রীব! ত্বরায় যাও,
বল গিয়ে ধূম্রলোচনেরে—
ষষ্টিসহস্র রণদক্ষ সৈন্য লয়ে,
অবিলম্বে যাক্ হিমালয়ে;
রণে করি পরাজয়,
করি কেশ-আকর্ষণ আনুক তাহারে।
কেশ-আকর্ষণ-দৃশ্য হবে শোকাবহ?
হোক শোকাবহ! কি করিব!
যাহার যেমন কর্ম্ম, ফল সেই মত!
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব,
যদি রক্ষিবারে আসে সে বামারে,
সে সবারে করে যেন সমরে পাতিত।
যাই আমি অন্তঃপুরে; তোমরাও যাও,
সৈন্য সাজাইয়া, দাও পাঠাইয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দাকিনী-তীর।

ত্রিদিবরঞ্জন ও কামদেবের প্রবেশ।

ত্রিদিব। ওহে ভায়া কামদেব! দৈত্য-রাজসভায় ত খুব আনাগোনা কর্‌ছ দেখ্‌তে পাই! রকমটা কি বল দেখি?

কাম। সবাই ভালবাসে তাই যাই, আপনি ত আর আমাকে ভালবাস্‌লেন না! যান্‌, আপনার সঙ্গে আমি কথা কইব না।

ত্রিদিব। আমি ত বলেছি, প্রেমময়! আমাকে ছোবল মেরো না। বাবা, যে বিষ, একবার বিষ ভাঁড়ারে উঠ্‌লে আর রোজার বাবার সাধ্য নেই যে ঝাড়িয়ে নামায়!

কাম ব্রাহ্মণ, আমার কি হেতু সৃষ্টি জান না কি তুমি?
বিকারের পানে কেন দৃষ্টি দাও?
স্বভাবের কর সমাদর,
বল, কোন্‌ কার্য্যে নিয়োজিতে চাও মোরে—
তাহাতেই আমি রয়েছি প্রস্তুত।

ত্রিদিব। ছন্দঃ ছাড়—
সহজ ভাষায় দাও বুঝাইয়া মোরে।

কাম। আপনি স্থির জান্‌বেন, আমি কাকেও কুপথে নিয়ে যাই না। পুণ্য-পথের এবং পাপ-পথের দুটি চিত্রই আমি জীব সকলকে দেখাই; কিন্তু অনেকে আমাকে পাপের পথেই নিয়ে যেতে বলে;

আমি পুনঃপুনঃ বুঝিয়ে বলি—এ পথে বড় কষ্ট; কিন্তু তারা শোনে না। কি করব! কাম আমি, তাদের কামনা পূর্ণ করি!

ত্রিদিব। অধিকাংশ দৈত্য ত তোমার আদি-রসাত্মক মূর্ত্তির দাস হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি; রাজ-ভ্রাতা ত একেবারে পূর্ণমাত্রায়। স্বয়ং মহারাজ শুম্ভ তোমায় কি ভাবে, চান—বল দেখি।

কাম। আমি এই কুসুম-শায়ক-সন্ধানে তাঁর বীরত্ব পরীক্ষা করেছি; ধন্য তাঁর ধৈর্য্য, তিনি শুধু শুম্ভ নন, সাক্ষাৎ শম্ভু! তাঁর তপস্যা-কালীন হৃদগত ভাব এখনও সমভাবে বর্ত্তমান। যদি সাধারণ দৈত্যদের প্রবল অত্যাচার না হ'ত, তা হলে তাঁর কখনই পতনের আশা করা যেতো না! কিন্তু হতভাগ্য দৈত্যেরা তাঁকে সুখী হতে দিলে না। তা হবে কেন? এ দিকে যে, দেবতাদের দুঃখ অবসান হয়ে এসেছে।

ত্রিদিব। তুমি ত খুব ভক্তি-বিহ্বল ভাবে রাজপ্রশংসা করলে হে! কিন্তু, দৈত্যরাজের এই রমণী আনয়ন ব্যাপারটা কি বল দেখি?

কাম। তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ, এতে বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়-বিকার নাই। চলুন, তাঁর হৃদগত ভাব আপনাকে বল্‌তে বল্‌তে মহামায়ার লীলা দেখ্‌তে যাই।

ত্রিদিব। যে আজ্ঞে, ভাই কন্দর্প!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ-সম্মুখ।

দৈত্য-সৈন্যগণ ও পতাকাধারী দৈত্য-বালকগণের প্রবেশ এবং সকলের পাদচারণ।

জয়ঢাক করতাল সমরশঙ্খ শৃঙ্গাদি বাদন।

ধূম্রলোচনের প্রবেশ।

ধূম্র। ভাই সব! আজ আমাদের আনন্দের দিন, আবার মহা-বিষাদেরও দিন। আমরা যোদ্ধা, যুদ্ধেই আমাদের আনন্দ; কিন্তু আজ যুদ্ধে যদি বিজয় লাভ না কর্‌তে পারি, তা অপেক্ষা পরিতাপের কারণ—বিষাদের কারণ আর কিছুই নাই! ত্রিলোকের মধ্যে যত রাজশক্তি আছে, আমাদের প্রবল শক্তির কাছে সকলেই অবনত-মস্তক! আমাদের সেই মহা গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে। স্ত্রীজাতি ব'লে কদাচ উপেক্ষা করো'না। যাও, সদর্পে, উন্নত-বক্ষে, সমর-বাদ্যের তালে তালে পাদবিক্ষেপ কর্‌তে কর্‌তে হিমাচল অভিমুখে যাত্রা কর।

[প্রস্থান।

গান।

ছায়ানট—তেওরা।

সৈন্যগণ। ওই বাজে তুরি, ঐ বাজে ভেরি,
উল্লাসে হৃদয় পূরিত হয়!
হ্রেষিছে তুরঙ্গ, মাতিছে মাতঙ্গ,
মহারণরঙ্গ হবে অভিনয়।
করিব সকলে জয়শ্রী অর্জ্জন,
কর কর ভৈরব তর্জ্জন গর্জ্জন;
কার্ম্মুক টঙ্কারি, ভীষণ হুঙ্কারি,
কর সমাচ্ছন্ন ধরা শূন্যময়।
ঋষ্টি বৃষ্টি মুষ্টি প্রহারে,
দণ্ডিব প্রবলা দর্পিতা বামারে,
উদ্যত-আয়ুধ, চল যত যোধ,
হইয়াছে আজি শুভ দিন উদয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দেবী-মন্দির।

দেবীপূজায় নিযুক্তা হেমপ্রভা ও শোভা।

শোভা। (হেমপ্রভার প্রতি) একি মা! একটিও ফুল যে মা গ্রহণ কর্‌লেন না। কেন এমন হল, মা?

হেমপ্রভা। শোভা, ভক্তিভরে পূজা কর মাকে,
ভক্তির জননী তিনি!
বিন্দুমাত্র মনে থাকিলে বিকার,
করুণা তাঁহার নাহি হয় লাভ।

শোভা। মা শিবরাণি! তোর স্তুতি কিছুই জানি না। নিজগুণে দোষ মার্জ্জনা ক'রে এই প্রসূনাঞ্জলি গ্রহণ কর্ মা।

হেমপ্রভা। (ঘটে পুষ্পপ্রদানান্তর) মা! রাজ্য রক্ষা কর, রাজ্যের দুর্ভিক্ষ ঘুচাও, প্রজাগণকে সুখী কর, রাজপুরুষদের সুমতি দাও! একি মা! একি মা! বামদেব-গৃহিণি! তোমার কন্যার প্রতি বাম হলে কেন মা? তোমার শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠ্‌ল কেন?

অদূরে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যানন্দ। রাজরাণি! রাজরাণি!
রাজ্যে তব অনিবার, হইতেছে অত্যাচার,

তাই বামদেব-রাণী হয়েছেন বাম !
বৃথা চেষ্টা—পূর্ণ নাহি হবে মনস্কাম !

হেমপ্রভা। কে তুমি ? কে তুমি ?
অন্তরাল হতে—
বলিতেছ নিদারুণ বাণী !
বিষম আতঙ্কে শিহরে পরাণ !
সত্য কি শৈলেন্দ্র-সুতা হয়েছেন বাম ?

শোভা। মাগো ! চারিদিক্ যেন হেরি শূন্যময় !
যেন মনে হয়, প্রিয় সনে আর—
পবিত্র বিমল প্রীতি ভুঞ্জিতে পাব না !

শক্ত্যানন্দ। যতই যতন কর,
যত ভক্তি কর জননীরে,
অশ্রুনীরে ভাসিতে হইবে তবু ;
জননীর দয়া লভিতে নারিবে।
মরুভূমে শান্তিলতা তুই গো কল্যাণি,
তাহে পুত্র-পুণ্যফল, শোভিতেছে অবিরল ;
কিন্তু যে মা, দৈত্যদল ভীষণ প্রবল ;
আনন্দ-সাগরে তাই উঠিছে গরল !
বানরের হাতে যদি পড়ে মুক্তা-হার—
সে কখন জানে কি মা যতন তাহার ?
রাজভক্ত প্রজাগণে, কাঁদাইল অকারণে,
জ্বালিল পাপের চিতা ভীষণ আকার ;
রাজাকেও হ'তে হবে তাহে ছারখার !
পাইয়া সোনার স্বর্গ মদমত্ত হয়ে,

নিরন্তর থাকে শুধু বিলাসিতা লয়ে,
জীর্ণ কুটীরের মাঝে, কোথা দীন-দুঃখী আছে,
চাহিল না তাহাদের পানে একবার ;
জ্বলিল পাপের চিতা ভীষণ আকার !
রাজাকেও হতে হবে তাহে ছারখার !

[প্রস্থান।

হেমপ্রভা। দৈব যেন বলিছেন এই কথা !
না হবে অন্যথা।
সত্য হবে অক্ষরে অক্ষরে।
হায় ! হায় ! পুনঃপুনঃ
নিষেধ করিনু মহারাজে,
না শুনিয়া তবু—
রাজ্যভার দিলা তিনি অযোগ্য আধারে।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। গেল গেল গেল সমুদয়,
দৈত্যকুল বুঝি হল ছারখার,
রক্ষার উপায় নাহি কিছু আর !
হায় ! জ্ঞান-অবতার মহত্ত্ব-আধার,
দেবপূজ্য, বিশ্বপূজ্য মহারাজ,
ভ্রান্তির আঁধারে আজি দিশাহারা !

হেমপ্রভা। কি ঘটনা ঘটিল সহসা ?
কি ভ্রান্তি জন্মিল তাঁর প্রাণে ?
সুগ্রীব ! ত্বরায় বল শুনি সবিশেষ।

সুগ্রীব। জননি গো ! পরমতাপস যিনি,

ধৈর্য্যে হিমাচল যিনি,
আজ তাঁর হৃদে—
প্রাকৃত জনের ন্যায় চাঞ্চল্য উদয়!
অতুললাবণ্যময়ী,
হিমাচলবিহারিণী এক বামা,
তাঁহারে লভিতে——

হেমপ্রভা। বুঝিয়াছি চাঞ্চল্য রাজার!
বলিতে হবে না আর।

সুগ্রীব। রমণীর প্রতিজ্ঞা অটল,
সংগ্রামে তাঁহারে যেই করিবেক জয়,
তারে তিনি করিবেন প্রীতিদান।
এ কথায় ক্রোধান্বিত মহারাজ।
তাঁহার আদেশে—
চলিয়াছে সৈন্য কাতারে কাতারে,
রণে পরাজয় করিয়া বামায়—
কেশ-আকর্ষণে আনিবে ত্বরায়;
এ বৃদ্ধের অনুনয়,
মহারাজে শান্ত কর, মহারাণি।

[প্রস্থান।

শোভা। (হেমপ্রভার প্রতি) ওমা! এই ঘটের ভিতর থেকে যেন একটা বিকটমূর্ত্তি বহির্গত হল! পৃথিবীতে পা, আকাশে মাথা! আমার বুক কাঁপ্‌ছে মা!

হেম। ভয় হয়েছে মা? আজ মাকে ভাল করে জানাব এখন, তুমি অন্তঃপুরে যাও মা! শোভার প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) স্ত্রীজাতির অপমান পতনের হেতু,
সমুজ্জ্বল যশো-গৌরবের কেতু—
হায় মহারাজ! কেন কর বিমলিন!
ঋষি-তপোবন সম পুণ্য-শান্তিময়,
পবিত্র হৃদয় ছিল যে তোমার;
তাহে কেন?
কুপ্রবৃত্তি পিশাচীর আনন্দ-নর্ত্তন!
বিষম রহস্য বুঝিতে না পারি।
নিষ্ঠুর অমাত্যগণ রাজ্যেতে আনিল পাপ,
নিদারুণ পরিতাপ সহিতেছ তুমি!
মরু সম তব হয়েছে হৃদয়—
সম্ভব কি হয় তায় হেন চপলতা?
তোমার উদ্দেশ্য নিতান্ত জটিল।
(ঘটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জোড়হস্তে)
শান্তিবিধায়িনি! নিখিল-পালিনি!
অশান্তি ঘুচাও শিবে!
সতী-অপমান যদি হয় শিব-সতি,
সেই অপমান তবে—
তোমার কোমল হৃদয়ে রাজিবে,
অথবা তোমার বেজেছে হৃদয়ে,
নতুবা কেন মা পূজা নিলে না, পার্ব্বতি?
দেখি, বুঝাইয়া দেখি মহারাজে,
তার পর নিশ্চিন্ত পরাণে,
পূজিব নিভৃতকক্ষে পরমা ঈশ্বরী।　　[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
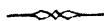
নন্দন-কানন।

কামদেব ও পূর্ণেন্দু।

কাম। রাজকুমার, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হয়েছে, নয়?

পূর্ণেন্দু। রাজসভায় তোমার যে কুৎসিত ব্যবহার দেখেছি, তাতে তোমাকে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ভয় হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য! যখন তুমি আমার কাছে থাক, তখন যেন সাক্ষাৎ দেবতা। তোমার চরিত্র আমার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম হল না।

কাম। তোমার হৃদয়খানি যেমন স্বচ্ছ দর্পণের মত সুনির্ম্মল, তেমনই দেব-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র। তোমার কামনা—সাধু-কামনা। এই জন্য আমার বিমল পবিত্র মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে। তুমি রাজভবন ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিলে!

পূর্ণেন্দু। এ পাপ-রাজ্যে আর থাক্‌ব না।

কাম। কেন?

পূর্ণেন্দু। আমার প্রাণ যা চায়, আমি তা পাই না।

কাম। তোমার প্রাণ কি চায়?

পূর্ণেন্দু। প্রজার হাসিমুখ দেখ্‌তে চায়, রাজ্যে বিমল শান্তি দেখ্‌তে চায়, আর——

কাম। আর কি?

পূর্ণেন্দু। যাঁহার ইচ্ছায় এসেছি অবনী,
পেয়েছি পার্থিব জনক-জননী,
যেজন অনন্ত করুণার খনি,
তাঁহারে খুঁজিতে পরাণ চায়।
লভিবারে যাঁর চরণ-আশ্রয়,
ফুটে আছে ওই কুসুম-নিচয়,
যাঁরে ভাবি আঁখি হয় অশ্রুময়,
কবে স্থান পাব তাঁহার পায়?
সংসার-বিলাসে নাহি মম সাধ,
প্রীতি নাই তায় কেবল বিষাদ,
নিত্য দেখিতেছি নূতন প্রমাদ,
কেবল অশান্তি-আতপ জ্বালা।
পরমতপস্বী জনক আমার,
তাঁহার যখন ভ্রমের বিকার,
অসম্ভব তবে কিছু নহে আর,
পরিব না বিষ-কুসুম-মালা।

কাম। রাজকুমার! তুমি আমার সঙ্গে এস; তুমি যে তৃপ্তি লাভ কর্‌তে চাও, তাই পাবে।

শান্তি তুষ্টির প্রবেশ।

গান।

কানাড়া—যৎ।

শান্তি তুষ্টি। দেখ্‌বি রে আয় মোহন ছবি।
পায়ে তার পড়ে আছে প্রভাত কালের রাঙ্গা রবি॥

ভক্তি-ভরা রূপরাশি, যোগিঋষির মন উদাসী,
দেখ্‌লে পরে, নয়ন ভরে, আপন-হারা হয়ে যাবি।
করবি পূজা কুতূহলে, মনোময় বনের ফুলে,
চল্‌ রে কল্পতরুমূলে, চারি ফল হেলায় পাবি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হিমাচল-উপত্যকা।

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত হিমাচল-উপত্যকায় এসে পড়া গেল। সৈন্যগুলি ত গর্দ্দভের ন্যায় শ্রবণমধুর মোলায়েম স্বরে উৎসাহ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে আস্‌ছেন। বাবা, যে মেয়ে—আগুনের খনি! সব বেটাকে পুড়ে মর্‌তে হবে আজ! দৈত্যসিংহের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ! যুদ্ধ হাঙ্গামা এত দিন ছিল না। দুর্গে বসে বসে বাবাজীরা কেবল আহার নিদ্রার চরমোন্নতি করেছেন। মন্দাকিনীর তীরেই দুর্গ, এক-একবার দলে দলে রাজপথে বহির্গত হওয়া—এই যা পরিশ্রম, তবে মধ্যে মধ্যে এক-একদিন মদিরা-দেবীকে জঠরস্থ করে টলটলায়মান হয়ে যখন দুই-এক মহাপুরুষ রাজপথে ভ্রমণ করেন, তখন যদি কেউ গরীব বেচারা সম্মুখে পড়ে, তা হলে তাকে পদাঘাতে আপ্যায়িত করে নিজধামে

প্রেরণ করতে হয়—এইগুলো গুরুতর পরিশ্রম বটে! নইলে পরিশ্রমের মধ্যে দর্পণে নিজের শ্রীমুখখানি দর্শন করে নিজেই বিভোর হয়ে যাওয়া! বুদ্ধি নাই, তবু বিচার করা, পদে পদে দেবতার নিন্দা করে সুধাপানের তৃপ্তি অনুভব করা। বেটাদের যত বীরত্ব—দুর্গের ভিতর বসে বসে! যুদ্ধের সময় বীরত্ব ফোটে না!

ধূম্রলোচনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। কি, সেনাপতি মহাশয় যে? ফিরে যাই চল, ফিরে যাই চল; টাট্‌কা প্রাণটা কেন খোয়াতে এসেছ?

ধূম্র। একটা স্ত্রীলোকের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কর্‌ব। বিশেষতঃ যদি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে।

ত্রিদিব। তুমি নেহাৎ ধূম্রলোচন দেখ্‌ছি; তোমার চোখের ধোঁয়া এখনও কাটেনি—মেয়েটাকে চিন্‌তে পারনি।

ধূম্র। না হয় মহাতেজোময়ীই হবে। তাতে এ লৌহময় বক্ষ কম্পিত হয় না। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে আমি অজেয়। আমি প্রধান সেনাপতি রক্তবীজের কথাও গ্রাহ্য করি না।

ত্রিদিব। দুজনের ত কেউ কসুর নও, তিনি স্বর্গটাকে জ্বালালেন, আর তুমি বিশাল মর্ত্ত্যরাজ্যটাকে জ্বালালে! এতদিনের পর মহারাজ তোমাদের জন্য ওষুধ ঠিক করেছেন।

ধূম্র। আপনার উৎকট পরিহাস ভাল লাগে না। (স্বগত) এই যে ললনা এই দিকে আস্‌ছে। যদি এই অলোকসামান্যা রূপবতীকে পরাজিত করে নিয়ে গিয়ে মহারাজকে উপহার দিতে পারি, তা হলে বোধ হয়, মহারাজ আমাকে প্রধান সচিব-পদ প্রদান কর্‌বেন। আঃ, আনন্দ যেন আর ধর্‌ছে না।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। (স্বগত) স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত অনলে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্য ঐ সব লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ এসেছে। হায় ভ্রান্তজীব! বুঝেও বোঝ না? ধর্ম্ম অধর্ম্মের দুটী চিত্রই তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, ধর্ম্মে বিমল শান্তি, অধর্ম্মে অনন্ত দুর্গতি! সর্ব্বদাই দেখ্‌ছ, তবু চৈতন্য হচ্ছে না!

পূর্ণেন্দুকে লইয়া শান্তি, তুষ্টির প্রবেশ।

শান্তি। রাজকুমার, ঐ দেখ, সেই ভুবনভরা রূপ।

তুষ্টি। উনি অন্য কেহ নন, ত্রিজগতের মা।

পূর্ণেন্দু। (ভগবতীকে নির্দ্দেশ করিয়া) দৈত্যশক্তির আর দেবশক্তির ঘোর সংঘর্ষণে আজ মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মহাসাধনায় মহাশক্তি এই তেজোময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ কর্‌ছেন। সেনাপতি এমন মহাশক্তিকে জয় কর্‌বার জন্য দণ্ডায়মান, বাধা দিলে পিতৃআজ্ঞায় অসম্মান করা হয়। যাই—দেখি যদি এখনও পিতার মনোবৃত্তি-স্রোত ফিরাতে পারি। যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ পুত্রের কর্ত্তব্য করি। বিশ্বমাতার শান্তিময়ী মূর্ত্তিটি মানস-নেত্রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই। [প্রস্থান।

ধূম্র। (ভগবতীর প্রতি) সুন্দরি! অদূরে ঐ দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসমষ্টি দর্শন কর্‌ছ ত? মহারাজ শুম্ভ তোমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তুমি তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য বিনা আপত্তিতে এখনই আমার সঙ্গে চল; নইলে আমরা তোমাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাব।

ভগবতী। তবে তাই আমাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাও।

ত্রিদিব। (ধূম্রলোচনের প্রতি) ঐ হে! সুর উঠেছে।

ধূম্র। দেখ তুমি বালিকা, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।

ত্রিদিব। উহুঁ, বালিকা নয়, পুরোণো বুড়ী!

ধূম্র। দেখ বরাননে! তোমার মত কোমলতাময়ী সুন্দরীকে বল-পূর্ব্বক নিয়ে যেতে, কি অস্ত্রাঘাত করে যন্ত্রণা দিতে আমাদের মত বীরের বড় কষ্ট হয়; সেই জন্য তোমাকে এত অনুরোধ কর্‌ছি। তোমার রূপে এত কোমলতা, কথায় এত কঠোরতা কেন? বোধ হয়, তোমার দয়া-মমতা কিছুই নাই।

ভগবতী। যদি এ সংসারে দয়া-মমতা কারও থাকে, তবে আমারই আছে।

ত্রিদিব। তা ত দেখাই যাচ্ছে।

ধূম্র। সহজে যাবে কি না বল?

ভগবতী। আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হবে না।

ত্রিদিব। রণ ঝনাঝন্ বেধে যায় আর কি।

ধূম্র। রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য পাবে, চল।

ভগবতী। আমি ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই।

ধূম্র। লক্ষ লক্ষ দৈত্যরমণী তোমার পদসেবা কর্‌বে।

ভগবতী। ত্রিলোকবাসী আমার পদসেবা করে; আমি ও হেয় প্রলোভনে ভুল্‌ব না।

ত্রিদিব। রূপখানা ত আর কম নয়, আমারই ইচ্ছা হয়, সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসে বসে তোমার পা টিপি।

ধূম্র। স্বয়ং মহারাজকে পর্য্যন্ত তোমার পদসেবায় নিযুক্ত করাব।

ভগবতী। ও ত তুচ্ছ কথা, একজন রাজরাজেশ্বর যোগী সেজে রাত্তুদিন আমার পা দুটো বুকে করে থাকে!

ধূম্র। তোমার মত ত এমন মুখরা দেখি নাই!

ভগবতী। তোমার মত ত এমন মূর্খ দেখি নাই!

ধূম্র। আমার কথায় তোমার একটু ভয় হচ্ছে না?

ভগবতী। যার ভয়ে যম পালায়, সে তোমাকে ভয় করবে?

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। সেনাপতি মহাশয়! প্রত্যাবৃত্ত হোন—প্রত্যাবৃত্ত হোন!

ত্রিদিব। আঃ! জলযোগের আয়োজন হয়ে এসেছে, বাধা দাও কেন হে?

সুগ্রীব। (ধূম্রলোচনের প্রতি) এ রমণী সামান্যা নন।

ধূম্র। না হয় অসামান্যাই হল!

সুগ্রীব। শীঘ্র ফিরে আসুন!

ধূম্র। কেন?

সুগ্রীব। মৃত্যু অনিবার্য্য!

ধূম্র। রণে বিমুখ হয়ে অপমানে অনুতপ্ত হয়ে জীবন্মৃত হওয়া অপেক্ষা, মৃত্যু সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

ত্রিদিব। হাঁ, বেটা ছেলের কথাই ত ওই।

ধূম্র। দেখ ললনে! এখনও অনুনয় করছি, চল।

ভগবতী। পাপিষ্ঠ, তোর মুখে এক কথা পুনঃপুনঃ শুনতে চাই না।

ধূম্র। সাবধান হয়ে কথা কও, এবার আমি তোমাকে ক্ষমা করলেম।

ভগবতী। অবোধ, তুই আমাকে ক্ষমা করবি? আমি যে প্রতিদিন তোদের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে আসছি, তা জানিস্‌নে?

ধূম্র। বটে, তবে যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ভোগ কর্; ত্রিলোকেশ্বরের হৃদয়-সোহাগিনী হয়ে থাকতিস্—

সুগ্রীব। সেনাপতি! সেনাপতি! তীব্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না! মদমত্ততায় বিবেক বিসর্জ্জন দিও না! একটিবার দেখ্‌বার ত দেখ; না—আমার বৃথা চেষ্টা! যাই—দূরে যাই; এ তীব্র বাক্য আর শুন্‌তে পারি না।

[প্রস্থান ।

ধূম্র। (উচ্চৈঃস্বরে) সৈন্যগণ! এস, সকলে এস—দর্পিতা বামার দর্প চূর্ণ কর।

সশস্ত্র দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ।

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যরাজ শুম্ভের জয়।

ধূম্র। (ভগবতীর প্রতি) দেখ্‌ হতভাগিনি! আমাদের সৈন্যবল চেয়ে দেখ্‌। কিছুতেই পরিত্রাণ পাবি না। যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব কারও সাধ্য নাই তোকে রক্ষা করে। (সৈন্যগণের প্রতি) চল, সকলে পাপিষ্ঠার কেশ আকর্ষণ করে নিয়ে যাই।

দৈত্যগণকর্ত্তৃক ভগবতীর কেশাকর্ষণোদ্যম, সহসা শক্ত্যানন্দের প্রবেশ ও বাধাপ্রদান।

গান।

ভৈরব—ধামার।

শক্ত্যানন্দ। রে অবোধ! এখনও কি তোর চৈতন্য হল না!
এমন পূর্ণচন্দ্র-আলোকে তোর অন্ধকার গেল না!
কারে তুই ভেবেছিস্‌ সামান্যা-ললনা!
পরমা ঈশ্বরী ও যে প্রকৃতি পরমা!
মানস-নয়ন মেলে একবার দেখ্‌লি না!
জগতের মাকে একবার মা বলে ডাক্‌লি না!

পদতলে পড়ে কেন ক্ষমা চাহিলি না!
ক্ষমাময়ী মা ও যে অনন্ত করুণা!
পুত্র হয়ে মাকে কেন দিবি রে যন্ত্রণা!
মাকে বলে ঘুচিয়ে নেনা যমের যন্ত্রণা!

ধূম্র। যা—যা ভণ্ড সন্ন্যাসী! দূর হয়ে যা।

শক্ত্যা। কর্ম্মস্রোত কে পারে রোধিতে।
যাও—যাও—যাও সবে ধ্বংসের কবলে।

[প্রস্থান।

ধূম্র। বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
অস্ত্র শস্ত্র করহ বর্ষণ রমণীর প্রতি।

(নেপথ্যে "জয় বিশ্বমাতার জয়, জয় বিশ্বমাতার জয়")

জয়ঢাক করতাল সমরশঙ্খ শৃঙ্গাদি
বাদকগণের প্রবেশ।

ধূম্রলোচন ও অন্যান্য দৈত্যগণের সহিত ভগবতীর অসিযুদ্ধ।

ভগবতী। ওরে ওরে পশুগণ!
আজ নাহি কিছুতেই পরিত্রাণ!
যুদ্ধ-যজ্ঞে বলিদান করিব তোদের!

[ধূম্রলোচনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভগবতীর প্রস্থান।

চক্রহস্তে নারায়ণ বজ্রহস্তে ইন্দ্র অসিহস্তে কুমার
জয়ন্ত অগ্নি বায়ুপ্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ,
এবং দৈত্যসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ।

ত্রিদিব। এখানে ত এই, আবার ওদিকে কি মজা হচ্ছে, দেখা যাকৃগে।

[প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে জয়ন্তের মূর্চ্ছা)

কুমার। সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে, জয়ন্ত মূর্চ্ছিত!

নারা। তোমরা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাক, আমি শুশ্রূষা করছি। (জয়ন্তের মস্তকের নিকট উপবেশন)

এই সব ঘটনার মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ, সহসা
শক্ত্যানন্দের প্রবেশ, জয়ন্তের মুখে জলদান
ও তাহাকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যরাজ শুম্ভের জয়।

দেবগণ। জয় মা চণ্ডিকে! জয় মা চণ্ডিকে!

[সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ভাই দেবগণ! আমাদের উদ্যম অধ্যবসায়ের প্রত্যক্ষ ফল দেখ! বুক পেতে যে এতদিন দৈত্য-অত্যাচার সহ্য করেছি, নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেছি, দেখ তার কি সুন্দর পরিণতি! মরি! মরি! আজ এই সুরেন্দ্রের প্রাণে কি আনন্দ, তা প্রকাশ করবার শক্তি নাই! আহা! কি সুন্দর দৃশ্য রে! দেবকুলতিলক গঙ্গাধর, লক্ষ্মীহারা বিপিন-বিহারী, ত্রয়ীজ্ঞানময় রবি, যশোজ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় কার নাম করব—তেত্রিশ কোটি দেবতার অপূর্ব্ব সম্মিলন! আজ এই মহাশক্তির আদ্যলীলামাত্র। ভাই সব! এস—বিশ্বমাতা চণ্ডিকা রণরঙ্গিণীর বন্দনাধ্বনিতে ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করি। আমাদের স্বর্গ আমাদের হবে! আবার আমরা তেমনি করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করব! বীরজননীর সন্তান আমরা! আমরা ধর্ম্ম-বীরত্ব হারাব না! এই যে বহুদিন পরে আমরা আজ পরস্পর

একটি পবিত্র দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, এ বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করব না! একটি হৃদয়ে একটুমাত্র আঘাত লাগ্‌লেই, সেই আঘাত আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব-হৃদয়ে বাজ্‌বে। বল ভাই, বিশ্বমাতা চণ্ডিকার জয়! বিশ্বমাতা চণ্ডিকার জয়!!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে সমর-বাদ্য)

একাকী ধূম্রলোচনের প্রবেশ এবং তাহাকে ত্রিশূল-হস্তে বিতাড়িত করিতে করিতে ভগবতীর প্রবেশ।

ধূম্র। অনল! অনল! বিশ্বব্যাপী অনল! সর্ব্বগাত্র জ্বলে গেল! কি ভীষণ দৃশ্য! ক্রোধ-কষায়িত ভয়ঙ্কর নেত্রত্রয় নিমীলিত কর মা; তোমার ঐ জ্বলৎপর্ব্বত-সন্নিভা ভীমা মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পারিনে মা! সৈন্যগণ! যাও, যাও, সকলেই ফিরে যাও, দৈত্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত! এখন দেবগণের সুখময় পূর্ব্বগগন তরুণ-তপন-আলোকে আলোকিত! এ রমণী দেবগণের মহাসাধনার মহাশক্তি। শিরীষ-কুসুম মূর্ত্তিতে ভীষণা, পাষাণী। অমৃতময়ী মূর্ত্তিতে তীব্রবিষধরী মহা-সর্পী। যাও—দৈত্যসিংহ শুম্ভকে বলগে—যেন তিনি এ মহাশক্তিকে জয় কর্‌তে প্রয়াস না করেন। দেবগণের সুখের সুদিন এসেছে। আমাদের এখন দুঃখময়ী কালরাত্রি! ভাই! আমি চল্‌লেম, দেবগণকে কেউ অবজ্ঞা করো না। অবজ্ঞাত জাতি আজ গৌরবান্বিত! একের প্রাধান্য চিরদিন থাকে না।

ভগবতী। যা রে যা রে মহাপাপী ধ্বংসের কবলে।
শান্তির স্থাপন করি ধরাতলে!

ধূম্র। (কম্পিত গাত্রে) কি ভীষণ হুহুঙ্কার, মা! মা! যাই মা!

আমি মহাপাপী, পাতকীকে কোলে স্থান দে মা! অজ্ঞান-অন্ধকারে পরমজ্যোতির্ম্ময়ী তোকে দেখ্‌তে পাই নাই—চিন্‌তে পারি নাই! কুপুত্রের প্রতি মায়ের স্নেহ অধিক—সেই ভরসা এই মৃত্যুকালে মনে উদিত হচ্ছে, মা! কোলে স্থান দে মা! (পতন।)

ভগবতী। আয়, বাবা! আমার অনন্তে মিশে যা! আর তুমি আমার কুপুত্র নও, আমাকে একবার মা বলে ডাকলেই আমি সন্তুষ্টা। বিশ্ববাসী! আমার এ মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী নয়—দয়াময়ী। শস্যক্ষেত্রের কণ্টক-বিনাশ না কর্‌লে শস্য-উৎপত্তির বাধা ঘটে; সংসারে দুর্জ্জনের বিনাশ না করলে সুজনের পুনঃপুনঃ নির্যাতন হয়। এস, জীব! আমার কাছে এস, কি চাইবে চাও! আমার কাছে সব আছে। যা চাইবে তাই পাবে! যাই, এখন অবশিষ্ট দৈত্যসৈন্যগণকে বিনাশ করিগে।

শান্তির প্রবেশ।

শান্তি। মা সিংহবাহিনি! তোমার সিংহই প্রায় সমুদয় সৈন্য বিনাশ করে ফেল্‌লে।

ভগবতী। চল দেখি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ ও ধূম্রলোচনের
শবদেহ লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

সম্মার্জ্জনীহস্তে দৈত্যবালকগণের প্রবেশ
ও সভাগৃহমার্জ্জনা।

গান।

ইমন—কাওয়ালী।

আয় আয় আয় ভাই, ঝাঁট দিয়ে চলে যাই,
এখনি আসিবেন মহারাজ সভাতে।
নেচে নেচে যাব শেষে গলা ধরাধরি ক'রে নন্দনে বেড়াতে।
এ হেন হীন কাজ সাজে না, সাজে না,
স্বর্গবাসী কেউ আমাদের রাজার মত ভাবে না,
তাইতে কথায় কথায় তাদের যাই চোখ রাঙাতে।
সিংহাসনে রাজা হয়ে বসি' আয় সবাই,
(সিংহাসনে বসিয়া) আঃ আঃ !
বড় মজা, বড় মজা, এমন মজা আর নাই,
সুখের চরম হয়ে গেল, যাব এইবার খেলাতে।

[প্রস্থান।

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

মুণ্ড। দাদা, এই রমণী-আনয়ন ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়, মহা অনর্থ উৎপাদিত হবে ; এর মূল কারণ কেবল আমরা।

চণ্ড। কারণ আমরা নয়—সেই বিশ্বকারণই এর একমাত্র কারণ ;

আমরা কর্ত্তব্য পালন করেছি, সংসারের যা কিছু সুন্দর বস্তু দেখেছি, সমস্তই সযত্নে সংগ্রহ করে মহারাজের করতলগত করেছি। সেই স্ত্রী-রত্ন লাভের জন্য মহারাজকে প্রবৃত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু দৈববশে হিতে বিপরীত হয়েছে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য কখনও প্রভুর অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে না।

মুণ্ড। দাদা, জীবনে সর্ব্বদাই অশান্তি ভোগ কর্‌ছি, তাই কর্ত্তব্য-মাত্রকেই অশান্তিময় বোধ হয়!

দুর্জ্জনের সঙ্গবাসে, দুর্জ্জনের উপদেশে,
হৃদয়ের প্রীতিবৃত্তি গেছে দগ্ধ হয়ে!
নিষ্ঠুরের অভিনয় করিয়াছি কত,—
বিনা দোষে দিছি দণ্ড নিরীহ দুর্ব্বলে!
হয়ে আছি যেন ঘোর পাষাণাবতার!
ধিক্ ধিক্ শতবার! বীর ব'লে হায়!
পরিচয় দিতে চায় এই দৈত্যজাতি!
প্রজাদের মর্ম্মভেদী রোদন-উচ্ছ্বাস
নিরন্তর মিশিতেছে মহাশূন্য-কোলে;—
এ রোদন শ্রবণেতে আনন্দ যাদের,
বীরজাতি তারা হায়! ত্রিলোকের মাঝে!
দৈত্য হয়ে যে না হবে পরশ্রী-কাতর,
পাবে না সে সমাদর এ দৈত্যসমাজে।
শোণিত-শোষক হতে নারিবে যেজন,
সেজন পাবে না স্থান এ পাপ-আশ্রয়ে।
দৈত্য হয়ে যে করিবে ন্যায়-ধর্ম্ম-পূজা,
পদে পদে হবে তারা লাঞ্ছনা অশেষ।

এ হেন জীবন-ভার বহি কত আর!
কবে এই পাপদেহ হবে ছারখার!

চণ্ড। মুণ্ড! ওকি ভাই, সহসা ওদিকে গগনভেদী ক্রন্দনের মহ কোলাহল উঠ্‌ল কেন? নিশ্চয়ই সে রমণী মহাশক্তি—সৈন্যগণকে নিশ্চয়ই কাল-কবলে প্রেরণ করেছে। তাদের পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র সকলে বজ্রসম শোকাবহ সংবাদ শুনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্‌ছে!

শুম্ভ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

শুম্ভ। উঠুক রোদন-ধ্বনি বিদারি আকাশ!
কাঁদুক ত্রিলোকবাসী এ রোদন রবে!
বয়ে যাক্ প্রবাহিনী শোক-অশ্রুজলে!
ধরুক প্রকৃতি সতী বিষণ্ণ মূরতি!
এ দৃশ্য আমার চক্ষে অতীব সুন্দর!
জ্বেলেছি জ্বেলেছি ঘোর চিতার অনল—
জ্বলুক জ্বলুক চিতা দ্বিগুণ—দ্বিগুণ—
মহা-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হয়েছি দীক্ষিত—
দিতে হবে কোটি কোটি জীবন-আহুতি!
ষষ্টিসহস্রমাত্র হল সমাধান!
ওই যে ওই যে কাঁদে অভাগী বিধবা—
হারা হয়ে প্রিয়তম হৃদয়-রতনে!
ওই যে ওই যে কাঁদে অভাগা বালক—
'হা পিতা! হা পিতা!' বলে করুণ-উচ্ছ্বাসে!
ওই যে ওই যে কাঁদে দুখিনী জননী,
'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলে লুটায়ে ধরণী!

চণ্ড! এ দৃশ্য কি তব চক্ষে নয় প্রীতিকর?
বীর তুমি, তব হৃদে এত ভীরুভাব!
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কি ভীষণ ছবি,
ভাব দেখি একবার কল্পনা-নয়নে;—
রক্তস্রোত ছুটে যায় লহরে লহরে,
তপ্ত রক্ত করে পান শিবাগৃধ্রগণ!
এ দৃশ্যে কি ভীতিভাব সঞ্চরে পরাণে?
জানি, তুমি মহাবীর দৈত্যগণ-মাঝে;
তবে কেন ভীরুতায় করিছ আশ্রয়?
স্থির কর্ণে শোন ওই রোদনের রব,
অমৃতের ধারা বলি মানি লও মনে!
সুখের সুদিন আজ এসেছে সবার,
তাই উঠিয়াছে ওই মহা হাহাকার!
বীর তুমি—এত দুর্ব্বলতা!

চণ্ড। মহারাজ,
বিন্দুমাত্র এ হৃদয়ে নাহি দুর্ব্বলতা।
নিজ গুণ কিছুমাত্র নাহি থাকে যদি,
তব উপদেশে আমি শিক্ষিত রাজন্!
বেলাগর্ভে দাঁড়াইয়া সমুদ্র-তুফান,
নেহারি নয়ন ভরি মহাঝটিকায়;
বিকট কঠোর ঘোর বজ্রের নির্ঘোষে
উল্লসিত হয়ে উঠে সমগ্র হৃদয়!
শাণিত অসিতে নাশি শত্রুর জীবন,
শোণিত-প্রবাহ-রাশি ছুটাই সঘনে।

ভীরুতার জরাজীর্ণ বিশীর্ণ মূর্ত্তির,
কভু নাহি উপাসনা করি এ জীবনে।
কিন্তু মহারাজ, অনর্থক রক্তপাতে
কিবা ফলোদয়? এ যুদ্ধের পরিণাম
বুঝ দৈত্যমণি! একা যে নাশিতে পারে
প্রবল বাহিনী, সামান্যা রমণী তারে
নাহি লয় মনে।

সুগ্রীব। মহারাজ, সুনিশ্চয়
ইন্দ্রজাল জানে সেই ভয়ঙ্করী বামা;
বিদ্যুতের মত যেন খেলিছে সমরে,
হেলায় নাশিল দৃপ্ত দৈত্য-অনিকিনী!
স্বর্গজয় কালে তব দেখেছি বীরত্ব!
মদমত্ত করীসম বিষম বিক্রমে
সমরে অমরে তুমি করেছ বিমুখ!
কিন্তু এই ললনার সমর-ক্ষিপ্রতা
নেহারিলে, তব তেজ তুচ্ছ জ্ঞান হয়!
দৈত্যেন্দ্র!' বলিতে জিহ্বা হয় সঙ্কুচিত;
কিন্তু ন্যায় বাক্য বলা দূতের উচিত;
মনে হয়, দেব-দুঃখ করিবারে দূর,
মহাশক্তি আবির্ভূতা সমর-প্রাঙ্গণে!

রক্তবীজ ও নিশুম্ভের প্রবেশ।

রক্ত। হাঃ! হাঃ! মহাশক্তি! কিছু নয়, কিছু নয়; দেবতার আবার উদ্যম! দেবতার আবার শক্তি!

নিশুম্ভ। কিন্তু ষষ্টিসহস্র সৈন্য যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে

রক্ত । পার্ব্বত্য স্ত্রীজাতির সমর-দক্ষতা থাকা অসম্ভব নয় । কোন কোন হিংস্রজন্তুও শুন্‌লেম যুদ্ধস্থলে এসে সৈন্তদের উপর অত্যাচার করেছিল । এজন্যও সৈন্যগণের এ প্রকার মৃত্যু সম্ভবপর ; বিশেষতঃ তারা অত্যন্ত বিলাসী, অলস হয়ে উঠেছিল—রণদক্ষতা হারিয়েছিল ; এজন্যও তাদের মৃত্যু অসম্ভব নয় ।

নিশুম্ভ । তবে পুনর্ব্বার যুদ্ধের আযোজন করা হোক । ধিক্ মূর্খ দেবগণ ! এতদিনের পরে তোরা একটা পার্ব্বত্য-রমণীর সাহায্যে স্বর্গ উদ্ধারের চেষ্টা কর্‌ছিস্ ! বিফল উদ্যম ! বিফল প্রয়াস ! এখনই বিহিত বিধান হবে । (শুম্ভের প্রতি) স্থির থাক্‌লে হবে না, দাদা ! আমাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে চতুর্দ্দশ ভুবন কম্পিত ; যুদ্ধবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ কর্‌লে বিশ্ববাসীরা মনে কর্‌বে আমরা শক্তিহীন হয়েছি ! আজ উপযুক্ত সেনানায়ককে সেনাপতিত্বে বরণ করে যুদ্ধে প্রেরণ করা হোক ; যেন তার বীরত্বে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয় । উঃ ! সুরেন্দ্র-প্রমুখ দেবতারা গুপ্তভাবে মহাষড়্‌যন্ত্র কর্‌ছিল, আজ আমাদের পরাজয়ে বোধ হয়, হতভাগ্যেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কতক্ষণ ! দৈত্যসিংহের প্রভূত বলের কাছে তোদের শক্তি কতক্ষণ ? জলৌকার মুখসঞ্চালন, ক্ষার প্রদানেই নিরস্ত হয় ।

শুম্ভ । চণ্ড, মুণ্ড, তোমরা ত্রিলোকের অজেয় ; তোমরা আমার হিতকামনায় ঘোরতর সমরানল প্রজ্জলিত করগে । লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য দুর্গমধ্যে অবস্থান কর্‌ছে, বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত সৈন্য নির্ব্বাচন কর্‌বে । সেই রমণীর যেরূপ বলবীর্য্যের কথা শুন্‌লেম, তাতে তাকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা উচিত নয় । মনে হয়—সে যেন অসম্ভব সম্ভব কর্‌তে পারে । অতএব যোগস্থ হয়ে মহাসাধনার ন্যায় এই মহাসমরে নিয়োজিত থাক্‌বে ।

চণ্ড। মহারাজ, আপনার আদেশ অলঙ্ঘ্য ; কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করতে পারব না।

মুণ্ড। ত্রিলোকেশ্বর! আমারও প্রাণে দারুণ শঙ্কা আস্‌ছে!

সুগ্রীব। মহারাজ, আমারও মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধে অনর্থক সৈন্য-ক্ষয় হবে। কিছুতেই জয়লাভের আশা নাই।

কতিপয় সভাসদ্ ও সেনানীর প্রবেশ এবং দুই শ্রেণীতে অবস্থান।

এক শ্রেণীতে সুগ্রীব, চণ্ড, মুণ্ড ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ ;
অন্য শ্রেণীতে রক্তবীজ এবং সেনানীগণ।

নিশুম্ভ। বিজ্ঞ সভাসদ্‌গণ, সেনানীনিচয়,
কহ সবাকার আত্মগত ভাব।

রক্ত। শুনিয়াছ সকল ঘটনা?
দেবতার কুটিলতা করিয়া স্মরণ
যোগ্য সদুত্তর করহ প্রদান!

দ্বিতীয় সভ্যশ্রেণী। সর্ব্বাগ্রে আমরা রাজভ্রাতার অভিমত শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

নিশুম্ভ। দেবগণ অতিশয় কুটবুদ্ধি, অতিশয় পরিণামদর্শী ; এপর্য্যন্ত তারা তাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য পরস্পর যে সমস্ত আন্দোলন করে আস্‌ছে ; যদিও তার কোনটিতেও রাজদ্রোহিতা প্রকাশ পায় নাই, তথাপি আবশ্যক বোধে পুনঃপুনঃ তাদের নিগৃহীত করা হয়েছে। তাতেও তারা নিরস্ত হয় নাই—অলক্ষিতভাবে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে আস্‌ছে, এ অবস্থায় তাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়, তারা যেমন ঘৃণিত, তেমন ঘৃণিতভাবেই তাদের রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। তারা দুর্ব্বল বলে এ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষমা করা হয়েছে ; এই জন্য তারা

প্রশ্রয় পেয়ে আকাশকুসুমের ন্যায় একটা অসম্ভব আশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। এক্ষণে প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করে তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য—একান্ত কর্ত্তব্য !!

রক্ত। দেবতাদের মধ্যে যে বিশেষ কোন একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, এ ভ্রান্ত ধারণা সকলে মন হতে অপনীত কর। যারা চিরদিন শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বিচরণ করে আসছে, তারা যে নূতন জীবন পাবে, একথা স্বপ্নেও ভেবো না, তাদের সহায়তাই বা করবে কে ? আমাদের প্রভূত শক্তির কথা স্মরণ করে, কোন্ শক্তি তাদের সহায়তা করতে সাহস করবে ? সুতরাং তাদের ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ নাই ; আমরা প্রচুর শক্তিসত্ত্বেও যদি দেবগণের বিদ্রূপপূর্ণ কোলাহল স্থির কর্ণে শ্রবণ করি, তা হলে আমাদের অধীন সমস্ত রাজশক্তি আমাদের ঘৃণা করবে ; সুতরাং তাদের দমন করা নিতান্ত প্রয়োজন ! নিতান্ত প্রয়োজন !!

দ্বিতীয় সভ্যশ্রেণী। আমরা রাজসহোদরের আর অমাত্যপ্রধান রক্তবীজের কথায় অনুমোদন করি।

প্রথম সভ্যশ্রেণী। আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না।

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু।　পিতা ! পিতা ! সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি—
করুণার প্রশান্ত সাগর তুমি—
কেন আজি হয়েছ কঠিন ?
সাধ করি কেন
সোনার সংসার কর ছারখার ?
ওই শোন পিতা ! গৃহে গৃহে হাহাকার !
পুরন্ধ্রী সবাই ভাসে অশ্রুনীরে !

শান্তি-নির্ঝরিণী জননী আমার—
ভাবি আমাদের ঘোর পরিণাম,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিশীর্ণা মূরতি !
আহা ! রাজরাণী যেন বননিবাসিনী !
বাবা, বাবা,
ধ্বংস-যজ্ঞে কেন ব্রতী হলে ?
ভীষণ অনলে,
কেন কোটি কোটি প্রাণ দিবে গো আহুতি ?
কত আদরের আমি পূর্ণেন্দু তোমার,
কত আদরের পুত্রবধূ শোভা ;
আমাদের করিতে বিনাশ—
কেন গো করেছ সাধ ?
বাবা ! সন্ধি কর সুরেন্দ্রের সনে !
দেবগণ পেয়েছেন নূতন জীবন,
নাহি প্রয়োজন বাদ তাঁহাদের সনে।
প্রত্যক্ষ যে দৃশ্য করেছি দর্শন,
তাহে মনে হয়
কিছুতেই আমাদের নাহি পরিত্রাণ !

শুম্ভ। পূর্ণেন্দু ! তোমার মুখে বিষাদের কালিমা কেন ? আমি ত বিষাদের কারণ কিছুই দেখ্‌ছি না।

পূর্ণেন্দু। (সুরে) ওগো বিন্দু বিন্দু জল, একত্র মিলিয়া, মহাসিন্ধু হইয়াছে !
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা, মিলি রাশি রাশি, প্রলয়ানল জ্বলিয়াছে !
কোটি কোটি কণ্ঠে তারা মা বলে ডেকেছে—
করুণাময়ীর প্রাণ তাহাতে কেঁদেছে !

নিশুম্ভ। হাঃ! হাঃ! কে একটা স্ত্রীলোক তাদের সহায়তা কর্‌বার জন্য এসেছে, তাকে পরাজয় কর্‌তে কতক্ষণ?

পূর্ণেন্দু। (সুরে) কারে পরাজয়, করিবে গো তুমি, তিনি যে অপরাজিতা!
একতার ফলে, আজি দেবদলে মহাশক্তি আবির্ভূতা।

নিশুম্ভ ও দ্বিতীয় সভ্যশ্রেণী। কে সে মহাশক্তি?

পূর্ণেন্দু। (সুরে) যাঁরে যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র ধেয়ানে না পান—
আমি তাঁরে কি জানিব?
আমি জানি শুধু সরল পরাণে মা মা বলে ডাকিব।

শুম্ভ। তুমি সেই রমণীটাকে পরমেশ্বরী বলে বিশ্বাস করেছ দেখ্‌ছি।

নিশুম্ভ। ও কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। পূর্ণেন্দুর সরল প্রাণ, ও যে কোন বস্তুতেই পরমেশ্বরীর বিকাশ দেখে। আজই সে হতভাগিনীকে শমনালয়ে প্রেরণ কর্‌ব।

পূর্ণেন্দু। (সুরে) শমন-আলয়ে কারে পাঠাইবে বল না?
শমন-শাসিনী মা, সে কথা কি জান না?

শুম্ভ। যদি তাই হয়, যদি তিনি পরমেশ্বরীই হন, তা হলে কি তিনি ক্ষমা কর্‌বেন, মনে কর?

পূর্ণেন্দু। (সুরে) তিনি মহারৌদ্রী ভীমা, প্রচণ্ড-প্রতিমা,
অথচ ক্ষমারূপিণী।
অট্টহাস্যপরা, অসিখড়্গধরা
আবার বরাভয়প্রদায়িনী।
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সবাই,
দিই চল, তাঁর রাঙাপায়!
ক্ষমাময়ী মা, বিরূপা হইলে,
নিতান্তই নিরুপায়।

শুম্ভ। তিনি শান্তিময়ী হয়ে যখন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, তখন সহজে তাঁকে সান্ত্বনা করা যাবে না। যে প্রস্তর হিমপাতে মহাশীতল, সেই প্রস্তর আবার সূর্য্যতাপে অসহ্য উত্তপ্ত। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় কিছুতেই সুফল লাভের আশা নাই। ক্ষমাপ্রার্থনার প্রয়োজনও বিবেচনা করি না। তিনি যখন বিশ্বমাতা হয়ে পুত্রের সঙ্গে ছলনা বিস্তার করেছেন, দেবগণই যখন তাঁর আপনার, আমরা যখন তাঁর পর—তখন তাঁকে আর কোন কথা বল্‌তে চাই না! তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

পূর্ণেন্দু। বাবা, জগন্মাতার উপর বৃথা অভিমান কর্‌বেন না। আমাদের সৌভাগ্য-গগনে কাল-মেঘ উদিত হয়েছে! আপনাকে কতদিন বলে আস্‌ছি, আপনি আমার কথায় উপেক্ষা কর্‌লেন।

শুম্ভ। তোমা অপেক্ষা আমার অনেক দূরদর্শিতা আছে। আমি কিছুই অন্যায় করি নাই। রাজা কখনও একাকী বিশাল রাজ্য শাসন কর্‌তে পারেন না, পদে পদে অমাত্যের সাহায্য আবশ্যক। তবে আমার কি দোষ হয়েছে? অমাত্যগণকে বিশ্বাস করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ণেন্দু। বাবা, আপনি জ্ঞানবান্, আপনার কথার প্রতিবাদ করি এমন শক্তি আমার নাই—উচিতও নয়; তবে আপনি পিতা, আপনার কাছে ভিন্ন হৃদয়োচ্ছ্বাস কার কাছে ব্যক্ত কর্‌ব?

শুম্ভ। কি বল্‌বে বল।

পূর্ণেন্দু। সুযোগ্য পাত্রকেই বিশ্বাস করা উচিত। যে নিষ্ঠুরকে আপনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন, সেই স্বার্থপর, লুব্ধ, পিশাচপ্রকৃতি পাপাশয় কোটি কোটি প্রজার বুকে শক্তিশেল আঘাত করেছে। যাকে আপনি সুজন মনে করে প্রাণের মত ভালবেসে-ছিলেন সে সুজন নয়—সে সুজন নয়! দুর্জ্জন! দুর্জ্জন!! দুর্জ্জন!!!

সরলজন নয়—ক্রূরজন—ক্রূরজন! সেই পাপিষ্ঠের পৈশাচিক উপদ্রবের ফলেই ত আজ স্বর্গ-মর্ত্ত্যবাসীর সম্মিলিত-সঙ্গীত-ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত করে তুলেছে। সেই নিষ্ঠুরের উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে শত শত বর্ব্বর দৈত্যকুলাঙ্গার নিরীহ দেবপ্রজাগণকে কঠোরভাবে নির্যাতন করেছে! পশুকেও কেউ এত যন্ত্রণা দেয় না! মর্ত্ত্যবাসী শত শত প্রজার বিনাদোষে প্রাণদণ্ড করা হয়েছে! দেবগণ চিরদিন তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা এই অবিচারের কিছু প্রতিবিধান কর্‌তে না পেরে, নিজেরাও নিদারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে, অশ্রুজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে দয়াময়ী দয়াময়ী বলে কেঁদেছেন; তাই আজ বিরাটরূপিণী মহাশক্তির আবির্ভাব! এখন দেবগণের ইচ্ছা পূর্ণ করা হোক। তা হলেই সেই মহাশক্তি শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বেন।

সুগ্রীব চণ্ড মুণ্ড। রাজকুমার পরমহিতকর বাক্য বলেছেন;—এ বাক্যে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

শুম্ভ। পূর্ব্বে তাদের প্রার্থনা ছিল, স্বর্গমর্ত্ত্যকে তারা এক ব'লে মনে কর্‌বে—সর্ব্বত্রই সমানভাবে যজ্ঞভাগ ভোজন কর্‌বে; কিন্তু এখন তাদের বাসনা অন্যরূপ, এখন তাদের মনে স্বর্গোদ্ধারের বাসনা বলবতী হয়েছে; স্বাধীনতালাভের প্রবৃত্তি জেগেছে! তারা আর মহাশক্তিকে শান্ত হতে দেবে না! সন্ধির চেষ্টা বৃথা। তবে যদি এখন ভয়ার্ত্তহৃদয়ে স্বর্গমর্ত্ত্যের আধিপত্য ছেড়ে ভীরুর মত পাতালে প্রস্থান কর্‌তে পারা যায়, তা হলে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়! সুরগণ সুরেন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়ে আনন্দ-লাভ করে।

পূর্ণেন্দু। বাবা, যদি দেবশক্তি-দলন একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন।

শুম্ভ। কি, শীঘ্র বল।

পূর্ণেন্দু। বাবা, প্রকৃতিরঞ্জনের জন্যই ত রাজা ?

শুম্ভ। এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে ?

পূর্ণেন্দু। শত শত মর্ত্ত্যবাসী প্রজা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পথে পথে 'হা অন্ন! হা অন্ন!' বলে ভ্রমণ কর্‌ছে, আগে তাদের দুঃখ দূর করুন।

শুম্ভ। সে কথা তোমায় জাগরিত করে দিতে হবে না; আমি তাদের দুঃখপ্রশমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌ছি—তুমি জান না।

পূর্ণেন্দু। তবে তাদের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হচ্ছে কেন, বাবা?

শুম্ভ। যে কোন কারণেই হোক্‌, দৈত্যকর্ত্তৃক সূর্য্য চন্দ্রের কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই; সেই জন্য ধান্যাদি ওষধি ফল প্রচুর-পরিমাণে জন্মে নাই, এ অবস্থায় সকলের অভাব এককালে দূরীকৃত হওয়া অসম্ভব।

নিশুম্ভ। কারও কিছু অভাব নাই, আমি স্বর্গমর্ত্ত্য বিশেষরূপে পরিদর্শন করেছি,—অতি মনোহর স্থান! অতি তৃপ্তিকর স্থান! বিপুল সুখ-ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ! কিন্তু স্বর্গমর্ত্ত্যবাসীর মুখে কেবল 'নাই নাই' শব্দ। সর্ব্বদাই আবেদন করে—'আমরা নিতান্ত দরিদ্র!' ও কিছুই নয়,—কূটবুদ্ধি প্রজার ছলমাত্র। কোন এক বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বলেছিলেন,—ছাগ-পশু, আর প্রজা উভয়ই সমান! ছাগ-পশুকে স্কন্ধে করে নিয়ে গেলেও চীৎকার করবে! আবার বেত্রাঘাত কর্‌তে কর্‌তে নিয়ে গেলেও চীৎকার কর্‌বে! প্রজাকে যত সুখেই রাখা যাক্‌, তবু অভাবের কথা জানিয়ে কৃত্রিম রোদন কর্‌তে ছাড়্‌বে না! আবার সর্ব্বস্ব শোষণ করে নিয়ে দুঃখ যন্ত্রণা দিলেও সেই রোদন! ওদের প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত কর্‌তে গেলে রাজকার্য্য করা যায় না।

পূর্ণেন্দু। তারা অতি সরলপ্রাণ, কখনও আত্মগোপন কর্‌তে জানে না। একবার নিজ নিজ হৃদয় দিয়ে ভাবুন, যখন আমাদের স্বর্গ

র্ত্ত্ব্য অধিকৃত হয়েছিল, তখন রাজ্যের কি শ্রী ছিল ; আর এখন কি য়েছে! আপনি রাজ্যপরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তোষামোদজীবীরা, া সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, তাই আপনাকে দেখিয়েছে ; আঁপনি ধনরত্ন-রিপূর্ণ মহানগর দেখেছেন, কিন্তু অন্নাভাবে মৃত লক্ষ লক্ষ নর-ারীর রাশি রাশি অস্থি-কঙ্কালে পরিপূর্ণ মহাশ্মশান দেখেছেন কি ? কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-শোভিত সৌধঅট্টালিকাবাসী ধনবান্‌কে দেখেছেন, তার ধনরত্ন উপহার গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু গলিত-পত্রাবশেষ জীর্ণ কুটীরে ব'সে কোথায় কোন্ অনাথিনী দুঃখিনী ক্ষুধাতুর শিশুপুত্র কোলে করে রোদন করছে, সে দৃশ্য দেখেছেন কি ? তার অশ্রু উপহার গ্রহণ করেছেন কি ? যে কৃষিজীবিগণ এ পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে শস্য উৎপাদন করে আমাদের সমস্ত দৈত্যজাতিকে পরিপুষ্ট করে আসছে, আজ আমাদের দোষে—আমাদের দৈত্যকর্ত্তৃক অসময়ে বারিবর্ষণের দোষে—অন্নাভাবে তাদের গৃহে গৃহে হাহাকার উঠেছে ; তাদের ক্ষীণকণ্ঠের কাতরধ্বনির কথা মনে না করে—দীননয়নের অশ্রুজলের কথা মনে না করে—এ সময়ে যদি দেবশক্তি-বিরোধে লিপ্ত হওয়া যায়, তবে তা অপেক্ষা অধর্ম্মের কাজ আর আমাদের কিছুই নাই!

শুম্ভ। তুমি এক কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে আমার কার্য্যে বাধা দিও না। এখনি আমার সম্মুখ হতে চলে যাও।

পূর্ণেন্দু। প্রজার দুর্গতি যে আমি দেখতে পারি না, বাবা!

শুম্ভ। যখন উপায় নাই, তখন তার জন্য কেন আমাকে বৃথা বিরক্ত করছ ?

পূর্ণেন্দু। তবে রাজ্য ছেড়ে দিন। কেন আপনার পবিত্র নাম কলঙ্কিত করবেন বাবা ?

শুম্ভ। রাজ্য ছেড়ে দেব, অর্থাৎ নিদারুণ অপমানে জীবনে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ব। যা, যা কাপুরুষ সন্তান! দূর হয়ে যা! আমি পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি—রাজ্যের শান্তিবিধানের জন্যই এই আয়োজন করেছি। তবু বাচালতা প্রকাশ কর্‌বি?

পূর্ণেন্দু। বাবা, ক্ষমা করুন।

শুম্ভ। তুই আমার সম্মুখে থাক্‌লে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না যা, যা, এখনি যা!

পূর্ণেন্দু। বাবা, পায়ে ধরি, আমার কথা শুনুন। (পদধারণ)

শুম্ভ। পা ছেড়ে দে! পা ছেড়ে দে! (সহসা পা টানিয়া লইতে পূর্ণেন্দুর বক্ষে আঘাত লাগিল)

পূর্ণেন্দু। আমার বুকে পদাঘাত কর্‌লেন? হায়! দয়াময় পিতা, আপনি কেন এমন হলেন? (উদ্দেশে) জগদীশ! তুমি কেন আমার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা স্থান দিয়েছিলে! কেন আমি দৈত্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেম! যাই, জননীকে একথা জানাইগে, যদি কিছু উপায় হয়; যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ নিরীহ প্রজার দুঃখ উপশমের চেষ্টা করিগে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় সভ্যশ্রেণী। দেবশক্তিদলন স্থির—স্থির—সম্পূর্ণ স্থির!

সুগ্রীব। (স্বগত) যখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ অনিবার্য্য, তখন আর বৃথা প্রতিবাদ!

শুম্ভ। সুগ্রীব, এখন সতর্কে তোমার কর্ত্তব্য করগে।

সুগ্রীব। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! [প্রস্থান।

নিশুম্ভ। (রক্তবীজের প্রতি) রক্তবীজ, চল বিলাসভবনে যাওয়া যাক্। এ স্থানটা অতি অতৃপ্তিকর।

[রক্তবীজ ও নিশুম্ভের প্রস্থান।

শুম্ভ। যাও চণ্ড মুণ্ড! দেবগণের মহাশক্তিকে দলন কর্‌বার জন্য সসৈন্য যাত্রা কর।

চণ্ড মুণ্ড। মহারাজ, আমরা শেষবার বল্‌ছি, এ বিরোধে লিপ্ত হয়ে কাজ নাই।

শুম্ভ। তোমরা যোদ্ধৃনামের অযোগ্য! তাই পুনঃ পুনঃ অসম্মতি প্রকাশ কর্‌ছ! আমি তোমাদের চিরদিন বীর বলে জান্‌তেম! তা নয়, তোমরা কেবল বাক্‌পটু! তোমরা যদি সেই বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ কর্‌তে না পার্‌বে, তবে তোমরা মহাবল শুম্ভের সেনানী বলে পরিচয় দাও কেন? এই বীর-পরিচ্ছদের অপমান করো না! হয় যুদ্ধযাত্রা কর, না হয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে, কালামুখ নিয়ে নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান কর।

মুণ্ড। ত্রিলোকনাথ, আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য; এই যে কার্য্য মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা না করি, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে সঙ্কুচিত হই; কিন্তু যখন রাজাজ্ঞা, তখন প্রাণপণে কর্ত্তব্যপালন কর্‌ব! আপনার অন্নে এতদিন পরিপুষ্ট হয়েছি, কোটি কোটি কেশরী পরাজিত হয়ে যায়—এমন ভীমপরাক্রম লাভ করেছি, আজ সে পরাক্রমের পরিচয় প্রদান কর্‌ব! সুর নর যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলকেই স্তম্ভিত হতে হবে! মহাবীরত্বের কালানল প্রজ্বলিত কর্‌ব! পরমোৎসাহের ভীম-বাত্যাতেজে সে অনল আরও তেজোময় ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ কর্‌বে! হৃদয়ের স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, তিতিক্ষা, শান্তি, আমার যা কিছু আছে, সমুদয়গুলিকে এক একটি তীক্ষ্ণ শররূপে পরিণত করে সেই পাষাণী কন্যার পাষাণময় বক্ষে অব্যর্থ সন্ধানে বর্ষণ কর্‌ব! সেই স্থিরা লাবণ্যময়ী প্রতিমাকে আজ বিদ্যুতের ন্যায় চপলতাময়ী হতে হবে! রণস্থলে তাঁর যে মূর্ত্তির কখনও আবির্ভাব হয়নি,

আমাদের জন্য আজ তাও হবে! প্রভাতের তরুণতপনসন্নিভা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আজ অমা-অন্ধকারময়ী 'হবে! সেই অন্ধকারময়ীকে পাগলিনীর মত—পিশাচিনীর মত নৃত্য করাব! এতদূর উৎপীড়িত কর্‌ব মহারাজ যে, সেই রণরঙ্গিণী উন্মত্তা ললনা আমাদের তুষ্টি সাধন কর্‌বার জন্য সেই উন্মত্ত অবস্থাতেই বরাভয় দিতে চাইবে! তাতেও ক্ষান্ত হব না—পরাজয় করে তাকে বন্দিনী কর্‌তে না পার্‌লে ক্ষান্ত হব না। যদি আমাদের অদৃষ্টদেব নিতান্তই বাম হয়ে থাকেন, তখন আর কি কর্‌ব মহারাজ! সেই ভীমার সুতীক্ষ্ণ খড়্গকে এই মস্তকটি উপহার দেব! আপনার জন্য —আপনার মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত তাকে পান করাব মহারাজ! এ অপেক্ষা আমার আর কিছু সাধ্য নাই!

চণ্ড। মহারাজ! আমারও সুদৃঢ় এ পণ
এ জীবন তব কর্ম্মে করিব অর্পণ।
কর্ত্তব্যের ত্রুটি না করিব!
জয় কিংবা পরাজয় কিছু নাহি জানি,—
ইচ্ছাময় বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে!
(স্বগত) মাগো প্রসন্নতাময়ি!
নির্ভয় করিতে দেবদলে,
পাপি-উৎসাদন করিবার তরে,
হইয়াছ আজি মহাভয়ঙ্করী!
ক্ষুদ্র পরমাণু আমি,
চলিয়াছি তোমা সনে করিতে সংগ্রাম!
পতঙ্গ হইয়া
ঝাঁপ দিতে চলিয়াছি ভীষণ অনলে!
অথবা আমার এই অসম সাহসে,

সুনিশ্চয় তুষ্ট তুমি হইবে শঙ্করি!
বীরধর্ম্মে দিই নাই বিসর্জ্জন!
কৃতঘ্নতা করিনি আশ্রয়!
কথনো আমারে তুমি করিবে না ঘৃণা!
রে হৃদয়! এত দিন পাপ-সহবাসে,
কতই নিষ্ঠুর কার্য্য করেছ সাধন,
নীরবে সয়েছ কত দুঃখ অনুতাপ!
নির্জ্জনে করেছ নিত্য অশ্রু-বিসর্জ্জন!
সকল দুঃখের আজ হবে অবসান!
অনুতপ্ত এ জীবন হবে না বহিতে,
চতুর্ব্বর্গবিধায়িনী দুরিতদলনী
শঙ্করীর শ্রীচরণে হয়ে যাব লীন!
থাক্ রে সংসার! থাক্ আত্মপরিজন!
আর নাহি চাহি সংসর্গ তোদের!
চিরদিন তরে—যে মোর আপন—
কর্ম্মসূত্র-আকর্ষণে, যাব তার কাছে!
বিষয়-বাসনা! যাও যাও চলে,
নিরন্তর দাবানলে করেছ দাহন!
শান্তিলেশ দাও নাই একদিন তরে!
মহারাজ! মহারাজ! হইনু বিদায়!
(মুণ্ডের প্রতি) চল ভাই! চল ভাই!
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন!

সেনানীগণ। জয় মহারাজ শুম্ভের জয়!

[সেনানীগণ-পরিবৃত চণ্ড মুণ্ডের প্রস্থান।

শুম্ভ। যাও, যাও—অদৃষ্টের পারাবারে ভাসিতে ভাসিতে
মিশে যাও অনন্তের সুনীল সাগরে;
দাও দাও নিত্য তৃপ্তি লভিতে আমায়।

পাপের প্রবেশ।

পাপ। আমি বড় সুখে আছি, বড় সুখে আছি! দৈত্যদের পূজায় পরম সন্তুষ্ট হয়েছি!

শুম্ভ। কে তুই?

পাপ। আমি পাপ—পাপ! তোমার রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা! নির্জ্জন পেয়েছি, তাই তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে হৃদয়ের কথা কচ্ছি! ঐ আবার পুণ্যবতী মহারাণী আস্‌ছেন আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, যাই!

[প্রস্থান।

শুম্ভ। দিন পেয়েছ, আনন্দের প্রেত-নৃত্যে নৃত্য করে নাও! আর অধিক দিন নয়—অধিক দিন নয়! দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে!

হেমপ্রভার প্রবেশ।

হেমপ্রভা। মহারাজ! পদাশ্রিতা আমি সেবিকা তোমার,
কি দোষ করেছি দেব, ও পদরাজীবে?
হৃদয়ের অকপট ভক্তি ভালবাসা,
উৎসর্গ করেছি প্রভু, সকলি তোমাতে!
তাহাতে সন্তুষ্ট কিন্তু না হইয়া তুমি—
মজিতে যাইলে পরনারী-প্রেমে!
শঙ্করীর ছল বুঝিতে নারিলে?
ঘটাইলে সাধ করি সর্ব্বনাশ!

কেন দেব ! নীরব কি হেতু ?
কি চিন্তা করিছ বসিয়া নিভৃতে ?

শুম্ভ । অন্য চিন্তা নয়—অন্য চিন্তা নয় হেমপ্রভা ! কেমন করে মৃত্যুর কোলে শয়ন কর্‌ব, সেই চিন্তা কর্‌ছি।

হেম । কেন প্রিয়তম ! তোমার আনন্দময় হৃদয়ে এমন মহা-দুঃখের হতাশ উচ্ছ্বাস কেন ? মৃত্যুবাসনা কেন তোমার ?

শুম্ভ । প্রিয়ে ! কলঙ্কিত মুখ আর জনসমাজে দেখাব না ! পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময়ি ! চারুশীলে ! হৃদয়েশ্বরি ! হৃদয়ের কথা শোন ; একথা কাকেও বলি নাই ! বিপদে সহায় তুমি ! সুখ-দুঃখে চিরসঙ্গিনী তুমি ! পুণ্য-ব্রতে সহকারিণী তুমি ! তোমার কাছে কোন কথা অব্যক্ত রাখ্‌ব না । আমার বাল্যকাল হতে উগ্রম যত্ন—বিশ্বসংসারে একটি অমরকীর্ত্তি রেখে যাব । সেই জন্য কঠোর অধ্যবসায় অবলম্বন করে উৎকট যোগসাধনা করেছিলেম ! যা আমার চিন্তার অতীত, স্বপ্নেরও অতীত, তাও এই ক্ষুদ্র জীবনে লাভ করেছিলেম ! আমি ঐশ্বর্য্য-ভোগের জন্য এই ইন্দ্রত্ব কামনা করি নাই ! আমার মনে অনেক উচ্চ আশা ছিল—প্রকৃতিরঞ্জন রাজার প্রধান কার্য্য ; স্বয়ং পুরন্দর যা পারেন নাই, ত্রিজগতে কোন রাজা যা পারেন নাই, আমি তাই করব মনে ভেবে-ছিলেম ! ভেবেছিলেম, প্রজাপুঞ্জকে চিরসুখী কর্‌ব—তাদের আনন্দময় হৃদয়ের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ আমি মস্তকে ধারণ কর্‌ব ;—আমার ইন্দ্রত্ব চিরস্থায়ী হবে ! গুরুদেব শুক্রাচার্য্য উপদেশ করেছিলেন ;—

"ন্যায়-তোলমানদণ্ড ধরিবে সুদৃঢ় করে ;
যে দিন কাঁপিবে দণ্ড, সেই দিন থরে থরে
নিশ্চয় জানিবে শিষ্য, তোমার এ সিংহাসন—
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিয়া উঠিবে ঘন।"

সে উপদেশ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু কাল-দোষে হিতে বিপরীত হয়েছে! বিশ্ববাসী জান্‌ত যে, দৈত্যরাজ শুম্ভের মত এমন সূক্ষ্মনীতি আর কারও নাই। কিন্তু এত দিনের পর আমার ধর্ম্মের আসন টলেছে! ন্যায়-তৌলমানদণ্ড কেঁপেছে! আমার সুপবিত্র নিষ্কলঙ্ক যশোজ্যোতিতে কলঙ্কের কালিমা পড়েছে! আর এ কীর্ত্তিহীন জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই! যে জীবনে জগতের কোন উপকার সাধিত হবে না, সে জীবনে ফল কি? তাই কোমল হৃদয়কে বজ্রের ন্যায় কঠোর করেছি! যিনি পরমেশ্বরী, বিশ্বপ্রসবিনী, করুণাময়ী, তাঁর হৃদয়কে উৎপীড়িত করেছি! বিরাটসমরযজ্ঞের বিপুল আয়োজন করেছি!

হেম। মহারাজ, এ মহাসমরের পরিণাম কি?

শুম্ভ। পরিণাম? পরিণাম? মহাধ্বংস—মহাধ্বংস—মহাধ্বংস! ভবিষ্যতের চিত্রপটে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখ! অধর্ম্মের জয় কখনই নাই! সব যাবে হেমপ্রভা! যে আগুন জ্বেলেছি, তাতে সকলকেই পুড়ে ছারখার হতে হবে!

হেম। এ সমরানল নির্ব্বাণ করুন, মহারাজ!

শুম্ভ। মহিষি! এ অনল নির্ব্বাণ কর্‌ব না—আরও ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত কর্‌ব! সর্ব্বদাই প্রাণে শঙ্কা হচ্ছে, পাছে সেই তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য এসে উপস্থিত হন! তাঁর কাছে আমি যার-পর-নাই অপরাধী; গুরুদেবের পুণ্যময়ী আশা নিষ্ফল করেছি! দুর্জ্জন মন্ত্রী নিয়ে আমি আর রাজ্যপালন কর্‌ব না!

হেম। আরাধ্য দেব! আমার ভক্তি ভালবাসায় কি আপনি সন্তুষ্ট নন?

শুম্ভ। শুদ্ধশীলে! তোমার ভক্তি প্রেম বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল! তোমার প্রতি আমি চিরসন্তুষ্ট!

হেম। তবে মহারাজ! যখন আপনি সেই ছলনাময়ী পার্ব্বতীকে চিন্‌তে পারেন নাই, তখন অন্য নারী ভেবে তাঁর প্রণয়পিা হয়েছিলেন কেন?

শুম্ভ। প্রাণাধিকে, যখন শুন্‌লেম—দৈত্যগণ ঘোর অত্যাচারী হয়ে উঠেছে—স্বর্গভূমির বন্দনার জন্য দেবগণকে বর্ব্বরবিধানে শাস্তি প্রদান কর্‌ছে—দেবগণ যখন বুক পেতে অত্যাচার সহ্য কর্‌ছে, তখন মনে ভাব্‌লেম, এখনও দয়াময়ী তাদের দয়া কর্‌ছেন না কেন! এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌ছেন না কেন! তার পরেই চণ্ড মুণ্ডের মুখে হিমাচলবাসিনী এক জ্যোতির্ম্ময়ীর অতুল রূপরাশির কথা শুন্‌লেম। আর কি তাঁকে পার্ব্বতী বলে জান্‌তে সন্দেহ থাকে? অমনই দৈত্যকুল-ধ্বংসের সূচনা কর্‌লেম! রাজদূত সুগ্রীবকে হিমাচলে প্রেরণ কর্‌লেম।

হেম। কিন্তু সে সময় আপনার মনে প্রাকৃতজনসুলভ চপলতা হয়েছিল কেন?

শুম্ভ। সুগ্রীবের দ্বারা তাঁকে যে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেম তাতে একটিও কুৎসিত ভাষা ছিল না; অথচ সেই ভাষাতেই আমাদের সর্ব্ব-নাশের বীজ রোপিত হয়েছে।

হেম। আপনি দুষ্ট দৈত্যগণকে স্বয়ং শাসন কর্‌লেন না কেন?

শুম্ভ। সরলে! বিষ কি কখনও সুধা হয়? হিংস্র জাতি কি হিংসা-বৃত্তি ত্যাগ করে? হিংস্রকের হিংসাতেই যে তৃপ্তি; সেই জন্যই দৈত্যকুল নির্ম্মূল করাই আমার বাঞ্ছনীয়। নতুবা ত্রিলোকে শান্তিসংস্থাপন হবে না।

হেম। ত্রিদশনাথ! আপনি আমার বুকে নিদারুণ বেদনা দিয়ে-ছেন। আপনি আমার প্রাণের প্রাণ পূর্ণেন্দুর বুকে পদাঘাত করেছেন কেন?

শুম্ভ। তুমি ত আমাকে বলেছ পুণ্যময়ি, যে—পূর্ণেন্দু আমার পুণ্য-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে! পুণ্যফলের উপর উৎপীড়ন না করলে পাপের প্রশ্রয় হয় কই! দৈত্যকুলধ্বংস হয় কই! আমার পতন হয় কই! জীবিতেশ্বরি, আর জীবন-ধারণে বাসনা নাই! রাজ্যভোগের স্পৃহা নাই! বিকারের ধ্বংস হোক্, স্বভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক্, দেবরাজত্বে প্রজাগণ পরমসুখে কালাতিপাত করুক!

হেম। মহারাজ, আপনি মহাযোগী হয়ে বিলাসিতা আশ্রয় করে-ছেন কেন?

শুম্ভ। রাজধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র দেখান আমার ভাগ্যে ঘট্‌ল না! তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা কাজ করে যাচ্ছি;—দেখে অনেক রাজা, মহা-রাজের চৈতন্যোদয় হবে! বিশ্ববাসীও দেখ্‌বে—যে রাজা দুর্জ্জন মন্ত্রীর উপর কার্য্যভার অর্পণ ক'রে, স্বচ্ছন্দে বিলাসনন্দনে ব'সে অসার আনন্দ সুখে আত্মহারা হয়ে থাকে, তার পরিণাম নিশ্চয়ই আমার মত—আমার মত—আমার মত!

হেম। মহারাজ!
সাধুজনোচিত উদ্দেশ্য তোমার,
তব কর্ম্মে বাধা দিতে নাহি অভিলাষ!
প্রাণের পূর্ণেন্দু ছেড়ে যাবে?
তোমা হেন স্বামিনিধি হারাইতে হবে?
হোক্ পুণ্যময় দেব!
তোমা সনে চিতানলে তেয়াগিব তনু!
তবু মরণের পূর্ব্বে
দেবতার হাস্যমুখ দেখে যাব আমি!
চল হৃদয়েশ, যতক্ষণ রয়েছি জীবিতা

তোমার চরণ দুটী করিব অর্চ্চনা,
সারা জীবনের সাধ একদিনে মিটাইব !

শুম্ভ । চল শুচিস্মিতে !

[উভয়ের প্রস্থান ।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক ।

নন্দন-কানন ।

হৈমাসনে নিশুম্ভ ।

কাম, লোভ ও নর্ত্তকীবেশে নিদ্রা নিন্দা ঈর্ষ্যা প্রতারণার প্রবেশ ।

গান ।

সিন্ধুখাম্বাজ—খেম্‌টা ।

নর্ত্তকীগণ । ফুলে ফুলে অলিকুলে লুটে পরিমল !
কুঞ্জকানন হাসি হাসি ভাবভরে ঢল ঢল !
দেখ সখি, শাখি-শাখে, শিখিনীর সনে সুখে,
আছে শিখী মুখে মুখে—দেখে আঁখি সুশীতল !
তুল্‌ব ফুল সবাই মিলে, গাঁথ্‌ব মালা কুতূহলে,
পরাইব বঁধুর গলে—হবে শোভা সুবিমল ;—
পুলকে প্রাণ মাতোয়ারা আপনহারা অবিচল !

[প্রস্থান ।

নিশুম্ভ । মরি ! মরি ! মরি ! কি সঙ্গীত সুধা !
বিভোর করিয়া দেয় প্রাণ !

আহা! কিবা শান্তি! কিবা শান্তি!
রক্তবীজ যদি
রাজকার্য্যে অবসর না দিত আমায়—
এ সৌভাগ্য তবে হইত কি লাভ?
ওই আসে—ওই পুনঃ আসে!
জুড়ায় নয়ন! নেত্র বিমোহন
অনুপম রূপ রাশি করি দরশন!

নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ।

গান।

কাফি—ঠুংরি।

নর্ত্তকীগণ। যাও—যাও—ভেসে যাও প্রেমের পাথারে!
খাওনা সুধা, ঘুচ্‌বে ক্ষুধা, থাক্‌বে বিমর্ষ অন্তরে!
এস এস হৃদয় পরে, রাখ্‌ব তোমায় যতন করে,
কও কথা কও সুধাস্বরে সুধা-হাসি অধরে,—
পর পর প্রেম-হার পর পরম আদরে!
প্রাণসনে প্রাণ রাখি, আঁখি সনে প্রেম-আঁখি,
দিবানিশি ডুবে থাকি তব প্রেমসাগরে;—
ভালবাস, ভালবাসি—এই ত সুখ সংসারে!

নিশুম্ভ। ভাই কামদেব!
করিতে আমার মানসরঞ্জন,
এত আয়োজন কেন ভাই আজ?
যথার্থই বন্ধু তুমি মোর।
কহ কহ বিস্তারিয়া ইহাদের পরিচয়।

কাম। তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া,
দিয়াছেন শুভ দরশন ;
বিধিমতে আলাপন কর ইঁহাদের সনে।

নিশুম্ভ। করুণা বিতরি, ফুল্লমনে দিয়া পরিচয়,
জুড়াও আমার তৃষিত শ্রবণ !

কাম। আমার পরিচয় আপনি জানেন, সুতরাং জিহ্বাকে আর বৃথা কষ্ট দেব না।

লোভ। লোভ আমি, তোমাদের রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করাচ্ছি, আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না !

ঈর্ষ্যা। পরের উন্নতি অসহ্য কর্‌বার জন্য আমি ঈর্ষ্যা—তোমাদের হৃদয়-বিহারিণী হয়েছি !

প্রতারণা। নানা কৌশলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমি প্রতারণা—তোমাদের সোহাগিনী হয়েছি !

নিন্দা। পর নিন্দায় আনন্দ পাও ব'লে আমি নিন্দা—তোমাদের প্রেমে মজেছি !

নিদ্রা। রাজকার্য্য-আলোচনা কর্‌তে কষ্ট বোধ কর ব'লে আমি দিবানিদ্রা—তোমাদের অলস ক'রে রেখেছি ! তোমাদের এত ক'রে মন যোগাচ্ছি, তবু আমাদের চেনার মত চিন্‌তে তোমাদের ইচ্ছা হ'ল না ! তা যদি হ'ত, তা হলে তোমাদের এমন মূর্ত্তি থাকৃত না ; আমাদের সঙ্গে একপ্রকার অদ্ভুত আলাপ কর্‌তে !

নিশুম্ভ। তোমাদের মুখে এমন মধুর রসাশ্রিত সঙ্গীত কেন ?

নর্ত্তকীগণ। আমাদের যে মধুরভাবে ভালবাস প্রেমিকপুরুষ !

কাম। শুনুন রাজসহোদর, আপনারা নিতান্ত বিলাস-ব্যসনাসক্ত হয়ে পড়েছেন। মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, অবিরাম-স্ত্রীপ্রসঙ্গ,

নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ, মদ্যপান—এই দশবিধ কামজ ব্যসন; আর দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ—এই আট প্রকার ক্রোধজ ব্যসন; তা ছাড়া, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এরা আছে। দৈত্যজাতিমাত্রেই আমাদের ভালবাসে; এখন আমাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির প্রেমালাপে আপনি চরিতার্থ হচ্ছেন!

নিশুম্ভ। এস এস সবে—শ্রেণীবদ্ধ হয়ে
দুই পার্শ্বে দাঁড়াও আমার!
(নিশুম্ভের একদিকে কাম নিদ্রা নিন্দার,
অন্যদিকে লোভ ঈর্ষ্যা প্রতারণার বেষ্টন।)
কি সুন্দর মূরতি সবার!
আঁখিতে ধরে না এই সুমোহন রূপ;
তন্ময় হইয়া যাব তোমাদের রূপে।
পূর্ব্বে তোমাদের করি নাই পূজা,
এখন হয়েছে জ্ঞান,
হয়েছি উন্নত মোরা ত্রিলোকের মাঝে!
তোমাদের পূজা না ছাড়ির কভু!
আরও আয়োজন করির প্রচুর—
ষোড়শোপচারে পূজিব সবায়!

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। কে একটা ভূত আস্‌ছে। পালাই চল ভাই! পালাই চল! [কাম লোভ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

নিশুম্ভ। কে তুমি? কুঞ্চিতললাট, কূটদৃষ্টি, পাষাণময়গাত্র, দয়ালেশপরিশূন্য, ভীষণদর্শন! কে তুমি?

শক্ত্যা। আমি অদৃষ্ট-পুরুষ।

নিশুম্ভ। তোমার মলিনবেশ কেন ?

শক্ত্যা। তোমাদের সুখের দিন অবসান হয়েছে, তাই অদৃষ্ট আমি মলিন হয়েছি।

নিশুম্ভ। (ব্যঙ্গভাবে) সুখের দিন অবসান হয়েছে, তাই অদৃষ্ট আমি মলিন হয়েছি। অদৃষ্ট আবার কি ?

শক্ত্যা। ওরে অবোধ! অদৃষ্ট যদি কিছুই নয়, তবে এই স্বর্ণময় স্বর্গধামের সিংহাসন তোদের কে দিয়েছিল ?

নিশুম্ভ। আমাদের উগ্যম অধ্যবসায়ের বলে, অসাধারণ বাহুবলে এই স্বর্গের সিংহাসন লাভ হয়েছিল।

শক্ত্যা। তা নয়, তা নয় মূর্খ! তোমরা নিতান্ত দরিদ্র ছিলে, সৌভাগ্যলাভের জন্য একান্তমনে বিশ্বেশ্বরের সাধনা করেছিলে, তাই তাঁর প্রেরিত হয়ে দৈব বা অদৃষ্ট আমি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছিলেম; তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সোনার লক্ষ্মীকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, পরিণাম ভেবে মা ভবানী কত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু আমি তোমাদের সহায় ছিলেম, তোমরা অবাধে ত্রিলোকের একচ্ছত্র সম্রাট্ হলে। আবার আজ আমি সেই অদৃষ্ট বিরূপ হয়েছি, আর তোমাদের কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না।

নিশুম্ভ। তোমার কথা শুন্‌তে চাই না! বাহুবলে শত্রু ধ্বংস কর্‌ব! সাহঙ্কারে রাজ্য শাসন কর্‌ব!

শক্ত্যা। আমিও বল্‌ছি, ঐ বাহুবল, ঐ অহঙ্কার তোমাদের চূর্ণ হবে—সোনার সিংহাসন যাবে—যাবে—যাবে!

নিশুম্ভ। কর্কশভাষী! আমার সম্মুখ হতে দূর হও!

শক্ত্যা। তোমরা দূর না হলে যে আমি দূর হতে পার্‌ছি না। এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

নিশুম্ভ। আত্মশক্তি-বলে দৈব, তোমাকে নিহত কর্‌ব।

শক্ত্যা। সে শক্তিও আমি; কিন্তু সে শক্তি তোমাদের লোপ পেয়েছে ;—আর লাভ কর্‌তে পার্‌বে না।

নিশুম্ভ। কেন পার্‌ব না?

শক্ত্যা। নিরীহ দুর্ব্বলকে তোমরা পদদলিত করেছ, চোখের জলে ভাসিয়েছ।

নিশুম্ভ। আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় করেছি।

শক্ত্যা। আত্মগৌরব একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার ত অনেক চেষ্টা করেছ; কিন্তু তোমাদের সব বৃথা হয়েছে। দেখিয়ে দিচ্ছি—দেখ, পাছে তোমাদের রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করে, তাই তোমরা এ পর্য্যন্ত অহরহ চিন্তা ক'রে এসেছ, রাজ্যরক্ষার জন্য চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ রেখেছ, ওদিকে হিমালয় মহাপ্রাচীরস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে; চারিদিকেই দুর্গ, পরিখা। রত্নাকরের নিকট হতে রত্নসংগ্রহের ছলে সর্ব্বদাই সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ কর্‌ছ, পাছে কোন দেবশত্রু এসে তোমাদের আক্রমণ করে; কিন্তু শত চেষ্টাতেও তোমরা শত্রুর পথ রোধ কর্‌তে পার্‌লে না। চেয়ে দেখ, ওই মহাপ্রাচীর হিমাচলের মধ্য হ'তেই এক তেজোময়ী মহাশক্তীশ্বরীর আবির্ভাব হয়েছে; ক্রোধ-নেত্রে জ্বলদগ্নি ধক্‌ ধক্‌ কর্‌ছে।

নিশুম্ভ। তেমনি চণ্ড মুণ্ড মহাসুর দুজনও তার দর্প দলন কর্‌তে গিয়েছে।

শক্ত্যা। যেই যাক্‌, কারও অব্যাহতি নাই। অদৃষ্ট বিরূপ হ'লে হিতে বিপরীত হয়! যোদ্ধা বাহুবল হারায়! পণ্ডিত মূর্খ হয়ে যায়! নন্দনকানন শ্মশান হয়! দেবালয়ে পিশাচগণ নৃত্য করে! জয়ন্তের মত স্বর্গহিতৈষী সুসন্তান একমুষ্টি অন্নের জন্য পথে পথে কেঁদে বেড়ায়

শচীর মত বীরপ্রসবিনী জয়ন্তের মত বীর সন্তান থাকৃতে স্বর্গসুখে বঞ্চিতা হয়। আমি বিরূপ হলে সুরেন্দ্রের মত বিশ্বপূজ্য, অশ্বিনী-কুমারের মত মহামান্য চিকিৎসক দৈত্যের হস্তে লাঞ্ছিত হয়! আমি বিরূপ হলে মুখের গ্রাস দস্যুতে লুণ্ঠন করে! অভাগা পিপাসু সাগরে জলপান করতে গেলেও সাগর শুষ্ক হয়ে যায়! আমি বিরূপ হলে গৌরবোন্নত জাতি অতি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য জাতির পাদুকা মস্তকে বহন ক'রে কৃতার্থ বিবেচনা করে! মায়ের সন্তান হয়ে মাতৃপূজা করে না, —অন্যকেও সেই মহাপূজায় ব্রতী হতে নিষেধ করে! আবার আমি প্রসন্ন হলে এ সকলের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়,—দুর্ব্বল জাতির প্রাণে —পদদলিত জাতির প্রাণে—নবজীবন সঞ্চার হয়! বহুদিনের গভীর সুষুপ্তি ভেঙ্গে যায়! আমি প্রসন্ন হলে যে বালক একটা ক্ষুদ্র বানরকে দেখে ভীত হ'ত, সে আবার সিংহের গর্জ্জনেও ভয় করে না! আমি প্রসন্ন হলে পুণ্যোদ্যমে বিঘ্নকারী পাপাশয়গণের ক্রোধরক্তমুখ দগ্ধমুখ হয়ে যায়; আমি প্রসন্ন হলে—

শুষ্ক বৃক্ষ হয় ফুল্লকুসুমিত,
মরুভূমে বয় সুধা-প্রবাহিণী!

নিশুম্ভ। তোমার প্রসন্নতাও চাই না, অপ্রসন্নতাও চাই না; অথবা আমাদের প্রতি তোমার যত অপ্রসন্নতা প্রকাশের ইচ্ছা থাকে, ততটাই প্রকাশ কর। আমাদের কেশাগ্রও ধ্বংস করতে পারবে না। আমরা উদ্যমশীল জাতি, উদ্যমশীলের পতন কোথায়? তুমি ইতঃপূর্ব্বে বলেছ, বিশ্বেশ্বরের প্রেরিত হয়ে এসে তুমি আমাদের এ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেছিলে; যদি তাই হয়, তবে সে আমাদের কর্ম্মের পুরস্কার! উদ্যমের পুরস্কার! কই একজন অলস দীর্ঘসূত্রী ত এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে না!

শক্ত্যা। সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম না করে কে কোথায় কর্ম্মের ফল পেয়েছে? তখন সৎকর্ম্ম করেছিলে, আমি অনুকূল হয়েছিলেম; এখন অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত হয়েছ, আমিও প্রতিকূল হয়েছি।

নিশুম্ভ। দেখ, তুমি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে অসভ্যবেশে আমার সম্মুখে এসো না। তোমার কোন সুন্দর মূর্ত্তি থাকে ত দেখাও।

শক্ত্যা। দেবগণের প্রতি আমি যে মূর্ত্তিতে সদয় হয়েছি, সেই মূর্ত্তি এই দেখ। কৃতকর্ম্মের ত্রুটি আলোচনা করে আত্মগ্লানি ভোগ কর।

[দেবমূর্ত্তি ধারণ ও প্রস্থান।

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্ত। দু-একজন দেবতা যজ্ঞভাগে পুনরধিকার-প্রাপ্তির চেষ্টা কর্‌ছে।

নিশুম্ভ। চল চল সবলে গ্রহণ কর্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

ঋষিকুমারগণের প্রবেশ ও হোমকুণ্ড প্রজ্বালন

সহসা জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ।

গান।

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান।

ভিক্ষুক। শিধি হে তোমার কেমন লীলা, কিছুই বুঝিতে নারি !
কেহ রাজসুখে সুখী, অতুল বিভবে,
আবার কেহ বা দীন ভিখারী !
সবাই সংসারে তোমার সন্তান,
দীনের প্রতি কেন কঠোর বিধান,
কারও সদানন্দ হাসি, কারও মুখে তমসী,
নয়নে রোদন-বারি !
সৃজন করেছ কর হে পালন,
অন্ন বিনা কেন বধ হে জীবন,
দীনের প্রতি চাও, কেন আর কাঁদাও,
দুঃখ নাশ, দয়া বিতরি।

কুটীরে কে আছ ? কুটীরে কে আছ ? আমাকে দুটী খেতে দাও।

১ম ঋষিকুমার। কোথায় পাব ! আমিই আজ সাতদিন খেতে পাইনি ; অস্থিগত প্রাণ, তাই বেঁচে আছি।

ভিক্ষুক। না তুমি ছলনা কর্‌ছ! তোমরা ঋষিকুমার, দুঃখীর হৃদয়-বেদনায় নিশ্চিতই তোমাদের চিত্ত আর্দ্র হবে ভেবেছিলেম; তাই এসেছি। ভাই, বঞ্চিত করো না। খেতে দাও। তোমরা একটি যজ্ঞে ব্রতী হয়েছ দেখ্‌ছি, কিন্তু দুঃখীকে আহার দেওয়ার মত উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই।

'কে আছ প্রাণ বাঁচাও, কে আছ প্রাণ বাঁচাও' বলিতে বলিতে ভিক্ষুক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

২য় ভিক্ষুক। (১ম ভিক্ষুকের প্রতি) ভাই, তোমারও আমাদের মত দশা? আমি আজ তিন দিন কেবল জলপান করে আছি!

১ম ভিক্ষুক। আমার আজ দশ দিন অন্ন পেটে যায় নাই! প্রথমে তৃণ-বীজ, তার পর গাছের পাতা, শিকড়—এই সব খেয়ে প্রাণ ধারণ করে আছি!

মিষ্টান্ন পাত্রহস্তে পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। ক্ষুধিত! ক্ষুধিত!
কেঁদো না—কেঁদো না আর।
আনিয়াছি খাদ্য তোমাদের তরে,—
এই লও করহ ভোজন।

সকলে। কে তুমি?

পূর্ণেন্দু। আমি রাজকুমার।

১ম ভিক্ষুক। রাজকুমার! আমাদের এমন দুঃখের দিনে আপনার রাজ্যভ্রমণ কেন?

২য় ভিক্ষুক। আমরা কি উপহারে আপনার সম্মাননা কর্‌ব, আমাদের অশ্রু ভিন্ন যে আর কিছুই সম্বল নাই!

পূর্ণেন্দু। আমি অন্য কিছুর প্রার্থী নই, তোমাদের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী।

কাতর ভিক্ষুকগণ!
দৈত্যরাজ্য-অবসান-মুহূর্ত্ত উদয়।
দৈত্যগণ যাইতেছে ধ্বংসের কবলে!
আমারও জীবন-দীপ নিবে যাবে আজ!

১ম ও ২য় ভিক্ষুক। এ কেমন কথা।

পূর্ণেন্দু। নিশ্চয়! নিশ্চয়! পাপের ভারে পৃথিবী কাঁপ্‌ছেন, তাই ভূভারহারিণী মায়ের আবির্ভাব হয়েছে; যাদের উপর পৃথিবীরক্ষার ভার, তাদের কোন দিকে লক্ষ্য নাই! আমি শক্তি থাক্‌তেও অক্ষম! রাজভাণ্ডার হতে কিছু শস্য সংগ্রহ করে ঐ অদূরে রেখে এসেছি; তাতে তোমাদের দুঃখ দূর হবে না, তবে আপাততঃ ক্ষুধার জ্বালানিবৃত্তি হবে। সলিল সেকে কি দাবানল নির্ব্বাণ হয়? এস ভাই ক্ষুধাতুরগণ! শস্যগুলি নিয়ে যাবে এস।

গান।

গৌরী—সুরফাঁক্‌তাল।

ভিক্ষুকগণ। ধর ধর আশীর্ব্বাদ হে রাজকুমার!
দৈত্য-গৃহেতে তুমি দয়া-অবতার।
পবিত্র-ভক্তি-পুলকে, সুখী হও পরলোকে,
শোভিছে পুণ্য-আলোকে, হৃদয় তোমার।
পরমা প্রকৃতি যিনি, বিশ্ব-কল্যাণকারিণী,
লইবেন সাদরে তিনি, কোলেতে তাঁহার!

[রাজকুমারসহ ভিক্ষুকগণের প্রস্থান।

১ম ঋষিকুমার। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ স্বধর্ম্ম ভুল্‌ব না; যার যে প্রাপ্য বস্তু, তাকে তাই দিতে চেষ্টা কর্‌ব; কিন্তু বৃথা চেষ্টা! এখনই দৈত্যেরা কেড়ে খেয়ে যাবে।

পঞ্চম ঋষিকুমারের প্রবেশ।

৫ম ঋষিকুমার। ভাই, রাজকুমার আমাদের জন্যে খাবার দিয়ে গেছে। কুটীরে রেখে এসেছি।

১ম ঋষিকুমার। আগে আহুতি কার্য্য শেষ হয়ে যাক্, তার পর ঈশ্বরকে অর্পণ করে ভোজন কর্‌ব।

৫ম ঋষিকুমার। অধিক পরিমাণে ত হবিঃসঞ্চয় কর্‌তে পারা যায়নি, শুধু যজ্ঞেশ্বরকে আহুতি প্রদান করে, প্রাত্যহিক হোম শেষ করা যাক।

১ম ঋষিকুমার। তাই হোক্, ভাই! এস সকলে ভক্তিভরে দশ দিক্‌পালকে, বিষ্ণুকে আহুতি প্রদান করি।

৫ম ঋষিকুমার। তার পর মৃড়নামা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে হোম সম্পন্ন করা যাবে।

ঋষিকুমারগণের আসনে উপবেশন।

৫ম ঋষিকুমার। ইন্দ্রায় লোকপালায় স্বাহা। অগ্নয়ে লোকপালায় স্বাহা। যমায় লোকপালায় স্বাহা। নৈঋ্‌তায় লোকপালায় স্বাহা। বরুণায় লোকপালায় স্বাহা। বায়বে লোকপালায় স্বাহা। কুবেরায় লোকপালায় স্বাহা। ঈশানায় লোকপালায় স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। অনন্তায় স্বাহা।

সকলে। যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা! যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা! যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা! (আহুতি প্রদান)

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। আবার আহুতি দাও ভাই! আবার আহুতি দাও ভাই! অনেক দিন অগ্নিমুখে ঘৃত ভোজন করি নাই।

দৈত্যসৈন্যপরিবৃত নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। (নারায়ণের প্রতি) দূর হও, দূর হও, কেশব কুটিল!
আসিয়াছ—যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ!
বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই প্রাণে?
ভাবিয়াছ—সুদিন পেয়েছি,
একতার সূত্রে বদ্ধ হইয়াছি,
ভীত হইয়াছে দৈত্যদল!
স্ব স্ব অধিকারে তাই হয়েছ লোলুপ!
মানে মানে যাও চলি, নতুবা করিব কঠোর শাসন।

[নারায়ণের প্রস্থানোদ্যম।

১ম ও ২য় ঋষিকুমার। কই আহুতি ভোজন করলে না ভাই?

নারায়ণ। খেতে যে দিলে না ভাই!

ঋষিকুমারগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা!

নারায়ণের পুনরায় হোমকুণ্ডের সম্মুখীন হইবার চেষ্টা।

নিশুম্ভ। আবার হতেছ অগ্রসর?

নারায়ণ। কি কর্‌ব, ভক্ত যে ডাক্‌লে থাকতে পারিনে।

নিশুম্ভ। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, এখনি তীক্ষ্ণশূলে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌ব। (প্রতিষেধ)

নারায়ণ। বাক্যশূলেই হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে, অস্ত্রশূল চাই না!

ঋষিকুমারগণ। যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা!

নারায়ণের অগ্রসর হইতে যাওয়া, নিশুম্ভকর্ত্তৃক বাধা।

নারায়ণ। (স্বগত) কি বিপদেই পড়েছি! একদিকে ভক্তের ভক্তি, অন্যদিকে লুণ্ঠনবৃত্ত দস্যুর তীব্র উক্তি। (ঋষিকুমারগণের প্রতি) তোরা যদি আমাকে ভোজন করাতে পার্‌বি না, তবে আমাকে ডাকিস্ কেন ভাই? যন্ত্রণা দিস্ কেন ভাই?

১ম ঋষিকুমার। আমরা দুর্ব্বল, মনে সদিচ্ছা থাক্‌লেও আমাদের আশা পূর্ণ হচ্ছে না।

নারায়ণ। আমি এখন ফিরে যাই। যখন সুদিন পাবি, তখন আমাকে ডাকিস্ ভাই! এখন ওরাই ভোজন করুক, আমি উপবাসী থাকি। (স্বগত) ইন্দ্রাদিদিক্‌পালগণ স্বর্গ উদ্ধার না হলে যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন কর্‌বেন না—প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি ভক্তাধীন বলে স্থির থাকৃতে পারি না।

[প্রস্থান।

১ম ঋষিকুমার। (নিশুম্ভের প্রতি) তোমরা আমাদের শুভকার্য্যে বাধা দিও না। আমরা স্বধর্ম্মপালন কর্‌ব, দেবতাদের প্রাপ্য তোমাদের দিয়ে দেবগণকে আমরা দুর্ব্বল করেছি,—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি! আমরা আর পাপের পথে পা দেব না। যাও, আহুতি তোমাদের ভোজন করাব না।

নিশুম্ভ। তবে দেখ্, সবলে আহুতি গ্রহণ কর্‌ব।

১ম ঋষিকুমার। বলপূর্ব্বক ভক্তি নিতে চান?

নিশুম্ভ। শিশুর মুখে উচ্চ ভাষা?

২য় ঋষিকুমার। নারায়ণকে ভোজন করাতে পার্‌লেম না। হায় রে দুরদৃষ্ট!

১ম ঋষিকুমার। হাঁ গা! এমন কালো ছেলেটির মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে তোমার কষ্ট হয় না?

নিশুম্ভ। সে কথায় তোর কাজ কি? আহুতি দিবি কি না বল্?

ঋষিকুমারগণ। আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব না।

নিশুম্ভ। (উদগ্র নামক সৈনিকের প্রতি) উদগ্র! আমার সময় নাই, সামরিক বিষয় চিন্তা কর্‌তে হবে। এদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে যেও না। [প্রস্থান।

উদগ্র। ওরে ওরে অবোধ শিশুগণ, তোরা কেন এই কঙ্কালাবশেষ দেহ নিয়ে একটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হয়েছিস্? ও আশা মন হতে অপসারিত কর্। মহারাজের বিষ-চক্ষে নিপতিত হস্‌নে। আমাদের হবিঃ ভোজন করা।

১ম ঋষিকুমার। আমরা তাতে সম্মত নই, সর্পকে দুগ্ধ পান করাব না।

উদগ্র। কি স্পর্দ্ধার কথা!

১ম ঋষিকুমার। স্পর্দ্ধার কথা নয়, আমার সরল প্রাণের সরল কথা। তোমাদের নানাবিধ আসুরিক খাদ্য সত্ত্বেও তোমরা দেবভোজ্য ভোজন কর্‌ছ। স্বর্গে এসে তোমাদের সব পরিবর্ত্তন হয়েছে—তোমরা অসুরের খাদ্য, দেবতার খাদ্য—সমস্তই খাদ্যই যদি উদরসাৎ কর্‌বে; তবে দেবতাদের উপায় কি?

উদগ্র। (স্বগত) এদেরও হৃদয়ে দেবতাদের মত উৎসাহের বীজ রোপিত হয়েছে। এদের গুরুতর শাসন করা আবশ্যক। আমাদের কোন এক বিখ্যাত নীতিকুশল বলেছিলেন, জনসাধারণকে স্তম্ভিত কর্‌বার জন্য—সুশাসনে রাখ্‌বার জন্য—যদি দুই-চারিটি অল্পদোষী ব্যক্তিকে দুর্ব্বিষহ্ যন্ত্রণা দিতে হয়, এমন কি যদি প্রাণ বিনাশ কর্‌তেও

হয়, তবে তাও কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) স্বীকার কর যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবি ?

১ম ও ২য় ঋষিকুমার। ঋষিকুমারেরা কখনও মিথ্যাবাদী নয়।

২য় ঋষিকুমার। তোমরা স্বর্গে এসে আমাদের মিথ্যাবাদী বল বটে, কিন্তু প্রকৃত মিথ্যাবাদী কারা, তা ঈশ্বরের অবিদিত নাই।

উদগ্র। (স্বগত) এই দুটোই এর মধ্যে মহাদুষ্ট; এদের সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। আমাদের মত প্রবল দৈত্যশক্তি এমন বালকের হস্তে অপমানিত হলে আমাদের কে না ঘৃণা করবে ? (সৈন্যগণের প্রতি) এস সকলে হতভাগ্য দুটোর বক্ষে, পৃষ্ঠে, কুক্ষিতে তীক্ষ্ণ ভল্ল সংযোজিত করি ; যদি আজ্ঞাপালন করে, তবে এখনই আবার এই অস্ত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

প্রথম দ্বিতীয় ঋষিকুমারের বক্ষে কুক্ষিতে পৃষ্ঠে দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক ভল্লাস্ত্র সংযোজন।

২য় ঋষিকুমার। আমাদের মেরো না গো, মেরো না ; আমাদের অন্য কোন বল নাই, রোদনই একমাত্র সম্বল, তোমরা বল দেখি, তোমাদের ছেলেরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তা হলে কি সে ছেলেদের ভালবাস ? তবে আমাদের ভাল না বেসে মারবে কেন ?

উদগ্র। কোন কথা শুনতে চাই না, আজ্ঞাপালন কর।

১ম ঋষিকুমার। হায়! হায়! ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের আক্রমণে ক্ষুদ্র মেষ শিশুর ন্যায় রোদন আমাদের। তা হোক্, আমাদের যতই দুর্ব্বিষহ শাস্তি দাও, আমরা সঙ্কল্প ত্যাগ করব না, প্রাণে মরব, তবু মায়ের কুসন্তান হব না।

উদগ্র। এতদূর সাহস, প্রাণে মরবি ? তবে এই মর।

দৈত্যগণকর্ত্তৃক বালকদ্বয়ের দেহে পূর্ব্বসংযোজিত ভল্ল-সমূহ গভীরভাবে বিদ্ধীকরণ।

১ম—২য় ঋষিকুমার। মাগো! মাগো! যাই মা! (পতন)

অন্যান্য বালকগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) কি হল গো! কি হল গো! কে আছ গো! দেখ কি সর্ব্বনাশ হল!

[বালকদ্বয়ের মস্তকের নিকট উপবেশন।

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। (স্বগত) খুল্লতাতের সঙ্গে সৈন্যগণ নাই দেখে পথিমধ্যে যা সন্দেহ করেছি, তাই হয়েছে। ওরে—ওরে! পাষাণাবতার নৃশংস-গণ! করেছিস্ কি! আমি যে ওদের জন্য আহার দিয়ে এইমাত্র যাচ্ছি-লাম, এখনও ভোজন করে নাই, স্বধর্ম্মপালনের জন্য নিত্যহোমে নিযুক্ত হয়েছিল। হায়! হায়! একে ঋষিপুত্র! অনাহারী, আবার মহাব্রতে নিযুক্ত,—এমন অবস্থায় হতভাগ্যেরা কি দোষে ওদের প্রাণ বিনাশ করেছিস্? কে অনুমতি দিয়েছে? বল্, এখনি তার মস্তক দ্বিখণ্ড কর্‌ব। অধোমুখে কেন? আয়, তবে তরবারিতে জীবন-উৎসর্গ কর। না, না, তোদের শোণিতে এ পবিত্র অসি কলুষিত কর্‌ব না। আমার নয়নের সম্মুখ হতে শীঘ্র যা।

[দৈত্যগণের প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। (বালকদ্বয়ের মস্তকের নিকট যাইয়া) কি হবে! কি হবে! এই যে ক্ষীণভাবে শ্বাসপতন হচ্ছে। (ঋষিকুমারগণের প্রতি) ভাই, তোমরা জল আন! আহা! সর্ব্বাঙ্গে গভীর ক্ষত! চারিদিকে রক্ত! হৃদয়বিদারক দৃশ্য! হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

ভগবতীর আবির্ভাব।

ভগবতী। (সকলের বুকে হাত বুলাইয়া) আহা! বাছা সকল! তোমাদের মনের তেজ পরীক্ষা কর্‌বার জন্য নিদারুণ পীড়নের সময় পাষাণী হয়েছিলেম! যথার্থ তোদের মনে এক মহৎ-তেজ এসেছে বাবা! স্বধর্ম্মপালনের জন্য তোরা আত্মবির্জ্জসন কর্‌তে শিখেছিস্! আয় হিমাচল-সানুদেশে আমার লীলা দেখ্‌বি আয়! (তিরোভাব)

ঋষিকুমারদ্বয়। কে আমাদের ক্ষত আরোগ্য কর্‌লে? কে আমাদের জাগালে? (উত্থান)

পূর্ণেন্দু। দেখ্‌তে পাওনি? দেখ্‌তে পাওনি? স্বয়ং জগজ্জননী এসেছিলেন; মা তোমাদের অঙ্গস্পর্শ ক'রে তোমাদের বাঁচালেন। যাও ভাই, হিমাচলে যাও। সেখানে মা অভয়া পাপাশয় অসুরদের ধ্বংস কর্‌ছেন! সেখানে গেলে কারও ভয় থাক্‌বে না! এস, পথ দেখিয়ে দিইগে!

[বালকগণকে লইয়া প্রস্থান।
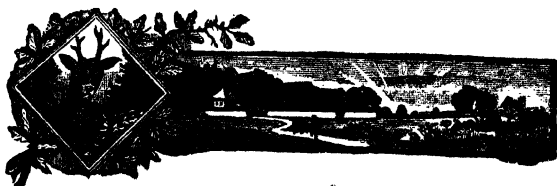
পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়।

শান্তি, তুষ্টি ও ভগবতীর প্রবেশ।

শান্তি। হাঁ মা! তুমি একদৃষ্টে এই হিমাচলের পানে চেয়ে আছ কেন?

ভগবতী। শান্তি, দৈবকার্য্য করিতে সাধন
পুণ্যময় জন্মস্থানে আসিয়াছি আমি;
আহা! জনমভূমির মত তৃপ্তিপ্রদায়িনী
সংসারে কি আছে কিছু আর?
কত সুন্দরতা—কত মধুরতা
অবিরাম বিরাজে গো এ পবিত্র স্থানে,
সেই জানে মাতৃভক্তি যে ধরে হৃদয়ে!
আহা! ওই নির্ঝরিণী, ওই মেঘশ্রেণী,

ওই বিহঙ্গিনী, ওই কুরঙ্গিণী,
ওই তরুলতা, ওই পাতাগুলি,
এখানে যেমন বিমল—সুন্দর,
নন্দনে কি এমন সুন্দর ?
হায় ! এ হেন জনমভূমির মমতা ছাড়িয়ে
কেন যে মানব নন্দনে যাইতে চায়
কিছুই বুঝিতে নারি !
এ সংসারে সকলেই যদি
ভক্তিভরে দিবানিশি করে মাতৃপূজা,
তবে গৃহে গৃহে স্বর্গসুখ করে গো বিরাজ !
শান্তি, মনে হয় একবার,
শৈশবের মত মার কোলে উঠি,
মন-সাধে ডাকি মা বলিয়া।

শান্তি, তুষ্টি। তুমি ত্রিজগতের মা, তোমার আবার মা ?
কেবল লীলা বই ত নয়।

ভগবতী। তুষ্টি, ওই দেখিতেছ বনভূমি,
উমাবন নামে অভিহিত যাহা,
ওই বনে বসি, শিবস্বামি-লাভ-কামনায়,
করিয়াছি সুদারুণ তপ !
অনশনে গেল কতদিন !
তরুপত্রটিও করিনি ভোজন !
তাই গো অপর্ণা নাম ত্রিলোকে আমার।

তুষ্টি। আদর্শ সতীত্ব দেখাবার জন্য এ খেলা খেলেছ মা ! আবার আজ এক নূতন খেলা খেলছ।

শান্তি। আমরা কেবল দেখে যাচ্ছি মা! তত্ত্ব কিছু বুঝ্‌তে পারিনে।

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। মুণ্ড, দেখ অতুলন রূপ—
অনুরূপ এ রূপের মিলে না ত্রিলোকে;
সাধ করি ত্রিলোচন রাখেন কি বুকে!
কোটি কোকনদ-রক্ত-আভা,
পূর্ণানন্দে খেলিতেছে রাঙা দুটি পায়!
তন্ময় হইয়া নেহারি নয়নে;
কিন্তু রে এখন সে সময় নয়,
নিষ্ঠুর হইতে হবে, প্রভুকার্য্য করিতে সাধন!

মুণ্ড। হাঁ দাদা,
দৈত্যেগণ মহাসন্দিহান; ভাবে মনে—
সমরে শৈথিল্য করিব প্রকাশ!
সেই অপবাদ হবে ঘুচাইতে;
মরিতে না হয় যেন কলঙ্কিতপ্রাণে।
(ভগবতীর নিকটস্থ হইয়া)
চল চল চল বামা!
এমন সুন্দর রূপে কঠোরতা কেন?
যে তোমারে চায়, তারে কেন হও বাম?

চণ্ড। এত সৈন্য করেছ বিনাশ,—
তবু তোমা লাগি অনুরাগী রাজা!
চল দৈত্যপুরী মাঝে,
সসম্ভ্রমে লয়ে যাব তোমারে সুন্দরি!

বেগে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। মেয়েটাকে রাগাচ্ছ কেন বাবা, ছেড়ে দাও না।

ভগবতী। (চণ্ড মুণ্ডের প্রতি) তোমাদের ক্ষমা করছি ; তোমাদের মহারাজকে বলগে, স্বর্গসিংহাসন ছেড়ে তিনি স্বদেশযাত্রা করুন।

চণ্ড। স্বদেশযাত্রা করুন, সেই এক কথা!

মুণ্ড। কেন বৃথা দারুণ প্রহার সহ্য করবে!

ভগবতী। আমার কথার অন্যথা হবে না! এখনও দৈত্যকুল রক্ষার উপায় দেখ,—ফিরে যাও।

চণ্ড। একটা ভিখারীর পত্নীর ভয়ে ভীত হয়ে যদি গৃহে ফিরে যেতে হয়, তবে ত আমাদের মত দুর্ভাগ্য আর কেউ নাই!

ভগবতী। তবে বিলম্ব কি জন্য? যুদ্ধে প্রস্তুত হও।

মুণ্ড। তোমার দেহে অস্ত্রাঘাত ক'রে সেই ক্ষেপা ভাঙ্গড়টাকে দুঃখ প্রদান করব, এই জন্য ইতস্ততঃ করছিলেম।

শক্ত্যা। দেখ, ওকে দশ কথা বলবে বল, শিবঠাকুরটির নাম বিকৃত করে কিছু বলো না। ঐ দোষের জন্য ও বেটী নিজের বাপকেই অব্যাহতি দেয়নি,—ছাগল-মুখো করে ছেড়েছিল!

চণ্ড। যথেচ্ছ বাক্য বলব! ওকে দেখে আবার মুখসঙ্কোচ কি! যমকে দেখে ভয় হতে পারে, এর কাছে এসে ত আমাদের মনে বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাই। এর সঙ্গে ত যুদ্ধ করতেই ইচ্ছা হয় না; কেমন করে যে এর হস্তে শত শত সৈন্য ধ্বংস-কবলে গমন করলে, তা ত বুঝতে পারি না।

শক্ত্যা। সে বুঝতে পারলে আর এখনও খাঁচার ভিতর ঢুকে থাক বাবা?

ভগবতী। কেন তোরা অকালে জীবন-বিসর্জ্জন কর্‌বি, আমাকে তোরা জানিস্ না ; আমি মহাভয়ঙ্করী ! মহাভয়ঙ্করী !

চণ্ড। অন্যের কাছে ভয়ঙ্করী হতে পার, আমাদের কাছে একটা ফোটা ফুল তুমি !

শক্ত্যা। বল্‌ছ বড় মন্দ নয় বাবাজী ! আছে—আছে—পেটে বস্তু আছে তোমার !

ভগবতী। দেখ্, তোদের সংসারলীলা শেষ কর্‌তে আমার অসি-ধারণ আবশ্যক হয় না ; এক পদাঘাতে তোদের বক্ষঃ বিদীর্ণ কর্‌তে পারি !

চণ্ড। অন্যের বিদীর্ণ কর্‌তে পার, কিন্তু এই বজ্রদৃঢ় হৃদয়ের পাষাণময় বক্ষঃ তোমার পদাঘাতে বিদীর্ণ হবে না।

শক্ত্যা। ঠিক বিদীর্ণ হবে। ও কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সাক্ষাৎ পাষাণের বুক ফাটায়, আর লাথি মেরে দৈত্য-পাষাণের বুক ফাটাতে পার্‌বে না ! বাবা ! লাথি খেলে সংসার ধোঁয়া দেখ্‌তে হয় ! কেবল ওই পায়ের কথাই মনে পড়ে !

স্বর্গমাতার প্রবেশ ।

স্বর্গমাতা। মা ! মা ! এখনও রয়েছ স্থির !
বহিছে আমার অশ্রু অবিরাম গতি !
তুমি শিবসতি, ভুলিয়ে রয়েছ ?
দেখ, দেখ, আমার বন্ধন,—
সিংহিনী বন্দিনী আজ বাধের শৃঙ্খলে !
দানবের পদাঘাতে ভেঙ্গে গেছে বুক !
ঘুচা মা, যাতনা ! ঘুচা মা যাতনা !
সহে না সহে না ওমা মনোরমা !

দৈত্যবিনাশিনি ! দৈত্যবিঘাতিনি !
ভীষণ সমরে—
নাচ নাচ নাচ শ্যামা সমর-রঙ্গিণি !

[প্রস্থান।

শক্ত্যানন্দ। ওই শোন ! ওই শোন !
কাঁদিতেছে অশ্রুমুখী ত্রিদিব জননী !
কাঁপিতেছে দৈত্য-পদ-ভরে সদা থরথরে,
কল্যাণদায়িনি ! করুণারূপিণি !
শান্তিভাব ছাড় শান্তিময়ি !
উগ্রতারা, উগ্রতরা, মহারণ মাঝে
কর একবার ভয়ঙ্করী লীলা !
স্তম্ভিত হউক বিশ্বচরাচর !

ভগবতী। ওহো ! কাঁদিছে আমার প্রাণ-পুত্রগণ;
দৈত্য-নিপীড়ন সহিতেছে অবিরত ;
বহিছে নয়নে যেন মন্দাকিনী-ধারা !
ঘুচাব ঘুচাব তাদের রোদন,
মুছাব তাদের নয়নের বারি।
কাঁপুক ধরিত্রী ভূধর কন্দর,
কাঁপুক উন্মত্ত সিন্ধু ভয়ঙ্কর !
আয়, আয় দৈত্য আয়, আয়, আয়,
মহাধ্বংস কবলেতে কর্ রে প্রবেশ।
মহাশক্তি-তেজে
খেলুক বিদ্যুন্মালা ধরা-ব্যোমতলে।
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বল ত্রিনয়ন !

কোটি বজ্র-অগ্নিধারা কর রে বর্ষণ!
ভীষণদর্শন রিপুচয় পুড়ে হোক্ ছারখার!

চণ্ড। ওই চাই! ওই চাই! মহেশ-ললনা!
চাহি না ছলনা, চাহি না ছলনা;
লওনা, লওনা, অসি!
দেখিব বীরত্ব! দেখাব বীরত্ব!
আমাদের মত মদমত্ত বীরে যদি—
তব ইচ্ছামত স্থানে পাঠাইতে পার,
তবে জানা যাবে তব শক্তি!

মুণ্ড। আইস সেনানীচয়, পদাতিক সমুদয়,
রণ-পিপাসার শান্তি কর সবে!
দামিনীর সমা বামা অতীব চঞ্চলা,
পদবিদ্ধ কর আগে মহাশরজালে;
পলাইতে না পারিবে সে শর আঘাতে!
হইবে সুযোগ,
স্বল্পশ্রমে সিদ্ধ হবে মনোরথ!

দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ ও ভগবতীর সহিত যুদ্ধ;
তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে
ভগবতীর প্রস্থান।

শক্ত্যানন্দ ও ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েটার কপালটা একবারে শাদা হয়ে গেল; ঐ কালো মেয়েটা বেরিয়ে পড়্‌ল!

শক্ত্যা। ওই সেই আদ্যা পরমা প্রকৃতি;
স্তম্ভিত তরঙ্গহীন কারণ-সলিলে
তপ তপ তপ রব যখন উঠিল,
মহাতপে নিমগ্ন হইল, বিধি, বিষ্ণু, পঞ্চানন;
তখন—তখন সেই মহাজলধিতে
শবরূপে ওই বামা ভাসিতে লাগিল!

ত্রিদিব। টক্ টক্ করে মাথাগুলো কাট্‌ছে, মুণ্ডগুলোর চুলে চুলে বেঁধে মালা করে গলায় পর্‌ছে!

শক্ত্যা। ভূভার-হরণ তরে ভূভারহারিণী—
পাতকী সন্তানে করিছে বিনাশ;
কিন্তু সন্তানের প্রতি
মা আমার চিরস্নেহময়ী!
অশান্ত সন্তানে স্নেহ আরও ক্রমধিক!
তাই পাতকী পুত্রের মুখ ভুলিতে পারে না;—
মালা করি পরিতেছে গলে—
তুচ্ছ করি মণিময় হার!

ত্রিদিব। কি ব্যাপার হে সন্ন্যাসিজী? অ্যাঁ! কতকগুলো সৈন্যকে, হাতীঘোড়াগুলোকে একবারে গিলে ফেল্‌ছে! ওটা রাক্ষসী না কি হে?

শক্ত্যানন্দ। উহাদের প্রতি
মা আমার একান্ত সদয়া!
ঘুচাইতে মায়া-কারাগার,
ঘুচাইতে সংসার-যাতনা,
ঘুচাইতে জননী-জঠর,
আপন জঠরে সবে দিতেছেন স্থান!

ত্রিদিব। বেটী ন্যাংটা কেন, বল দেখি হে!

শক্র্যা। পূর্ব্বে বলিয়াছি—
আদ্যা প্রকৃতি ওই মা—
ব্রহ্মাণ্ড প্রসবকালে উলঙ্গ মূরতি,
সেই ভাব রয়েছে সমান!

ত্রিদিব। চার্‌টে হাত কেন?

শক্র্যা। চারিদিক্ আয়ত্ত করিয়া
লীলাময়ী করিতেছে লীলা,
তাই চারি কর—
কাহাকেও ভয়, কা'কেও অভয়,
কা'কেও বা দিতেছেন বর!

ত্রিদিব। চুট্‌কী অঙ্গে ধাঁ করে আর একটা কথার উত্তর দাও ত বাবা!

শক্র্যা। কি বল।

ত্রিদিব। তুমি বলেছ, মহাকাল নির্গুণ ব্রহ্ম; আচ্ছা, ও বেটা শাদা কেন—বল দেখি?

শক্র্যা। মহাকাল চৈতন্যময় পুরুষ, জ্ঞানের বিকাশ আলোকে; আলোকে দৃষ্টি ছোটে, বর্ণ ফোটে, আলোকেই বাস্তব জ্ঞানের উপলব্ধি হয়; সেই আলোক যত শাদা হয়, ততই উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকে; সেই আলোকের চরম বিকাশ শাদা রঙে—তাই পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষ শাদা!

ত্রিদিব। ও বেটী কালো কেন—বল দেখি?

শক্র্যা। মায়াতে বিশ্বের উৎপত্তি; প্রকৃতি মায়াময়ী, মায়া অন্ধকারময়ী, তাই মা আমার কালো।

ত্রিদিব। মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে কেন?

শক্ত্যা। আলোকের বুকেই আঁধারের বাস!

ত্রিদিব। ও বেটীর আবার তপ্ত স্বুবর্ণ-কান্তি কেন?

শক্ত্যা। জগৎ-রক্ষার হেতু, জগৎ-পালন হেতু,
জগৎ-জননী নানারূপে করে খেলা!

ত্রিদিব। শোন শোন হে সন্ন্যাসী!
বিশ্বস্তম্ভনকারী ভীষণ হুঙ্কার,
বধির হইয়া যায় শ্রবণ বিবর!
দেখ, দেখ—
আরও ঘোরারূপে নৃত্য করে বামা!
আবার—আবার দেখ—
চতুঃষষ্টি যোগিনীর উন্মাদ-নর্ত্তন!
ধৃত-সট কেশরীর গভীর গর্জ্জন!
আলোড়ন হইতেছে মহারণস্থল!
শিবা গৃধ্র শকুনির আনন্দ-চীৎকার!
রক্তপারাবার ছোটে উন্মত্ত তরঙ্গে!
সে তরঙ্গে পুনঃ মিশিছে রুধির-ধারা,
উর্দ্ধমুখে খাইতেছে শোণিতপিপাসু সব!

নেপথ্যে দেবগণ। জয় মা! চণ্ডিকার জয়!

নেপথ্যে দৈত্যগণ। মার্—মার্—মার্!

শক্ত্যা। আরও ঘোরতররূপে গরজি গম্ভীর
রণোল্লাসে নৃত্য করে বামা!
মুক্ত কেশজাল উড়িতেছে—
আচ্ছাদিয়া ব্যোমতল!

অট্ট অট্ট হাস প্রচণ্ড আরাব,
ললাটলোচন-জ্বালা জ্বলিছে—জ্বলিছে!
থেকে থেকে হইতেছে আরও প্রজ্বলিত!
আলোকিত হইতেছে দিক্ দিগন্তর!
গজের বৃংহণ, অশ্ব-হ্রেষাহ্রাস,
পণব-ভেরীর শৃঙ্গের নিনাদ,
অসির ঝঞ্ঝনা, কোদণ্ড-টঙ্কার,
মুদ্গর গদার ঘাত-প্রতিঘাত,
ত্রিংশৎ-ত্রিকোটি দেব নবশক্তি ধরি
যুঝিতেছে কোটি কোটি দৈত্যদল সনে!
রণসাগরের অনন্ত কল্লোল!
স্বপ্নাতীত, চিন্তাতীত দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
ভাই সব! মহাশক্তি লীলা কর দরশন,
প্রাণ ভরি গাও সবে মাতৃভক্তি-গান!

গান।

বিভাস—একতালা।

সবে বল রে বদনভরে দুর্গে দুর্গতিহারিণী!
দুঃখের নিশা পোহায়েছে দিন দিয়েছে দিনতারিণী।
ভেসে ভেসে নয়নজলে, ডেকেছিলে মা মা বলে,
পেয়েছ আজ ঘোর অকূলে অকূলের কূলদায়িনী।
মাতৃভক্তি ক'রে সবাই, শক্তিলাভ করেছ ভাই!
ভক্তি যেন না ভুলে যাও, এ শক্তি যেন না হারাও;—
ভেয়ে ভেয়ে বিরোধ হলে, মাতৃপূজা যাবে ভুলে,
আবার দৈত্যপদতলে কাঁদতে হবে দিনযামিনী।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রের সহিত চণ্ডের, কুমারের সহিত মুণ্ডের, জয়ন্তের সহিত উদগ্রের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও অন্যান্য দেবতার সহিত দৈত্যসৈন্যগণের যুদ্ধ।

রণস্থলের একপার্শ্বে "মহাশক্তের্জয়োনিত্যম্" লিখিত পতাকাহস্তে দেববালকগণ।

অপরপার্শ্বে "জয়শ্রীমৎশুম্ভস্য ত্রিলোকাধিপতের্জয়ঃ" পতাকাধারী দৈত্যবালকগণ।

ইন্দ্র। (চণ্ডের প্রতি) হাঁরে দৈত্যকুলগ্লানি !
নয়ন কি এখনও আছে অন্ধ হয়ে ?
দেবশক্তি-বিদলনে এখনও সাহস ?
পদে পদে অপমান, পদে পদে পরাজয়,
বিন্দুমাত্র ঘৃণা তবু নাই রে তোদের ?
দিয়েছিস্ কতই যন্ত্রণা !
ও হো হো হো !
সহিয়াছি কত কঠোরপীড়ন—
এই দেবসন্মিলন-তরে !—
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, আজ তার !
রক্তধারা ছুটিবে রে মহারণস্থলে !

চণ্ড। সুরেন্দ্র ! কিসের স্পর্দ্ধা কর ?
কোন্ শক্তি ধর তুমি ?

সুরেন্দ্র। অন্য শক্তি নাই সুরেন্দ্রের,
শক্তি শুধু দুর্গাচরণের কৃপা !

মুণ্ড। (কুমারের প্রতি) তুমিও হে পার্ব্বতীতনয়,
সমুন্নতবক্ষে এসেছ সমরে!
একদিন আমাদের দ্বারে
করযোড়ে করিয়াছ আবেদন—
করিবারে দেবতার প্রার্থনা পূরণ।
সেই কাতরতাময় বদনমণ্ডলে,
খেলিতেছে দেখিতেছি বীরত্ব-বিভাস!
তোমার একার কোন সাধ্য নাই;
মহাশক্তি-বলে আজি পাইয়াছ তেজ।

কুমার। যে সন্তান মাতৃপদ না করে রে পূজা,
তার মত মহাপাপী কে আছে সংসারে!

জয়ন্ত। এতদিন ভাঙ্গে নাই নিদ্রা আমাদের;
তোদের লাঞ্ছনা সহিয়াছি তাই!

উদগ্র। ক্ষুদ্র শিশু তুই,
দেব-সম্মিলনে হয়ে সম্মিলিত,
উচ্চভাষা বলিতে সাহসী!
মশকের ধ্বনি কর্ণে সহ্য নাহি হয়!
একদিন যে জাতিরে পদে দলিয়াছি,
তাদের এ বাক্যচ্ছটা তীব্র বিষ যেন!

ত্রিদিব। বাবা, লেগে যাও না! বাগ্‌বিন্যাস কেন আর? "রে পাপিষ্ঠ! রে কুলাঙ্গার!" ব'লে পেটাপিটি আরম্ভ কর না। (স্বগত) সরে পড়ি বাবা! সাবধানের বিনাশ নাই!

[প্রস্থান।

পুনর্ব্বার উভয়পক্ষের যুদ্ধ, সহসা রক্তাক্তমুখে খর্পর হস্তে মুণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে যোগিনীগণের প্রবেশ।
যোদ্ধৃগণের প্রস্থান।

গান।

ভীমপলশ্রী—ঠুংরি।

যোগিনীগণ। মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্,
হোঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!
পেট ভরে রক্ত খাই, পেট ভরে রক্ত খাই,
সবাই নাচি আয়!
ওই দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ ছুট্ছে রুধির-ধার,
তায় মন-সাধে শৃগাল কুকুর দিচ্ছে ভাই সাঁতার!
আয় আয় আয় আয় আয় দৈত্য দুরাচার!
চিবিয়ে খাব তোদের মাথা ছাড়্ বন্নাক আর!

রক্তাক্ত খড়্গহস্তে কালিকার প্রবেশ।

কালিকা। নাচ—নাচ—নাচ!
খর্পর ভরিয়া কর রক্ত পান,
চর্ব্বণ করহ মুণ্ড!
অস্থিচূর্ণ-বিমিশ্রিত রক্ত-ধারা
স্বক্কণ বহিয়া ছুটুক—ছুটুক!
দেখুক—দেখুক ত্রিলোকমণ্ডলী,
মাতৃপূজার ফল ফলেছে কেমন,
তৃষিত শাণিত অসি খড়্গ দোঁহে—
মিটাও মিটাও অনন্ত পিপাসা!

কই, কই, এখানে ত নাই ! এখানে ত নাই !
যাই—যাই,
রণ-যজ্ঞে মহাপশু অন্বেষণে যাই !

[যোগিনীগণ সহ কালিকার প্রস্থান ।

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ ।

চণ্ড । মুণ্ড ! মুণ্ড ! জীবনের শেষবেলা হইয়াছে ভাই !
ভাই ভাই, আয় একবার,
জনমের শোধ করি আলিঙ্গন !
ভ্রাতৃভাব বড়ই মধুর !
এমন পবিত্র ভাব নাই রে ত্রিলোকে ।
দেশে দেশে মেলে রে কলত্র,
দেশে দেশে মেলে রে বান্ধব,
কিন্তু ভাই গেলে কোথাও না ভাই পাওয়া যায় !
আজ এই দেবতার নব-অভ্যুদয়,
একমাত্র ভ্রাতৃভাব ইহার কারণ ;
যতদিন ইহাদের
ভাই ভাই থাকিবে রে ভালবাসা,
থাকিবে রে যতদিন অচ্ছেদ্য বন্ধন,
ততদিন নাই রে পতন ।
দৈত্য জাতি—
উন্নত হইয়াছিল এই মহাগুণে !
এখনো এগুণে তারা পূর্ণগুণবান্ ।
মৃত্যু সুনিশ্চয় জানিয়া তাহারা

সমর-অনলে প্রাণ দিতেছে আহুতি,
তবু দৈত্যের সমাজ ত্যজি
যায় নাই কেহ দেব-সমাজে মিশিতে ;
একমন্ত্রে সুদীক্ষিত হয়েছে সবাই !
(দেবগণের প্রতি)
ভাই দেবগণ, যত ঘৃণা কর আমাদের,
আমাদের মত উদ্যম যতন,
একতা বন্ধন,
কারো নাই, কারো নাই ত্রিলোক-সংসারে।
গুণগ্রাহী তোমরা সকলে ;
আমাদের এই গুণ লয়ে
সযত্নে হৃদয়ে করহ পোষণ !
যাহার কিঞ্চিৎ পাইয়া আস্বাদ
লভিলে তোমরা এ সৌভাগ্য আজি,
তাহার সম্পূর্ণ ভাব পাও যদি ভাই,
কি সৌভাগ্য পার যে লভিতে
বলিতে না পারি তাহা !
(মুণ্ডের প্রতি)
ভাই রে ! ভাই রে ! একসঙ্গে করেছি ভ্রমণ,
একসঙ্গে এসেছি সমরে,
একসঙ্গে যাব ভাই চলে !
শেষবার এই দেখা-শুনা !

মুণ্ড। দাদা, এখনও কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ আছে। এমন কার্য্য করতে হবে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে আমাদের বীরত্বের কথা জলদক্ষরে

যেন লেখা থাকে। সকল দৈত্যের মনে সন্দেহ যে, আমরা যুদ্ধে নিশ্চয় কপটতা প্রকাশ করব, আমাদের দুজনকে সকলেই দেবতার পক্ষপাতী বলে জানে ; সেই ভ্রম তাদের হৃদয় হতে অপনীত করব। হৃদয় রে! কম্পিত হয়ো না—কম্পিত হয়ো না! রণ-যজ্ঞের রুধির-স্রোত দেখে গাত্র কণ্টকিত করো না! ঐ ভীষণ মহাখড়্গে এই মস্তক উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে থাক!

ওই যে ওই যে বামা
হইতেছে অগ্রসর আমাদের পানে!
করিয়াছি প্রতিজ্ঞাপালন!
নিধন করিতে নারিলা জননী
শান্তিময়ী শঙ্করী মূর্ত্তিতে!
ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা মূর্ত্তি ধরিতে হইল!
দেখুক ত্রিলোকবাসী,
প্রভুকার্য্য করিতে সাধন
বিশ্বজননীরে কত দিতেছি যন্ত্রণা!
এস—এস—এস দাদা! পূর্ণ করি রণ-আশ!

[উভয়ের প্রস্থান ।

ভগবতীর প্রবেশ ।

ভগ। ধন্য, ধন্য দৈত্যজাতি! ধন্য তোদের সাধনা! ধন্য তোদের পরাক্রম! ধন্য তোদের অসমসাহস! তা না হলে তোরা পাতালবাসী হয়ে স্বর্গের একাধিপত্য লাভ করবি কেন? যদি তোদের অহঙ্কার না আসত —পূর্ব্বের মত সমদৃষ্টি থাকত, তবে আমি মহাশক্তি, আমারও সাধ্য কি তোদের বিনাশ করি। প্রভুভক্ত চণ্ডমুণ্ডের বিনাশজন্য আমার আদি

মূর্ত্তির আবির্ভাব কর্‌লেম, তবু মনোরথ সিদ্ধ হল না—বুঝি দেবগণের অশ্রু মুছাতে পার্‌লেম না! যাই, আবার কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিগে।

[প্রস্থান।

বেগে সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। এখনও—এখনও ফিরে যাও সেনাগণ!
নাহি জীবনের আশ, কেন কর সর্ব্বনাশ!
কৃতান্ত-কৃন্তিনী বামা, ভয়ঙ্করী ওই শ্যামা!
চরণে ধরিয়া ক্ষমা, চাওরে এখন,—
অপমান নাই, নিলে মায়ের শরণ!
বিরাটরূপিণী যিনি তাঁর সনে রণ!
চিনিতে কি পার নাই! অন্ধ হয়ে আছ ভাই!
ছাড় এ অসার পণ, কর নেত্র-উন্মীলন,
জগৎ-জননী বলে ডাক একবার!
বহিবে বিদগ্ধ প্রাণে শান্তি-সুধাধার!
কিংবা ভ্রমে নিপতিত হইয়াছি আমি,
তোমরাই জ্ঞানবান্, ভক্তিমান্ ধর্ম্মপ্রাণ,
কর্ত্তব্যপালন তরে, চিনিয়াও জননীরে
ভাসালে সমর-নীরে জীবন-তরণী;
এ সুযশ গীত হবে ব্যাপিয়া অবনী!
পরম সৌভাগ্যবান্ তোমরা সবাই,
দলিতে যাদের শক্তি, রণাঙ্গনে মহাশক্তি,
তাদের গৌরবরাশি, ত্রিজগতে অবিনাশী,

সুধাপানে অমরত্ব পান সুরগণ ;
তোমরা অমর হবে ত্যজিয়া জীবন !
যাই, দেখি—তোমাদের কর্ত্তব্যপালন !
বিশ্ববাসী ! মেল নেত্র, দেখ পুণ্য-রণক্ষেত্র,
কি বীরত্ব একাগ্রতা, অতুল রণ-ক্ষিপ্রতা
প্রকটিত আজি এই দৈত্যবীরগণে ;
দেখিলে নূতন তেজ পাইবে জীবনে !

[প্রস্থান।

কুমার ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

কুমার। ত্রিলোকনাথ সুরেন্দ্র ! এ দৃশ্য আর দেখা যায় না ! আহা ! আমাদের মঙ্গলের জন্য মা আমার কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌ছেন। উপর্য্যুপরি দৈত্যের শরবর্ষণে মা'র আমার মুখমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে। বুঝি দৈত্যশক্তির কাছে মা মহাশক্তির শক্তিও পরাভূত হল ! আমাদের স্বর্গ-উদ্ধার বুঝি আর হল না—কেবল রোদনই সার হল !

ইন্দ্র। কুমার ! এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়, গতবারের যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ দৈত্য রণাঙ্গনশায়ী হয়েছে, তাই আমাদের দেবগণ একবারে আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন ; কিন্তু এখন আনন্দের সময় নয়, এখন কোথায় কি ? আমরা কর্ম্মপথের মধ্যস্থলে এখনও আসি নাই, এখনও "মা, মা" রবে অজস্র রোদন করা চাই ! দৈত্যের দ্বারে লাঞ্ছিত হয়ে—উৎপীড়িত হয়ে যেদিন আমরা প্রথম মাতৃভক্তি লাভ করি, সে দিন যে অনুরাগে মা মা বলে কেঁদেছিলেম, আজও ভাই সব, তেমনি করে কাঁদি এস ! প্রত্যক্ষ ফল দেখ্‌তে পাবে ! আমাদের ভক্তিস্রোত যত প্রবল

বেগে প্রবাহিত হবে, ততই মা মহাশক্তির শক্তি স্ফুরিত হবে, মা রণ-রঙ্গিণী আরও উন্মত্তনৃত্যে নৃত্য কর্‌বেন! কর্ম্মভেদে ফল বিভিন্ন প্রকার। আমাদের মনে মাতৃভক্তি একটু শিথিল হয়েছে, অমনি দৈত্যের তেজ বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে। যদি মাতৃভক্তির আরও ত্রুটি করি, তবে আমরা যে অধঃপতিত, সেই অধঃপতিতই থাক্‌ব! আর আমাদের উদ্ধারের আশা নাই! বল ভাই! সকলে বল—অনুরাগে ভক্তিভরে বল, "মা চণ্ডিকার জয়।"

(নেপথ্যে) জয়, মা চণ্ডিকার জয়!

ইন্দ্র। কুমার! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ, যেই আমরা পূর্ব্বের মত ভক্তিভরে মাকে ডেকেছি, সঙ্গে সঙ্গে সুফল লাভ হল; ঐ দেখ দৈত্য-দলনী মা ভয়ঙ্কর খড়্গে মহাসুর চণ্ডের মস্তক ছেদন কর্‌লেন!

(নেপথ্যে) দৈত্যসৈন্যগণ—"মার্, মার্, মার্।"

কুমার। মায়ের সম্মুখে চণ্ডের ভ্রাতা মুণ্ড আবার ভীমবিক্রমে উপস্থিত হল!

(নেপথ্যে) মুণ্ড। ভ্রাতৃহন্ত্রী নির্দ্দয়া পাষাণি! আমাকেও শীঘ্র বিনাশ কর, —শীঘ্র বিনাশ কর, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রাতৃহারা জীবন ধারণ কর্‌ব না!)

(নেপথ্যে) কালিকা।—আয় দুষ্ট মদবলাশ্রয় নৃশংস! আয় আয়।

ইন্দ্র। ঐ ঐ মুণ্ড অসুরও নিপাতিত হল!

রক্তাক্ত খড়্গ ও চণ্ড মুণ্ডের ছিন্ন মস্তক হস্তে ভগবতীর সহিত যোগিনীগণ-বেষ্টিতা কালিকার প্রবেশ।

কালিকা। এই নাও—নাও চণ্ডিকে! তোমার বিরাট যুদ্ধ-যজ্ঞের মহাপশু চণ্ডমুণ্ডের মস্তক দুটি উপহার গ্রহণ কর। চণ্ড মুণ্ড নিহত হল, এইবার তুমি স্বয়ং এই মূর্ত্তিতে শুম্ভ নিশুম্ভকে বিনাশ কর।

ভগবতী। চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই এক প্রাণ ছিল, তাদের হৃদয় উন্নত, কর্ত্তব্যপালনও প্রশংসনীয়; তাদের ভ্রাতৃত্ব অতি পবিত্র! আজ তারা দেবরাজ্য-স্থাপনের জন্য পরমা গতি লাভ কর্‌লে। আজ চণ্ডমুণ্ডের বিনাশ-জনিত নাম, তোমার "চামুণ্ডা" রাখ্‌লেম। তোমার এ মূর্ত্তির পূজা কর্‌লে ভ্রাতৃভাব-বিরহিত জাতির প্রাণে ভ্রাতৃভাব জাগরিত হবে —প্রাণে নবশক্তি সঞ্চার হবে, চণ্ড মুণ্ডের জীবন যেমন এক সূত্রে গাঁথা ছিল, তেমনই মরণেও এক সঙ্গে ঈশ্বরী-সাজুয্য লাভ কর্‌লে; নাম দুটিও তোমার নামের সঙ্গে নিত্য কোটি কোটি বার উচ্চারিত হবে। আজ হতে সকলে বীরত্ব-লাভের জন্য চামুণ্ডার উপাসক হবে।

দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ। জয় মা, চামুণ্ডে! জয় মা চামুণ্ডে! জয় মা চামুণ্ডে!

চিত্ররথের প্রবেশ।

গান।

ভৈরব—একতালা।

চিত্ররথ। জয় ভূভারহারিণী, জয় ত্রিলোকপালিনী,
যোগিনীগণ-সঙ্গিনী শ্যামা, ভীম সমররঙ্গিণী!
তুমি অনন্ত, তুমি মা সান্ত, তুমি অচিন্ত্যরূপিণী,
তুমি মা আদ্যা, পরমারাধ্যা, সিদ্ধসিদ্ধাবন্দিনী,
তুমি পরা, তুমি অপরা, তুমি অজরা, তুমি অমরা,
তুমি সাগর বসুন্ধরা ধরাধর-নন্দিনী!
তুমি আলোক, তুমি আঁধার, তুমি আধেয়, তুমি আধার,
প্রসব কর, পালন কর, তুমি কর মা সংহার;—
কঠিনা, কোমলা তুমি লীলাময়ী মা;—
দাও মা শক্তি, বিশ্বশক্তি মা বলে ডাকি তোমায়,

অজ্ঞান সন্তানে যেন মজায়ো না মোহ-মায়ায়,
বিকাশি কৃপা-নয়নকঞ্জ, বিনাশ ভব-যাতনাপুঞ্জ,
মরণে দিও মা চরণ-কুঞ্জ পাতকপুঞ্জনাশিনি!

ভগবতী। চিত্ররথ! আমি ভক্তের জননী, তোমার যেমন সরল ভক্তি, তেমনই উচ্চ পুরস্কারও তুমি লাভ কর্‌বে।

ইন্দ্র। (ভগবতীর প্রতি) মা! তোমার স্নেহময়, অমৃতময় বাক্য শুনে হৃদয়প্রাণ সুশীতল কর্‌ব, তার এখন সময় নয়। তোমার নিরীহ সন্তানগণের পালনের জন্য—ত্রিজগৎ-রক্ষার জন্য তোমাকে এখনও রাশি রাশি যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হবে মা! ঐ দেখ মা, উদ্যতায়ুধ ঘোররাবী, বিকটদর্শন অযুত অযুত দৈত্য-সেনা সহসা আবার সমরাঙ্গণে উপস্থিত হল, ঘোর হুহুঙ্কারে এই দিকে অগ্রসর হচ্ছে!

ভগবতী। কোনও ভয় নাই, অভয়দায়িনী মা তোমাদের অভয় দিচ্ছে! তোমরা কেবল সবাই মিলে মা বলে ডাক! যাই আবার মহা-সমরে মত্ত হইগে। [প্রস্থান।

কালিকা। আবার মাতিল শ্যামা ভীষণ আহবে!
কাহারও না রবে প্রাণ—
মিশিবে কালের অনন্ত কবলে!
রে শাণিত খড়্গ! মিটাও—মিটাও অনন্ত পিপাসা!
নাচ—নাচ, ডাকিনী-যোগিনীগণ!
আবার রুধির পান কর প্রাণ ভরি!

[যোগিনীগণ ও কালিকার প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস দেবগণ! বিশ্বমাতার স্তবসঙ্গীতে সমরভূমি আন্দোলন কর্‌তে কর্‌তে মহাসমর দর্শন কর্‌বে এস।

[ইন্দ্র ও কুমারের প্রস্থান।

গান ।

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ঝাঁপতাল ।

দেবগণ । বল, ভ্রান্তমন ! দুঃখহরা তারা ।
নিত্য নির্ব্বিকারা সংসার-সারা ! (দয়াময়ি, দয়াময়ি, দয়াময়ি)
কে জানে জননি ! তোমার মায়া, সকলি বিশ্বরূপা তোমার ছায়া,
(দয়াময়ি, দয়াময়ি, দয়াময়ি !)
ভীমা, ভীমা, ভীমা, শ্যামা, ভয়ঙ্করী চঞ্চলা দামিনী সমা !
(দয়াময়ি, দয়াময়ি, দয়াময়ি !)
আসব-মগনা নগনা বেশ, সুনীল অম্বরতল-আবৃত কেশ,
(দয়াময়ি, দয়াময়ি, দয়াময়ি !)
ভীমা, ভীমা, ভীমা, শ্যামা, ভয়ঙ্করী, চঞ্চলা, দামিনী সমা !
(দয়াময়ি, দয়াময়ি, দয়াময়ি !) [সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

প্রমোদ-কানন ।

ত্রিদিবরঞ্জন ও বসন্তের প্রবেশ ।

ত্রিদিব । কিহে বসন্তভায়া ! আজ তোমার শরীরে একটু স্ফূর্ত্তি জন্মেছে নয় ? হতেই ত পারে, এতদিন দৈত্যপুরীতে হাঁপিয়ে মরছিলে, কোথাও বেরোবার যো ছিল না, আজ দৈত্যপ্রভুরা যুদ্ধ নিয়েই ব্যতি-ব্যস্ত, তোমাকে নিয়ে আর আরাম করেন কখন ! তুমিও এই সুযোগে ফুট রেখে বাঁচলে । ভয় নেই, আর তোমাকে কারাগার ভোগ কর্‌তে হবে না ।

বসন্ত। আপনি এখনও দৈত্যরাজের অধীন হয়ে রয়েছেন কেন?

ত্রিদিব। সুধর্ম্মা সভাটা যখন ওদের, তখন সভার সভ্য আমি আবার কোথা যাব বল? পরিবর্ত্তন হচ্ছে কেবল রাজা, আমরা যেমন, ঠিক তেমনই আছি। এখন কি বল্‌তে চাচ্ছ, বল দেখি?

বসন্ত। বিদ্যাধরীরা আপনাকে নিয়ে দেবসভায় যেমন আনন্দ কর্‌তেন, আজ সুখের দিনে তাঁরা সেই আনন্দ উপভোগ কর্‌তে চান।

ত্রিদিব। এ পোড়-খেকো সোনা তাতে ভয় খায় না; অনেক দিনের পর তাঁদের মুখে হাসিরেখা দেখা দিয়েছে, সে আনন্দে কি বাধা দিতে আছে? এস গো মহাশয়াগণ! আর লুকোচুরি কেন?

বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ।

গান।

খাম্বাজ—খেমটা।

বিদ্যাধরীগণ। এতদিনে বিষণ্ণ প্রাণে সুখ-সাধ জাগিল,
আঁধারময় পূরব-আকাশে উষার আলোক ভাসিল।
দুখ-হিম-ঋতু হল অবসান সুখ-মধুকাল আইল,
কাননে নীরস বিটপী দল নবকিশলয়ে সাজিল,
ডালে ডালে কুসুমনিচয় বিমল মধুর হাসিল!
কোকিলসনে কোকিল-বধূ, কাকলি-কূজনে ছড়ায় মধু,
প্রেমিকসনে প্রেমিকবধূ, প্রেম-শীধু-পানে মাতিল;—
অলিকুল আকুল ঝঙ্কারে মন মোহিল,
হৃদয়প্রাণ প্রমোদময় মলয় অনিল বহিল,
আতপভরা মরুতলে ধীরে প্রবাহিণী-ধারা ছুটিল।

বসন্ত। (ত্রিদিবের প্রতি) আপনি এদিক্ ওদিক্ চাচ্ছেন কেন? সুন্দরীদের রূপসুধা, প্রেমসুধা পান করুন।

ত্রিদিব। সুন্দরী? হায়! হায়! সংসারটাই সুন্দরী সুন্দরী করে পাগল; কিন্তু একটু মাথা ঘামিয়ে বুঝে দেখ্‌লেই হল,—ও জিনিস কেবল হাড় আর মাস; আর কিছুই নয়। (বিদ্যাধরীগণের প্রতি) না—না, তোমরা বড় সুন্দরী—বড় সুন্দরী! লাগাও, লাগাও, খুব নাচো, খুব গাও।

গান।

বেহাগ—ঠুংরি।

বিদ্যাধরীগণ। বিমল প্রেম অতুল রতন।
ক'জন সে রতনে বল করে অন্বেষণ।
সদা অসার প্রেমের তরে, অন্ধ নরে ঘুরে মরে,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে করে কাচেরে যতন।
যে প্রেমে নাইক বিকার, বিরহের নাইক আঁধার,
পরম প্রেম সেই সারাৎসার, কর তার যতন।

ত্রিদিব। যাই দেখি, যুদ্ধের আবার নূতন আয়োজন কি হচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অভিষেক-ক্ষেত্র।

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। (স্বগত) একে একে সব গেল!
রণপয়োধির অগাধ সলিলে
দেখিতে দেখিতে সবে হ'ল নিমগন!
হেন অসম্ভব হবে সম্ভাবিত,

দৈত্য-সুখ-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে,
কল্পনায়ও মনে হয়নি উদয়!
হায়! প্রজাগণে যদি রাখিতাম সুখে,
আপনার প্রাণ সম ভাবিতাম যদি,
মহাশক্তি-সনে রণ হইত কি তবে!
ওই যেন আসে, ওই যেন ধরে কেশে,
ভয়ঙ্করী বেশে, হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ! অট্টহাসি হেসে—
ও হো! মহাত্রাসে কাঁপিছে হৃদয়!
রণে হবে জয়, রক্তবীজ দিল আশা,
বৃথা আশা, সকল ভরসা গেল দূর হয়ে!
কেবা বন্ধু? কেহ বন্ধু নয়,
সকলেই ঘোর স্বার্থপর;
কারও কথা শুনিব না আমি!
কিন্তু এই আত্মগ্লানি সম্বরি কেমনে!
হৃদয়-সমুদ্র মাঝে
যেন রে বাড়বানল জ্বলিতে লাগিল!

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্তবীজ। সুধীশ্রেষ্ঠ মহাবীর! রাজসহোদর!
সেনাপতিপদে আজি অভিষিক্ত আমি,
শুভযাত্রা-কালে তব দরশন লভি,
যাই মহানন্দভরে সমর-ভূমিতে!

নিশুম্ভ। চাই না দেখিতে—চাই না দেখিতে—
চাই না দেখিতে—ওই পাপমুখ!

যাও—যাও—
দূর হয়ে যাও সম্মুখ হইতে!

রক্তবীজ। কোন্ দোষ দেখিয়াছ দৈত্যমণি,
কুটিল কটাক্ষ তাই মোর প্রতি!

নিশুম্ভ। তোমা সনে বাক্যালাপে নাহি প্রয়োজন!

রক্ত। বুঝিয়াছি, আমারে ভেবেছ তুমি নির্দ্দয় পাষাণ;
কিন্তু ধীরভাবে দেখহ বিচারি,
কূটনীতি শিখাইনু কার তরে আমি?
বিপুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হবে রাজপুরী,
স্বজাতির সুগৌরব নিত্যই বাড়িবে,
তাই ত কৌশলজাল করেছিনু সুবিস্তার;
যদি মম স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য থাকিত,
তবে কি সমরে আজ যাই প্রাণ দিতে?

নিশুম্ভ। ছল বাক্য! ছল বাক্য!
রাজ-হিত-সাধনের তরে,
ভীষণ সমরে দিবে প্রাণ তুমি!
কিছুতেই না হয় বিশ্বাস!

রক্ত। সত্য কথা কহিতেছি;
বিন্দুমাত্র হবে না অন্যথা,
রক্তবীজ কৃতঘ্নতা জানে না কখনো;
বাক্যব্যয়ে কিবা ফল!
কি দুর্দ্ধর্ষ শক্তি আজি দেখাব সমরে,
সে জানিবে, মহাশক্তি বলে যারে সবে!
বীরত্ব দেখিবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-বাসী!

নিশুম্ভ। হৃদয়ের দারুণ আবেগ,
কার কাছে করিব প্রকাশ!
হতাশ—হতাশ ভাব কেবল পরাণে!
যেন মহাযাত্রা-কাল সম্মুখে উদয়,
হবে লয় আজি সকল সুখের!
যাই একবার—
স্নেহময় অগ্রজের স্নেহ-তরুতলে,
জুড়াই আমার এই সন্তাপিত হৃদি!

[প্রস্থান।

রক্ত। চল—চল বীরেন্দ্র সকল!
উল্লসিত প্রাণে অসি করিয়া ধারণ,
সন্তরিতে চল সুখে সমর-সাগরে!
আনন্দে মাতিছে হৃদি সমর-আশায়,
বিলম্বে নাহিক ফল—যাই দ্রুতগতি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নন্দন-কানন।

শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ। (স্বগত) রক্তবীজকে ত যুদ্ধে প্রেরণ করে এলেম! সংগ্রামে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। অবশিষ্ট প্রাণের ভাই নিশুম্ভ, হৃদয়-নন্দন পুণ্যফল-রূপী পুত্র পূর্ণেন্দু, আর আমি; তা হলেই আমার জীবন-নাটকের যবনিকা-পতন হয়! আঃ! কতক্ষণে সেই সুখের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে। চারিদিকে রোদনের মহারোল উঠেছে; ও রোদনে আর হৃদয় কাঁদে না; আজ আমার জীবনের কি অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে? কত আত্ম-পরিজন অকালে কাল-গর্ভে শয়ন কর্‌লে, রাজপুরী শোকাশ্রু-প্রবাহে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, আমি অটল হিমাদ্রির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছি! আর অধিক দিন নয়, অদ্যই আমার ইহ সংসার-খেলার অবসান হবে, বিষয়-বিভব ধনরত্নরাজি স্তুব পড়ে থাক্‌বে, আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাশূন্যে মিশে যাব।

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধ আমি—নিতান্ত নির্ব্বোধ!
কি ছিলাম, কি হয়েছি কুসঙ্গের দোষে!
হায়! যেই দিন তপস্যায় করি সিদ্ধিলাভ
আইলাম সুরপুরে পরম পুলকে,
সেই দিন এ হৃদয় কত উচ্চ ছিল!

কত শান্তি বিরাজিত ছিল এই প্রাণে!
সে হৃদয় কোথা গেল? তপোবন সম—
সুপবিত্র শান্তিময় হৃদয়-আসনে
সযতনে বসাইনু পাপ-পিশাচেরে!
হায়! হায়! কি করিনু আমি রে পাতকী!
মর্ম্মদাহ! মর্ম্মদাহ! তীব্র অনুতাপে,
ছারখার হয়ে গেল অশান্ত জীবন!

শুম্ভ। আয় ভাই! আয় ভাই! প্রাণের নিশুম্ভ!
সংসার-লীলার আজ অবসান-দিনে
ভাই ভাই একবার করি আলিঙ্গন! (তথাকরণ)
এ সৌভাগ্য স্থায়ী হবে কত আশা ছিল,
বিধাতা সাধিল বাদ করমের দোষে!

নিশুম্ভ। দাদা! দাদা!
আমার মতন মহাপাপী ঘৃণিত পিশাচে
অবাধে দিলে গো বুকে স্থান!
ধন্য গো মহত্ত্ব ভরা-হৃদয় তোমার!
এমন দেবতা যিনি,
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত মহারত্ন যিনি,
তাঁর কি পতন কভু হয় গো সম্ভব?
দাদা গো! দাদা গো! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর,
অপরাধী—অপরাধী—
ঘোর অপরাধী আমি তোমার চরণে!
তোমার সুখের পথে হয়েছি কণ্টক!
সংসার-রহস্য নিতান্ত জটিল,

বুঝিতে পারিনি তার বিষম ছলনা,
সুজন, দুর্জ্জন চিনিতে পারিনি,
দুর্জ্জনের উপদেশে দেবত্ব হারায়ে,
পশু হইয়াছি—পশু হইয়াছি আমি!
করিয়াছি কলঙ্কিত
তোমার সুযশঃ ভরা সুপবিত্র নাম!
তোমায় নিশ্চিন্ত রাখিবার তরে
রাজকার্য্য ভার লইলাম আমি,—
কিন্তু কুবুদ্ধির দোষে,
বিলাসিতা-পাপিনীর করিলাম পূজা!
পিশাচেরে করিনু বিশ্বাস!
কাঁদালেম যতেক প্রজায়,
তব বিনাশের পথ প্রশস্ত করিনু!
শুধু তাই নয় দাদা!
সমূলে বিনষ্ট হতে
করিয়াছি আমি এই মহা আয়োজন!

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

গান।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শক্ত্যানন্দ। কি হবে রে করিয়ে রোদন, আর এখন!
দাবানল জ্বলেছে প্রবল, বৃথা আর বারি-সেচন।
যেমন কর্ম্মের বল, তেমনি ফলিবে ফল,
বিষের গাছেতে কোথা সুধা ফল করে ধারণ ?

নিজে তুমি সাধ করে, দিয়েছ হাত ফণি-শিরে
ফণধর তাই তোমারে করেছে দংশন ;—
বিষে তনু জর জর, চক্ষে ধারা দর দর,
এখন মরণ মঙ্গল কেবল, অসহ্য বিষের দাহন।

শুম্ভ। সন্ন্যাসী! তুমি একদিন এসে আমায় দিব্য দৃষ্টি দান করেছিলে, আজ আবার এসেছ কেন?

শক্ত্যা। কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়ে তোমাদের সকলকে অনন্ত মহা-সমুদ্রে নিয়ে যাব, সেইজন্যই এসেছি।

শুম্ভ। তোমার কথাগুলি অত্যন্ত কর্কশ।

শক্ত্যা। শুধু কথা নয়, হৃদয়ও আমার অতি কর্কশ—বজ্রের ন্যায় কঠোর। অতি নিষ্ঠুরের কাজ আমা দ্বারা সম্পন্ন হয়। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে আমি অসাধ্য সাধন করি। তাঁর নিকট হতে এক মূলধন নিয়ে বিশ্বসংসারে বিধি-কার্য্য সাধন করে বেড়াই। তাই কাল যে রাজা, আজ সে ভিখারী; কাল যে ভিক্ষুক, আজ সে রাজা। আমার চক্রে পড়ে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি আবার মহাবিপদের অনন্ত পাথারে ভাসমান হয়! কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ যোগী, কেহ ভোগী, সব আমার চক্রের গতিতে। সংসারে সবই চাই; উত্থান পতন, আনন্দ বিষাদ, পূর্ণিমা অমাবস্যা, এ সবই প্রয়োজন; একটির পর, অপরটির কার্য্য হবেই হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জীবের চৈতন্য নাই, সম্পদে আনন্দে উন্মত্ত, বিপদে ধৈর্য্যহীন; যখন অতি মহৎ হলেও তার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন তার জন্য আহ্লাদই বা কেন? বিষাদই বা কেন? ত্রিলোকনাথ! আপনার কিছুই অবিদিত নাই, আপনি জ্ঞানী; [illegible]সংসার-পরীক্ষাক্ষেত্রে আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নাই, কেন? ইন্দ্রত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্‌লেন না কেন?

অনেক চেষ্টাও করেছেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেন নাই, প্রাক্তনই এর একমাত্র কারণ, এস মহারাজ ! তোমার অদৃষ্টের ফলভোগ করবে এস ! (নিশুম্ভের প্রতি) এস রাজসহোদর ! তুমি যে রক্তবীজকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবেসেছিলে, তার মৃত্যুদৃশ্য দেখ্‌বে এস ; এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি তার জন্য অসি খড়্গ নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন, এই দেখ !

[শ্যামার চিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থান।

নিশুম্ভ। দাদা ! ওই রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি আর একদিন ওই সন্ন্যাসী দেখিয়েছিল ! আজ দেখে আর প্রাণে ভীতিসঞ্চার হচ্ছে না—আনন্দ-উদয় হচ্ছে ! কেন না মহাপাপী রক্তবীজের ধ্বংস দেখে—আমি প্রাণত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব ! দাদা ! আজ আপনার চরণে ধরে বল্‌ছি, আমার প্রাণে কপটতা নাই ; বিধাতা আমাকে অন্য সকল গুণে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু আমার হৃদয়ে সরলতাটি এখনও রেখেছেন ! দাদা, আমি বুঝ্‌তে না পেরে অন্যায় কাজ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন !

শুম্ভ। হাঁ ভাই নিশুম্ভ ! কাঁদ্‌ছিস্ কেন ? হয়েছে কি ? যদি সহস্র অপরাধে অপরাধী হোস্, তবু তুই আমার ভাই ; তুই যা করেছিলি, আমার মঙ্গলের জন্যই ত করেছিলি। ভাগ্য দোষে চন্দনে অনল উৎপন্ন হয়েছে, তা কি কর্‌ব ! যা কিছু করেছিস্, সে দোষ আমার হয়েছে ! যদি তুই কোন উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ কর্‌তিস্, তবে আমি কি তার সম-অংশী হতেম না ? তুচ্ছ স্বার্থের জন্য এই মৃত্যুকালে ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত হব ? এক শোণিতে দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেছি, শৈশবে কত খেলা করেছি, একসঙ্গে তপস্যা করেছি, একসঙ্গে অমরালয়ে এসেছি ; দুদিনের লীলা-খেলা ফুরুলো, এইবার একসঙ্গে চল্ ভাই ! সমরানলে জীবন আহুতি দিতে যাই ! ভাই রে ! কিসের দুঃখ ! এখনও আমরা সুখী—এই ভ্রাতৃ-স্নেহভালবাসায় এখনও আমরা সুখী !

নিশুম্ভ। ধন্য আপনি! দাদা হতে হলে যে অসাধারণ ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা থাক্‌তে হয়, তা আপনাতেই আছে, জগৎবাসী যেন আপনার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন দাদা পায়।

শুম্ভ। ভাই রে! প্রাণের ভাই রে! অধিক কথা বল্‌বার সময় নাই, পূর্ণেন্দুকে সমরে বিদায় দিয়ে সকলে একসঙ্গে যাই চল।

নিশুম্ভ। দাদা! পূর্ণেন্দুকে আর যুদ্ধে প্রেরণ করে কাজ নাই; বংশের দুলালকে রেখে যাই চলুন!

শুম্ভ। অবোধ, কলঙ্কিত রাজা আমি! আমি আদর্শ-চরিত্র বিশ্বসমাজে দেখাতে পারি নাই। পূর্ণেন্দুকে রেখে গেলে কলঙ্কীর পুত্র ব'লে তাকে সকলে ঘৃণা কর্‌বে! সেই জন্য তাকেও সমরানলে আহুতি দিয়ে যাব!

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। বাবা, কি বল্‌ছেন?

শুম্ভ। তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে, আমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে!

নিশুম্ভ। বাবা, পূর্ণেন্দু এসেছ! সরলতার মূর্ত্তিমান্ ছবি, ন্যায়পরায়ণ কুমার! অমর রাজ্যের শান্তিকুসুম! তুমি এসেছ বাবা? তোর প্রতি বড় কঠোর ব্যবহার করেছি, কত দুর্ব্বাক্য বলেছি! বাবা, আমি ভ্রান্তি-মদিরায় জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, এখন চৈতন্য হয়েছে! প্রাণের পূর্ণেন্দু! আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না!

শুম্ভ। আমিও তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছি! আমার অভিপ্রেত কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পেরে তুমি আমার কার্য্যে বাধা দিয়েছিলে, তাই আমি তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছিলেম! প্রাণাধিক!

তোমাকে চিরদিন বুকে বুকে রেখেছিলেম, কিন্তু সময়ের দোষে আমি তোমাকে বুকে না রেখে, তোমার কোমল বুকে পদাঘাত করেছি!

পূর্ণেন্দু। বাবা, আমি আপনাদের উপর বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হই নাই। এখন আর বিলম্ব কেন? চলুন, সেই ঘোরা মহাশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইগে।

নিশুম্ভ। বাবা, তুমি একদিন সেই মহাশক্তির সঙ্গে সমরের জন্য কত আপত্তি করেছিলে, আজ আবার সম্মতি প্রদান কর্‌ছ কেন?

পূর্ণেন্দু। খুল্লতাত, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তাই বল্‌ছি;—বিপদাক্রমণের পূর্ব্বে বিপদ্‌কে ভয় করে সাবধান হওয়া উচিত; কিন্তু বিপদ্ উপস্থিত হলে তখন শতগুণ তেজে, শতগুণ উৎসাহে সে বিপদে পরিত্রাণের চেষ্টা করা আবশ্যক।

নিশুম্ভ। তুমি কিন্তু বাবা, সেই মহাশক্তির সঙ্গে কিছুতেই যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না।

পূর্ণেন্দু। খুল্লতাত, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা অতিসহজ। মহা মহা যোদ্ধারা তাঁকে উপর্য্যুপরি শত শত শরবর্ষণ করেও পরাজিত কর্‌তে পারে না; কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র যোদ্ধাও হয় ত একটি কুসুম-আঘাতে তাঁকে পরাজয় করে বন্ধন কর্‌তে পারে।

(স্বগত) মাগো দয়াময়ি!
তোর ওই রাঙা রাঙা পদ-কোকনদে
মিশিবারে হইয়াছে সাধ!
কর্ত্তব্য-পালন-ছলে—
যাব মাগো আজ উদ্দেশ্য-সাধনে;
নিয়ে চ'মা—নিয়ে চ'মা!
বিলম্ব সয় না আর হেরম্ব-জননি!

নিশুম্ভ। সমরে যাইবে বাপ, মুখে বলিতেছ,
সমরের অস্ত্র তোর কই রে পাগল ?

পূর্ণেন্দু। পিতৃব্য! সমরে জয়লাভের আশা সকলেরই সমান; আমি কোন্ অস্ত্র চালনা করে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম-সাগর উত্তীর্ণ হব, তা আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌ব কেন ? আমি যে যে প্রধান প্রধান অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌ব সঙ্কল্প করেছি, সে গুলি আমার অস্ত্রাগারে অতি যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছি; যুদ্ধস্থলে সে অস্ত্র সকলে দেখ্‌তে পাবেন, এখন দেখাব না। (উদ্দেশে) সর্ব্বনাশি! আমার পিতার সর্ব্বনাশ করে তুই এলোকেশ বিস্তার করে অট্টহাসি হাস্‌ছিস্! আমাদের দুর্দ্দিন দেখে তোর মনে আনন্দ হয়েছে! পিতার সঙ্গে ছলনা বিস্তার করে, সমরের সূত্রপাত করে এখন দৈত্যকুল নির্ম্মূল কর্‌তে বসেছিস্! তোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে তা জানি; কিন্তু সহজে তোকে ছেড়ে দেব না!—যখন সুযোগ পেয়েছি, তখন সহজে তোকে ছেড়ে দেব না! তুই কোপদৃষ্টিতে ধূম্রলোচনকে বধ করেছিলি, আমারও কি নয়নে কোন প্রকার দৃষ্টি নাই ? আমাকে কি অন্ধ মনে করেছিস্ ? তা মনে করিস্ না! আমার দেহের যত কিছু শক্তি আছে, আজ আমি সে সমুদয়কে এই নয়নে আবির্ভাব কর্‌ব! এমন দৃষ্টিতে তোর আপাদ-মস্তক পানে চাইব, তাতে তোকে বিনাশ কর্‌তে না পারি, অন্ততঃ অসি খড়্গ ত্যাগ করাব—তোকে স্তম্ভিত করে রাখ্‌ব! আমি বীরমাতার সন্তান, তোর রক্তচক্ষু দেখে ভয় করি না!

নিশুম্ভ। বাখানি—বাখানি বাপ, তোমার সাহস!
কিন্তু বাপ, কার্য্য তার বড় ভয়ঙ্কর!
কঠিনে কোমলে রণ হইবে কেমনে ?
শুনিয়াছি সেই বামা নাচিতে নাচিতে,

উষ্ণ রক্ত করে পান উদর পূরিয়া ;—
ওহো ! স্মরিলে সে কথা সর্ব্বাঙ্গ শিহরে !

পূর্ণেন্দু। তাতে ভয় করি না পিতৃব্য !—তাতে ভয় করি না ! সে উদর পূর্ণ ক'রে রুধির পান করে, আমি উদর পূর্ণ ক'রে তার হৃদয়ের রুধির অপেক্ষাও যা প্রিয়, তাই আজ প্রাণভরে পান কর্‌ব।

(স্বগত) বিশ্ব-স্নেহময়ি মা !
স্নেহ-স্তন্য-সুধা পান করায়ো সন্তানে।
নিদারুণ পিপাসায়—
হৃদয় আমার আজ নিতান্ত আকুল !
বড় দয়াময়ী তুই,
সবাই বলে গো তুই রুধির করিস্ পান ;
কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে ভাবি,—
বিষময় দৈত্যরক্তে জগতের হবে অমঙ্গল,
তাই সে শোণিত—
আপন উদরে রাখিস্ যতনে !
যেমন গো পিতা ব্যোমকেশ—
বাসুকীর তীব্র বিষে বাঁচাইতে সবে,
প্রাণনাশী সেই বিষ করেছিলা পান !

শুম্ভ। দেখো বাছা ! বীর চূড়ামণি !
সমরে পশিয়া তুমি শুনে অট্টহাস,
করো না—করো না যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন !

পূর্ণেন্দু। যেজন হয় গো পিতা উপযুক্ত বীর,
অট্টহাসে তার কভু হয় কিগো ভয় ?
(স্বগত) পাপী যদি যায় মার কাছে,

চৈতন্য সে পায় শুনি অট্টহাস,—
হৃদয়ের পাপ—
ছুটিয়া পলায় কোন্ অন্ধকার স্থানে!
তাই হাসে মা আমার!
পুত্রের মঙ্গল তরে,
সততই মা করিছে যতন!

হেমপ্রভার প্রবেশ।

হেমপ্রভা। মহারাজ! অন্ধকার নিভৃত আলয়ে,
কি করিছ ভ্রাতৃদ্বয় মিলি!

শুম্ভ। কি কর্‌ছি? রাজ্ঞি! সুখের সরোবরে সুন্দর মৃণালে একটি শতদল পদ্ম ফুটে আছে, সেইটিকে ছিন্ন কর্‌বার উপায় কর্‌ছি; অথবা বিহঙ্গিনীর প্রিয় শাবকের প্রাণ বিনাশ কর্‌বার জন্য নির্দ্দয় কিরাত আমি জাল বিস্তার কর্‌ছি!

হেম। স্বামিন্! তোমাদের দেখে আজ আমার প্রাণ যেন ভয়ে আকুল হয়ে উঠ্‌ছে! যেন তোমরা দয়ামমতাশূন্য হয়েছ—এ দেশ ছেড়ে যেন এক কোন নূতন মহাদেশে যাবার জন্য লালায়িত হয়েছ! তীর্থযাত্রী যেমন যাত্রাকালে আত্মপরিজনকে ভুলে যায়, আজ যেন তেমনি অবস্থা তোমাদের!

শুম্ভ। মহিষি! যাবার সময় আর দেখা কর্‌ব না মনে ছিল; যদি এসেছ, তবে একবার সম্মুখে দাঁড়াও, প্রাণের পুত্র পূর্ণেন্দুকে সম্মুখে নিয়ে দাঁড়াও। (নিশুম্ভের প্রতি) নিশুম্ভ! তুমি ভাই একবার আমার পাশে এস; শোভা কোথা?

হেম। অন্তঃপুরে।

শুম্ভ। থাক্, থাক্, আমি কল্পনা-চক্ষেই দেখ্‌ব।

হেম। নয়ন মুদিত কর্‌লে কেন মহারাজ?

শুম্ভ। প্রিয়ে! আমার এই সাধের সংসার-কাননটি যে দিন্ প্রথম সাজিয়েছিলেম, সেই দিনের সৌন্দর্য্যটি একবার মনে মনে ভেবে নিচ্ছি,—বর্ত্তমান চিত্রটিও দেখ্‌ছি; আবার শেষ কি হবে, তাও এই সময় একবার মনের সাধ পূর্ণ করে মানস-নয়নে দেখে নিচ্ছি!

নিশুম্ভ। দাদা! আর স্থির থাক্‌তে পারি না! দাদা গো, পাপীর হৃদয় কেঁদে উঠ্‌ল! হৃদয়-সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌ল! কর্ম্মতরুতে যে এমন বিষময় ফল ফল্‌বে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই! (শুম্ভের কণ্ঠ ধরিয়া) দাদা! দাদা! কি হল! (পূর্ণেন্দুর প্রতি) আয় পূর্ণেন্দু! আর একবার তোকে জন্মের শোধ কোলে করি! একদিনে আমি সমস্ত জীবনের তৃপ্তি-সুধা লাভ করি! (পূর্ণেন্দুকে ক্রোড়ে ধারণ) বাবা! আজ তুমি অসাধারণ উদ্যমে, বিপুল সাহসে হৃদয় পূর্ণ করেছ, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবে তাও জানি; কিন্তু বাবা, সে রাক্ষসীর হাতে কারও নিস্তার নাই, ওরে! আমিই তোদের বিশুদ্ধ আনন্দ-সুখের মহাকণ্টক! আমিই——

শুম্ভ। আবার আমিই বল্‌ছিস্ কেন, ভাই! আমি তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর—আমি রাজা,—সব দোষ আমার!

নিশুম্ভ। দাদা! চল্‌লেম; এই সংসার-চিত্রখানির পানে যতই দৃষ্টিপাত কর্‌ছি, ততই যেন প্রাণে অতীতের স্মৃতি জাগরিত হচ্ছে! আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, শীঘ্রই এ দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব! (পূর্ণেন্দুর প্রতি) তোমার মৃত্যুদৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌ব না সেইজন্য আমিএকটু অগ্রসর হলেম।

[প্রস্থান।

শুম্ভ। দাঁড়াও ভাই, একসঙ্গে যাব! (হেমপ্রভার প্রতি) মহিষি! কুমারকে কিছু বল্‌বার থাকে, বলে শীঘ্র রণস্থলে প্রেরণ কর; আমি অগ্রসর হই।

হেমপ্রভা। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) পুত্র রে! পুত্র রে!
কেন করেছিস্ হেন অসম সাহস?
কাঁদাইতে অভাগিনী দুঃখিনী মায়েরে
কেন সাধ করেছ দুলাল?

পূর্ণেন্দু। মাগো, পুণ্যময়ি! স্নেহময়ি জননি গো!
পুত্রস্নেহ ভুলে যাগো আজ!
শক্তিপূজা কর্ আজি নবশক্তি ধরি।
বিশ্বজননীর কার্য্যে—
তোর এই পুত্ররত্ন দে মা উপহার!
ওই—ওই শূন্য হতে যেন কে বলিছে;—
হৃদয় হইতে যেন কে বলিছে,—
আত্মবলি মহাবলি শক্তির পূজায়!
জননি গো! দেবরাজ্য-স্থাপনের তরে,
প্রজাদের ভবিষ্যৎ সুখের কারণ,
মহাযজ্ঞে দি'ব আজি আত্মবলিদান!
দে মা পদধূলি, কর্ আশীর্ব্বাদ,
অধিক সময় নাই আর।

হেমপ্রভা। সদুদ্দেশ্য তোমার কুমার!
কাঁদিবার তরে বিধি গড়েছে আমায়,
দিবানিশি কাঁদিতেছি;
এ নয় নূতন কিছু আমার জীবনে!

ভাসিব রে রোদনের অনন্ত পাথারে!
পুত্র, তুমি দেবকার্য্য সাধিবারে যাও!
দেবরাজ্য হোক রে স্থাপন, প্রজাগণ হোক সুখী।

পূর্ণেন্দু। দাও পদধূলি,
খেলার সংসারে ভগবতি মা! দাও পদ ধূলি!

হেমপ্রভা। যাও বাছা, সিদ্ধ হোক মনোরথ!
(স্বগত) পাষাণ হৃদয়! বিরলে কাঁদিবে চল!
তার পর নিয়তির ইচ্ছা হইবে পূরণ।
(অদূরে শোভাকে দেখিয়া, প্রকাশ্যে)
ওকি দেখি! আসিছে যে কেঁদে কেঁদে
কাতরা বিহ্বলা পুত্রবধূ শোভা!

পূর্ণেন্দু। মাগো, আমি যাব বুঝাইয়া;
কোন চিন্তা নাই।

শোভার প্রবেশ।

শোভা। (হেমপ্রভার প্রতি) মাগো! মায়ের মন্দিরে আজও পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেম, তিনি আজও সেদিনকার মত খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লেন! এখনও আমার বুক কাঁপ্‌ছে মা! দক্ষিণ অঙ্গ, দক্ষিণ চক্ষু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হচ্ছে!

হেমপ্রভা। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) কুমার! কি বলে বুঝিয়ে যাবি যা! (উদ্দেশে) জগদীশ্বরি, তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক মা!

[প্রস্থান।

শোভা। হৃদয়েশ! আমার হৃদয়াকাশের অমল শশাঙ্ক! তুমি কোথায় যাও? আমার হৃদয় অন্ধকার করে কোথায় যাও?

পূর্ণেন্দু। পিতৃব্যর সাহায্য কর্‌তে যুদ্ধে যাচ্ছি।

শোভা। আমি যেতে দেব না!

পূর্ণেন্দু। (স্বগত) হায় শোভা! মুগ্ধা চাতকিনি!
আর কেন চেয়ে আছ বারিধর পানে?
পিপাসায় প্রাণ যদি যায়,
তবু না পাইবে স্নিগ্ধ জল;
বজ্রাঘাত বুকে পড়িবে এখনি!

(প্রকাশ্যে) শোভা, সন্দেহ করো না, আমি ফিরে আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

শোভা। দেখ, ওই শিরোগৃহে ব'সে, বৃক্ষ-শিরে ব'সে কুলক্ষণ কাকগুলো উৎকট চীৎকার কর্‌ছে; আমার বড় ভয় হচ্ছে!

পূর্ণেন্দু। ওগুলো নিয়তই চীৎকার করে, ওদের কাজই ওই। অন্য সময় ওদিকে লক্ষ্য হয় না, বিপদের সময় ওই রব শুনে অমঙ্গলের সূচনা মনে হয়—ও কিছুই নয়, জনপ্রবাদ।

শোভা। তোমার কথায় আমার হৃদয় প্রবোধ মানে না!

পূর্ণেন্দু। কেন আজ আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌ছ?

শোভা। আমার পুনঃ পুনঃ মনে হচ্ছে, আজ তোমাকে আমি হারাব! প্রিয়তম, তোমায় আমায় রোদন কর্‌বার জন্যও যদি জীবিত থাকি, সেই পরম সুখ মনে কর্‌ব; যদি এ রাজপুরী ছেড়ে বন-নিবাসে কুশ-কণ্টক-যাতনা ভোগ কর্‌তে হয়, তাও অবাধে সহ্য হবে! নাথ, সকলই কি ভুলে গেলে? অধিক আর বল্‌তে চাই না, যে দিন তোমায়-আমায় পবিত্র পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হয়েছিলেম, একবারের জন্য সেই দিনের কথাটি স্মরণ কর।

পূর্ণেন্দু। (সুরে) মায়ার বন্ধনে আর বেঁধো না!
অতীতের স্মৃতি যাও যাও ভুলে,
করম পথে বাধা দিও না!

শোভা। হৃদয়নাথ! সত্য কথা বল, তুমি আজ এত নিষ্ঠুর হয়েছ কেন!

পূর্ণেন্দু। (সুরে) নিয়তির লীলা-তরঙ্গে ভেসেছি,
তাই শোভা আজি নিদয় হয়েছি,
ত্যজ সুখ-আশা, প্রেম-ভালবাসা,
আশা-পথ চেয়ে আর থেকো না!

শোভা। কি বল্‌লে? সংসারসর্ব্বস্ব! অমূল্যরত্ন! কি কঠোর কথা বল্‌লে? হায়! আমাদের সুখের আনন্দলীলা কি ছুদিনেই ফুরুলো?

পূর্ণেন্দু। (সুরে) দৈত্য কুল-বধূ কেন হয়েছিলে,
পাপপুরী-মাঝে কেন এসেছিলে?
তাই ফুল্ল ফুল তুমি অনলে পুড়িলে,
কি করিব এ সব বিধির ছলনা!

শোভা। দাঁড়াও, তবে তোমায় একবার জন্মের শোধ দেখে নিই!

পূর্ণেন্দু। (সুরে, উদ্দেশে) পরম-ঈশ্বরি! যাই গো এখন,
তোমার করম করিতে সাধন,
দিও মা অভয়া, অভয় চরণ,
যেন পাতকী বলিয়ে ঘৃণা করো না!

শোভা। তবে আর আমি এই শূন্যগৃহে একাকিনী রোদন কর্‌বার জন্য কেন থাকৃব? আমাকেও নিয়ে চল, সস্ত্রীক হয়ে মহাব্রত পালন কর্‌বে চল।

পূর্ণেন্দু। শোভা! তুমি সঙ্গে থাকৃলে আমি কর্ত্তব্য-পালন কর্‌তে পার্‌ব না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যেও।

শোভা। স্বামিন্! তোমার ইচ্ছায় বাধা দেব না। যাও—যাও, কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে যাও!

পূর্ণেন্দু। সংসার! পড়ে থাক! অসার মায়ার কামনা! দূর হয়ে যাও!

[প্রস্থান।

শোভা। (পূর্ণেন্দুর পানে চাহিয়া) যতক্ষণ দৃষ্টি যায়, ততক্ষণ তোমার ঐ সজীব মূর্ত্তিখানি দেখে নিই! তার পর রণস্থলে তোমার মৃতদেহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমিও আমার কর্ত্তব্যপালন কর্‌ব।

সখীগণের প্রবেশ।

গান।

বেহাগ—একতালা।

সখীগণ। মরি! মরি! প্রিয়সখীর সকল আশা ফুরাইল!
হায়! এমন আনন্দসুখে কে আজি রে বাদী হল!
ওরে ওরে পোড়া বিধি, এ তোর কেমন বিধি,
কেন দিলি সেই নিধি, এত যদি মনে ছিল;—
ভক্তিভরে সে নিধিরে, রেখেছিল হৃদি'পরে,
হৃদয়-আধার আঁধার করে আজি তারে হারাইল!
মরি রে বিষাদ-মুখি, তোর অশ্রুধারা দেখি,
আমাদেরো সংসারের আশা-নদী শুখাইল;
বিষাদিনি ওগো, সতি! কান্না বিনা নাই গতি,
কান্নার দিনে আজি সবাই কাঁদি চল, অবিরল!

[শোভাকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্তবীজ। (উচ্চৈঃস্বরে) দৈত্যগণ! কর দৃঢ়পণ,
দেবশক্তি দিনে দিনে হতেছে প্রবলা,
ভাবিতাম যাহাদের শৃগাল কুক্কুর,
তারা আজ মহাসিংহ-বিনাশে উদ্যত!
চিন্তাতীত, স্বপ্নাতীত ভাবিতাম যাহা,
সুসম্ভব হইয়াছে তাই এতদিনে!
সাবধান! সাবধান! অলস হয়ো না!
সুষুপ্তজাতির এই চৈতন্য উদয়ে,
জানি না কি আমাদের হবে সর্ব্বনাশ!
হয়ো না সাহস-হারা ভাই সব আজ,
আমার আদর্শে কর উৎসাহ উদ্যম!
উদ্যমের গুণে মোরা হয়েছি উন্নত,
সাধনা সফল হবে তাহার পূজায়!
পরশু, দ্রুঘণ, শেল, মুষল, মুদ্গর,
হস্তে লয়ে ঘোর রবে কর আস্ফালন!
হুহুঙ্কারে বিকম্পিত হোক দিক্‌চয়,
হিমালয় সুমেরুর শৃঙ্গ কেঁপে যাক্,

করিয়া উপেক্ষা মহাজলধি গর্জ্জনে,
মিশুক সে হুহুঙ্কার শূন্য ব্যোমতলে!
সমর-উৎসবে বিশ্ব কর চমকিত! [প্রস্থান।

দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ।

গান।

আড়ানা—তেওরা।

দৈত্যসৈন্যগণ। করব সবাই আজ আমরা প্রতিজ্ঞা-পালন।
প্রাণের ভয়ে ভীরুর মত করব না'ক পলায়ন।
পলায়নে হবে মরণ, রণে মলে অমর জীবন,
দৈত্যের গৌরব-কেতন, হবে যশঃ-সুশোভন।
অবনত যারা ছিল, তারা সমুন্নত হল,
প্রাণে জ্বলে হিংসানল, কে জানে তার কি দাহন!
ঐ দেখ্ দেখ্ সেই বামা, কালরূপা, কালসমা,
মহাশক্তি ঐ ভীমা, চল যাই করিতে দলন। [প্রস্থান।

রক্তবীজ ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি, তোমার বক্তব্য কি? কিসের অনুনয়?

রক্ত। কি জন্য অনুনয় করছি, বুঝ্‌তে পারছ না? আজ অসংখ্য সৈন্য-সমাবেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ না! দৌহৃত, মৌর্য্য, কালকেয় প্রভৃতি অগণ্য মহা মহা অসুর আজ অসিহস্তে দণ্ডায়মান, আজই তোমাদের মহাশক্তির শক্তি-দলন হবে। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি, অসমসাহসে নিরস্ত হও।

ইন্দ্র। পাপিষ্ঠ! ভয় পেয়েছিস্? ভয় পেয়েছিস্? মাতৃবন্দনার দিগন্তব্যাপী কোলাহল শুনে, তেত্রিশ কোটি দেবতার একত্র সম্মিলন

দেখে, মহাশক্তির ক্রোধ-হুহুঙ্কার শুনে ভয় পেয়েছিস্? নিত্য সহস্র সহস্র দৈত্য সমর-শয্যায় শায়িত হচ্ছে দেখে, কৌশলে আমাদের হৃদয় হতে মাতৃভক্তি অপনয়ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিস? আমাদের রাজ্য গিয়েছে, সুখৈশ্বর্য্য সব গিয়েছে, আমরা কি না ক্ষুধার জ্বালা-নিবৃত্তির জন্য স্বর্গে মর্ত্ত্যে যজ্ঞভাগ ভোজন কর্‌ব, স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে সমান চক্ষে দেখ্‌ব, স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে এক বলে মনে কর্‌ব, তার জন্য তোরা নিরীহ দেবগণকে, দেবশিশুগণকে কত যন্ত্রণা দিয়েছিস্! আজ কর্ম্মপথের মধ্যস্থলে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। যত চেষ্টা কর্, আমাদের মাতৃভক্তি লোপ কর্‌তে পার্‌বি না। ও হো হো! কি দুঃখ, কি পরিতাপ! মর্ম্মভেদী পরিতাপ! মা আদ্যাশক্তির সন্তান হয়ে তোদের বিদ্রূপ, তোদের লাঞ্ছনা সহ্য করেছি! আজ প্রতিহিংসা সাধনের দিন! (উদ্দেশে) মা, মা, আয় মা! আয় মা! রুধিরাশিনি চামুণ্ডে! রুধিরাশিনি ছিন্নমস্তে! আয় মা! মহাশত্রু শুম্ভের কালসর্পরূপী সেনাপতিকে অগ্রে বিনাশ কর্ মা! আমাদের দগ্ধ হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিবারি-সেচন হোক।

রক্ত। তবে দেখ, কি অসীম তেজে তোমাদের মহাশক্তির শক্তি-দলন করি। এখনও আমার নিজের যুদ্ধ কর্‌বার প্রয়োজন হয় নাই; প্রধান হতে প্রধানতর, ক্রমে প্রধানতম বীর বীরত্ব প্রদর্শন কর্‌বে। হাঃ! হাঃ! ওই যে তোমাদের মহাশক্তি আমাদের সৈন্যগণের পরাক্রমে পরাজিতা প্রায়; সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিগে!

ইন্দ্র। কি! কি! আমাদের মায়ের শক্তি পরাভূত হবে। জয় মা চণ্ডিকার জয়। [প্রস্থান।

রক্ত। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [প্রস্থান।

(নেপথ্যে) দেবগণ। জয় মা চণ্ডিকার জয়।

(নেপথ্যে) দৈত্যগণ। জয় মহারাজ শুম্ভের জয়।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যানন্দ। বিশ্ব জুড়ে মহাশক্তি-লীলা।
মা আমার পুরুষ, প্রকৃতি!
অনন্ত—অনন্ত মায়ের মহিমা!
গুণের গরিমা কে পারে বর্ণিতে!
ধরণীর ভার হরিবার তরে,
একা নানা মূর্ত্তি ধরি করিছে সংগ্রাম।

ওদিকে ব্রহ্মাণী শক্তি কমণ্ডলুজল-সেচনে, ওদিকে বৈষ্ণবী শক্তি চক্র-ঘূর্ণনে, মাহেশ্বরী শক্তি ত্রিশূল-প্রহারে, কৌমারী শক্তি শক্তি-নিক্ষেপে, ঐন্দ্রী শক্তি বজ্র-প্রহারে সহস্র সহস্র অসুরকে নিধন কর্‌ছেন।

যাও সবে ভেসে ভেসে অদৃষ্টের স্রোতে,
দর্প তেজ মিশে যাক, অনন্তের কোলে!
দৈত্যের পতন দেখি শেখ রে সংসার,
করিবারে শমতার নিত্য উপাসনা। [প্রস্থান।

দৈত্যগণসহ যুদ্ধ করিতে করিতে ভগবতীর প্রবেশ,
কিঞ্চিৎপরে দেবগণের প্রবেশ।

দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ, সহসা ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিগণের প্রবেশ ও
দৈত্যগণের প্রতি কমণ্ডলু-জল-সেচন, স্ব স্ব অস্ত্রবর্ষণ ও প্রস্থান।

মহাদেবের সহিত ভগবতীর পুনঃ প্রবেশ।

ভগবতী। ভূতভাবন! প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌ল! কঠিনা হতে পারি না যে মৃত্যুঞ্জয়! দুষ্ট সন্তানের প্রতি যে আমার স্নেহ অধিক! হায়!

অবোধেরা যদি একবার ভাব্‌ত যে, মা'র সকল সন্তান সমান—এ কথা ভেবে যদি দুর্ব্বলকে পীড়ন না কর্‌ত, তা হলে কি আজ আমাকে পাষাণী হতে হয় ?

মহাদেব। না শিবসতি! না শান্তিময়ি! তুমি বিশ্বের শান্তি-বিধানের জন্য আরও ভীষণা হও। আমার বরপ্রসাদে উন্মত্ত হয়ে পাপিষ্ঠেরা শিবনাম কলঙ্কিত কর্‌ছে; আমি বরপ্রদান না কর্‌লে দেবগণকে এমন অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌তে হত না। চণ্ডিকে! উগ্রমূর্ত্তির প্রতিসংহার করো না।

ভগবতী। না মহেশ্বর! আর আমি ধরিত্রীর লোহিতময়ী মূর্ত্তি দেখ্‌তে পারি না! রণস্থলের যে স্থানে শুম্ভ সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান কর্‌ছে, আপনি সেইখানে আমার দূত হয়ে গমন করুন। বল্‌বেন যে,—"ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-রক্ষায় অদ্য হতে নিযুক্ত হলেন; দেবগণ আপন আপন যজ্ঞভাগ হবিঃ গ্রহণ কর্‌বেন, তোমরা যদি জীবিত থাক্‌তে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে প্রস্থান কর।" শশিশেখর! এই বাক্যে যদি অবোধেরা অবহেলা না করে, তবে সব দিক্ রক্ষা হয়। যান্, বিলম্ব কর্‌বেন না।

মহাদেব।　　তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক, ইচ্ছাময়ি!
　　ধন্য তব দয়ার্দ্র হৃদয়!
　　নতুবা ত্রিলোকবাসী—
　　ডাকিবে তোমায় কেন দয়াময়ী বলে ?
　　বিশ্ব-প্রসবিনী তুমি,
　　যতগুলি করিবে সংহার,
　　ততগুলি পুনঃ প্রসব করিতে হবে।
　　তাই প্রসূত সন্তানে স্তন্যক্ষীর দিয়া—

পালন করিতে করিছ যতন !
তবে যদি অশান্ত সন্তান,
বুদ্ধিদোষে সে সুধায় হয় গো বঞ্চিত,
তবে পুনঃ তারে স্বভাবে আনিতে
শাসনের হয় প্রয়োজন ! যাই শিবদূতি,
তব দৌত্য কার্য্য করিতে সাধন !
কিন্তু বৃথা চেষ্টা,
অদৃষ্ট, মৃত্তিকা-ঘট, ভাঙ্গে যদি একবার
তাহার গঠন অতি অসম্ভব।

[প্রস্থান।

ভগবতী। (স্বগত) মহাপ্রভু ভিন্ন দূত হবার উপযুক্ত কেউ নয়। তাই বিশ্বজ্ঞানময় শঙ্করকে দূতরূপে প্রেরণ করলেম। যদি জ্ঞানময়কে দেখে অজ্ঞানগণের চৈতন্যোদয় হয়, তবে আর আমাকে রুধিরাশিনী ভয়ঙ্করী হতে হয় না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপরপ্রান্ত।

মহাদেব, শুম্ভ, নিশুম্ভ।

শুম্ভ, নিশুম্ভ। (মহাদেবের প্রতি) কি! স্বর্গ-মর্ত্ত্যের আধিপত্য ছেড়ে পাতালে প্রস্থান কর্‌ব? হাঃ হাঃ হাঃ!

মহা। এখনও সাবধান হও—এখনও সাবধান হও। লক্ষ লক্ষ দৈত্য তাঁকে ভীষণ শর-নিপাতে জর্জ্জরিত করেছে, তবু ক্ষমাময়ী তোমাদের ক্ষমা কর্‌তে চাচ্ছেন—এখনও কল্যাণময়ী তোমাদের কল্যাণকামনা কর্‌ছেন।

শুম্ভ, নিশুম্ভ। তাঁর কাছে ক্ষমাও চাই না—কল্যাণও চাই না।

মহা। আবার বল্‌ছি, দেবগণকে যজ্ঞভাগে অধিকার দাও, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিকার ত্যাগ কর; পাতালবাসী তোমরা, এ বিপুল রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত নও।

শুম্ভ। যাও চন্দ্রশেখর! তুমি কোনও অনুরোধ করো না; আমি যা কর্‌ব, তাতে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না।

মহা। ইষ্টদেবের বাক্যে অবহেলা প্রকাশ করো না।

শুম্ভ, নিশুম্ভ। ইষ্টদেব তুমি? কি ইষ্ট করেছ আমাদের?

মহা। ওরে ওরে কৃতঘ্ন বর্ব্বর! ইষ্ট করি নাই! কে তোকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেছিল?

শুম্ভ। কেন—কেন তুমি অযোগ্যের মাথায় এই গুরুতর ভার অর্পণ করেছিলে? তুমি ইষ্টদেব হয়েছিলে বলেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা! যার ইষ্টদেবের কপাল দগ্ধ, তার শিষ্যের আর কপাল দগ্ধ হবে না কেন? আমার যা হবার তাই হোক, তুমি আর একটিমাত্রও বাক্য-ব্যয় করো না, যাও।

মহা। ঘোর বিকার, এ বিকারে বৈদ্যনাথ গঙ্গাধরের ঔষধও ব্যর্থ হল! হায়! যাকে একদিন পুত্রের মত স্নেহ করেছি, বরদান করে ত্রিলোকের রাজা করেছি, সে সহস্র অত্যাচারী হলেও, সহস্র অপরাধী হলেও, সহস্র দুর্ব্বাক্য বল্‌লেও ক্রোধের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে করুণভাবেরই উদ্রেক হয়! অনুতাপে, নিদারুণ দুঃখে, দৈত্যগণের বিনাশের জন্য চণ্ডিকাকে অনুরোধ করেছিলেম; কিন্তু ভক্ত আমার প্রাণ অপেক্ষাও আদরের! তার অধোগতি—তার বিনাশ—নিতান্ত অসহ্য!

[প্রস্থান।

শুম্ভ। (নিশুম্ভের প্রতি) নিশুম্ভ! নিশ্চিন্ত থাক্‌লে হবে না, এখনও অনেক সৈন্য জীবিত; পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের উত্তেজিত করি চল। তাদের সকলের মৃত্যু-দৃশ্য দেখে তবে মর্‌তে হবে—নইলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়-সানুদেশ।

শক্ত্যানন্দ ও দেববালকগণ।

১ম দেববালক। হাঁ সন্ন্যাসী দাদা! মায়ের কথা কি বল্‌ছিলে?

শক্ত্যা। এমন করুণাময়ী কেউ কি আছে রে! দুষ্ট ছেলে দুষ্টুমি করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—দুষ্টুমি যত বাড়ে, বাপের কাছে যেতে ততই তার ভয় হয়; এদিকে বাপও প্রহার কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকেন; কিন্তু ছেলে যখন ঘুরে ঘুরে সারা হয়, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়, কেউ তাকে ভালবাসে না—সকলেই ঘৃণা করে, তখন ছেলে মায়েরই আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। মা আর থাক্‌তে পারেন না, অমনই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গিয়ে কোলে নেন! পার্থিব সংসারের জননীর ছেলের প্রতি যখন এত স্নেহ, ত্রিজগতের জননীর কত স্নেহ বল দেখি! এমন মাকে তোরা কখনও ভুলিস্‌ নে।

সকলে। না দাদা, ভুল্‌ব না—মাকে কিছুতেই ভুল্‌ব না। দাদা, তুমি সেই সাপের গল্পটা আজ একবার বল না, শুনি।

শক্ত্যা। কই, মনে পড়্‌ছে না ত?

সকলে। সেই যে একদিন বলেছিলে।

শক্ত্যা। হাঁ হাঁ স্মরণ হয়েছে—সংসারে থাক্‌তে হলে কৃত্রিম তামসিকতার প্রয়োজন। আমি সাপের গল্প বল্‌ব, তোরা কিন্তু দিয়ে যাস্‌।

সকলে। আচ্ছা দাদা।

শক্ত্যা। দেখ্. একটা সাপকে এক সন্ন্যাসী উপদেশ দিয়েছিলেন, "তুমি বাপু চিরকালটাই হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেই কাল কাটালে, সাধন-ভজন কর্‌বে কখন? হিংসা ছেড়ে দাও, আমি মন্ত্র দান করে যাই, তাই সাধনা কর।" শুনছিস্ ত?

সকলে। হুঁ।

শক্ত্যা। তখন সন্ন্যাসীর কথা শুনে সাপটার চৈতন্য হল, আহার-নিদ্রা ছেড়ে রাতদিন কেবল সাধনা কর্‌তে লাগ্‌ল; হিংসাবৃত্তি ছেড়ে দিলে। রাখাল ছেলেরা লাঠি মারে, আরও কত কি দিয়ে প্রহার করে; সাপের সাত্বিক ভাব এসেছে, সে কিছুই বলে না। একদিন সেই সন্ন্যাসী ভাব্‌লেন, সাপটাকে যে মন্ত্রদান করে এলেম, দেখে আসি সে কি কর্‌ছে। সন্ন্যাসী গিয়ে দেখেন, সাপের পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে, সাধক হয়ে উঠেছে; কিন্তু অত্যন্ত শীর্ণ—সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্‌লে, "আপনি হিংসা ত্যাগ কর্‌তে বলেছেন, রাখালেরা এসে প্রহার করে, আমি তাই কিছুই বলি না।" তখন সন্ন্যাসী সাপকে বল্‌লেন, "আমি তোমাকে জীবের প্রতি হিংসা কর্‌তেই নিষেধ করেছিলেম, ফণা তুল্‌তে ত নিষেধ করি নাই।" তাই বল্‌ছি, সংসারে থাকৃতে হলে কৃত্রিম তামসিকতার প্রয়োজন; তা না হলে আত্মরক্ষা হয় না। তোদের স্বর্গ এইজন্যই দৈত্যের অধিকৃত হয়েছিল। চল্ চল্ ওদিকে রক্তবীজের যুদ্ধারম্ভ হয়েছে দেখি গে।

সকলে। চল দাদা!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রণ-ক্ষেত্র।

চণ্ডিকা ও মাতৃকাগণের সহিত দৈত্যগণের এবং রক্তবীজের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কালিকার প্রবেশ যুদ্ধ ও প্রস্থান।

কুমার ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

কুমার। সুরেন্দ্র! এমন যোদ্ধা ত কখন দেখি নাই।

ইন্দ্র। ধন্য রক্তবীজ! এত শক্তি না থাক্‌লে তোমার ভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য কম্পিত হবে কেন?

কুমার। সুরনাথ, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এ দৃশ্য কখন দেখি নাই।

ইন্দ্র। মা চণ্ডিকার শূলাঘাতে রক্তবীজের বক্ষঃ হতে রুধির পাতের সঙ্গে সঙ্গে শত শত রক্তবীজ উৎপন্ন হল! মহাবিক্রমে মহাযুদ্ধে মত্ত হল! এইবার সুরেন্দ্রের আশা ভরসা বুঝি নিরাশার অতল সিন্ধুতে ডুবে যায়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে রক্তবীজের শোণিতোৎপন্ন অসুরগণ যে সমস্ত জগতীতল আচ্ছন্ন কর্‌লে! মা, উন্নত মুখ অবনত কর্‌লি মা! দৈত্যের নব বিক্রম দেখে দেবগণ একতার দৃঢ়বন্ধন ছিন্ন কর্‌বার উপক্রম করেছেন; সুরেন্দ্রের এতদিনের সাধনা বুঝি ব্যর্থ হল!

ভগবতী ও কালিকার প্রবেশ।

ভগবতী। ভয় নাই বাবা, তোমরা যেমন স্বচ্ছন্দে মা বলে ডাক্‌ছ, তেমনই করে ডাক; আমার প্রতি যাদের অচলা ভক্তি, তাদের যতই

বিপদ্ হোক, ভাবনা তাদের নয়—আমার। বাবা, তোমরা ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনীর বিরাট কোলে বসে আছ—ভয় কি!

[কুমার ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

ভগবতী। (কালিকার প্রতি) চামুণ্ডে, চল—চল, তুমি তোমার সুবিশাল বদন ব্যাদান কর। রক্তবীজের একবিন্দু রক্ত যেন ভূতলে পতিত হতে না পায়।

কালিকা। কালিকে! শ্যামা! এইবার আরও প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ কর, সুমেরু হতে কুমেরু পর্য্যন্ত ভীষণ জিহ্বা বিস্তার কর। শশী সূর্য্য অনল ত্রিনয়নে বিশ্ববিদাহী জ্বালা প্রজ্বলিত হোক, অথচ তাতে করুণা-ধারা বর্ষণ হোক, নইলে মাতৃভক্ত বাছারা ভীত হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্র ও রক্তবীজের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এইবার তোর দর্প তেজ কোথায় থাক্‌বে রে মূর্খ! ঐ দেখ্—ঐ দেখ্, মা কি ভয়ঙ্কর জিহ্বা বিস্তার করেছেন; ঊর্দ্ধমুখে তোর শোণিতধারা পান কর্‌বেন, তোর মত ঐ সহস্র সহস্র রক্তবীজ এখনই মায়ের করাল কবলে প্রবেশ কর্‌বে। মনে করে দেখ্, শুম্ভের হিত-সাধনের জন্য তুই যে ঘোর অত্যাচার করেছিলি, আজ তার পরিণাম কি হল দেখ!

রক্ত। আমি অত্যাচার করেছিলেম, তাতে তোমাদের কি ফল ফলেছে দেখে নাও। আজ তোমরা যে মহাবৃক্ষের ফল আস্বাদন কর্‌ছ সুরেন্দ্র! এ বৃক্ষের অঙ্কুর কেমন করে হ'ল স্মরণ কর। আমাকে দুর্ব্বাক্য বলো না, আমি তোমাদের মহামন্ত্রদাতা জ্ঞান-গুরু, দীক্ষা-গুরু;

আমি না কঠোর হলে তোমরা কি আজ এই মহাশক্তিকে লাভ কর্‌তে পার্‌তে? একথা স্বীকার কর্‌তে তোমাদের লজ্জা বোধ হচ্ছে? কিন্তু মনের কাছে আত্ম-প্রতারণা কর্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দ্র। যদি এ মহাসমরে জয়লাভের সম্ভাবনা থাক্‌ত, তা হলে কখনও এ কথা বল্‌তিস্ না।

রক্ত। যাই—মহাশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে সমর-পিপাসার নিবৃত্তি করি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আমিও যাই—তোর মৃত্যুদৃশ্য দেখে জীবনের অসহ্য পরিতাপ-যন্ত্রণা জুড়াই গে।

[প্রস্থান।

জনৈক দৈত্যের প্রবেশ।

গান।

সুরট—আড়াঠেকা।

কে রে নিবিড়-নীরদ-বরণী!
রূপ-জ্যোতিঃজালে, হাসে দিগ্‌দলে, ললাটে উজলে তরুণ তরণি।
অম্বর-বিহীনা রণ-উন্মাদিনী, রসনা-ললন-ভীষণা ভামিনী,
সমরে খেলিছে যেন রে দামিনী, পদ-ভরে সদা কাঁপিছে ধরণী।
মুখে ভয়ঙ্কর অট্ট অট্ট হাস, আবার মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষ,
কঠিনে কোমলে মধুর বিকাশ, এই কি সেই শিবদায়িনী;—
কর প্রাণে একবার ভক্তি আবাহন, জুড়া রে তাপিত তৃষিত জীবন,
শ্রীপদ পানে চা, সকল বিপদ্ ঘুচা, ও পা দুখানি ভব-বিপদ্-তরণী।

[প্রস্থান।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। শূন্যময় পরিব্যাপ্ত জিহ্বা!
বামা, উত্তপ্ত রুধির পান করে হুহুঙ্কারে—
বিন্দুমাত্র রক্ত ভূমে পড়িতে না দেয়।
ওঃ! উন্মাদ নর্ত্তন দেখি কম্পিত হৃদয়!
করে টলমল বসুধা-সুন্দরী,
পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত মহাসিন্ধুজল!
এমন সমর-রঙ্গ দেখিনি কখনো!
ভয়ঙ্কর হতে আরও ভয়ঙ্কর!
দেখি—দেখি এ রণের কিবা পরিণতি।

[প্রস্থান।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। মহা মহা বীর,
দিল রে সমরানলে জীবন-আহুতি।
দূত আমি সমরে অবধ্য,
তাই, সমরের শেষদৃশ্য করিতে দর্শন,
বহিতেছি অনুতপ্ত এ জীবন-ভার!
হায়! হায়! দয়াময়ি!
কি কুক্ষণে হিমাচলে এসেছিনু আমি—
দৈত্যপুরীমাঝে তোরে লইয়া যাইতে।
ঐ যে, ঐ যে দেখিতে দেখিতে,
রক্তবীজ হইল নিহত।
পাপী পায় স্বকর্ম্মের প্রতিফল,

তাহে দুঃখ নাই ;—

কিন্তু সরল কুমার পূর্ণেন্দু এসেছে রণে,

করুণারূপিণী—

জানি না কেমনে তায় বধিবেন রণে!

কি বুঝিব তাঁর লীলার রহস্য!

যাই, এই পরিচ্ছদ ত্যজি রণস্থলে,

বনাশ্রয়ে আজ হতে যাপিব জীবন। [প্রস্থান।

উন্মত্ত অবস্থায় নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। অন্তর্দ্দাহ! অন্তর্দ্দাহ! চিতার আগুন!

যত কিছু ছিল রে হৃদয়ে,

আগুনে সকলি গেছে পুড়ে,

জীবন এখনো কেন পুড়িল না হায়!

পরিণাম! পরিণাম! পাপের ভীষণ পরিণাম!

ওই কাঁদে স্বর্গমাতা কাতরা দুখিনী!

ওই কাঁদে ঋষিগণ—

যজ্ঞভাগ করিয়াছি সবলে গ্রহণ!

যজ্ঞেশ্বর জগদীশে দিতে দিই নাই!

আঃ—আঃ কতক্ষণে হইবে রে এ দেহের লয়,

না, না, পাপীর মরণ সহজে না হয়!

গেছে রক্তবীজ, হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

বিন্দুমাত্র—বিন্দুমাত্র তৃপ্তিলাভ হল এতদিনে,

যাই—দেখি কোথা গেল বামা,

বহিতে পারি না আর এ জীবন-ভার!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) দেবগণ। জয় মা-চামুণ্ডার জয়!

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। পাপী রক্তবীজকে নিধন কর্‌লেম, পৃথিবী ভারমুক্তা হলেন। আঃ! এতক্ষণে আমার হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল হল! ঐ পাপিষ্ঠ আমার হৃদয়-নন্দন দেবশিশুদের কত উৎকট যন্ত্রণা দিয়েছে। হত-ভাগ্যের পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল! যদি রক্তবীজের মত প্রজা-পীড়ক, নৃশংস রাজ-অমাত্য কেউ থাক, তবে সাবধান হও! দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য আমি রণরঙ্গিণী অসুরনাশিনী মা আছি—এ কথা যেন বিস্মৃত হয়ো না। কিন্তু আর এ ভীমাবেশে থাক্‌তে পারি না! যেন একবার শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে ত্রিজগতের সমস্ত সন্তানগুলিকে স্তন্য-সুধা পান করাতে ইচ্ছা হচ্ছে। (অদূরাগত পূর্ণেন্দুকে দেখিয়া) এ আবার কে? সরলতার ছবি, ভক্তিপূর্ণহৃদয়, অচঞ্চলদৃষ্টি, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য! এ কে? ওহো! এ যে শুম্ভের পুত্ররূপী পুণ্যফল! হায় কুমার! নির্ব্বাণ কালীন প্রদীপ তুই! (প্রকাশ্যে পূর্ণেন্দুর প্রতি) সমরসাজে আমার সম্মুখে কে তুমি?

পূর্ণেন্দু। আমি তোমার অবোধ সন্তান, তোমার স্নেহের কোল ছেড়ে—আদরের কোল ছেড়ে খেলা কর্‌তে গিয়েছিলেম; আজ খেলায় বড় বিরক্তি জন্মেছে—মা বলে মনে পড়েছে, তাই ছুটে এসেছি! ভাল করে একবার ডাকি;—মা! মা! মরি! মরি! কি তৃপ্তি রে! ত্রিজগতের মাকে মা বলে ডেকে আমার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হল!

ভগবতী। তুমি যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত হয়ে এসেছ, তোমার মুখে বিন্দুমাত্রও ক্রোধের চিহ্ন নাই; কেবল মা বলে ডাক্‌ছ! প্রাণে যখন এত ভীরুতা, তবে অসি ধারণ করেছ কেন?

পূর্ণেন্দু। মা, আজ মাতা-পুত্রে যুদ্ধ করব বলে অসি ধারণ করেছি। কর্ত্তব্যপালন-ব্রত উদ্যাপন কর্‌বার জন্য আজ তোর সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছি।

ভগবতী। আহা! কুমার! দুর্বৃত্ত শুম্ভের পুত্ররূপে তুমি কেন জন্মগ্রহণ করেছ?

পূর্ণেন্দু। পিতাকে দুর্বৃত্ত বলো না মা! পিতা আমার পুণ্যবান্ জ্ঞানময়; তাঁর নিন্দা করো না।

ভগবতী। তোমার পিতা ব'লে তুমি নানাপ্রকারে তাকে অলঙ্কৃত কর্‌ছ, কিন্তু তোমার সেই নিষ্ঠুর পিতার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও মহত্ত্ব নাই।

পূর্ণেন্দু। পিতার মত মহত্ত্ব এ সংসারে কারও নাই—স্বয়ং দেবরাজ পুরন্দরেরও নাই। তাঁর মত পুণ্য-অনুষ্ঠান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার আছে? শোন মা, দেবরাজত্বে বিলাসিতা প্রবেশ করেছিল, তাই কালচক্রের গতিতে দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন; তখন ত্রিজগতকে পালন কর্‌বার উপযুক্ত রাজা কেউ ছিল না, তাই মহাতপাঃ পিতা আমার সেই অভাব পূরণ কর্‌তে স্বর্গসিংহাসনে উপবেশন করে-ছিলেন। আবার দেবগণের অনুতাপের শেষ হয়েছে, তাই পুনরায় স্বর্গরাজ্য তাঁদের প্রদানের জন্য তিনি বিরাট মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন—লক্ষ লক্ষ জীবন আহুতি দিয়েছেন—আমি একমাত্র তাঁর পুত্র, আমাকেও পূর্ণাহুতি দেবার জন্য প্রেরণ করেছেন! পিতার আত্মত্যাগ কত সুন্দর! তাঁর মত স্বার্থত্যাগী মহাযোগী এ সংসারে কে আছে? দেব-রাজত্ব পুনঃস্থাপনের জন্য তাঁর কি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ বল দেখি মা?

ভগবতী। তুমি তোমার পিতাকে ভক্তিচক্ষে দেখ, তাই তার দোষগুলি গুণরূপে বর্ণনা কর্‌ছ। সে মূর্খের হৃদয় যদি উচ্চই হবে,

তা হলে কি আমাকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যাবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে?

পূর্ণেন্দু। অশান্ত সন্তান মায়ের কোলে উঠতে না পেলে মায়ের কেশাকর্ষণ করে, এ স্বাভাবিক কথা। সৈন্যগণ এ কথার গূঢ় রহস্য বুঝ্তে পারে নাই, তাই তোমার কেশাকর্ষণও করে নাই। মা, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এস—মাতা-পুত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

ভগবতী। আমি করালী, রুধিরাশিনী ভীমা, তুমি আমাকে জান না, বাবা!

পূর্ণেন্দু। আমি তোমাকে বিশেষরূপ জানি।

ভগবতী। লক্ষ লক্ষ মহাবীর আমার হস্তে নিহত হয়েছে; আমি স্বয়ং মৃত্যুরূপিণী; আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো না—যাও, গৃহে ফিরে যাও।

পূর্ণেন্দু। আমায় কোথায় ফিরে যেতে বল্‌ছ, মা! লোভ হিংসা ক্রোধের চির-আবাসভূমিতে আমায় যেতে বল্‌ছ? মা! আর আমায় সেই যন্ত্রণাময় কারাগারে প্রেরণ করো না! মা! তোমার উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়েছে, আমি কর্ত্তব্যপালন করতে করতে তোমাতে মিশে যাই। দেবগণের প্রবল রিপু দৈত্যগণেরও বিনাশ হোক, সুরেন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করুন, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বচ্ছন্দে শিল্পবিদ্যার আলোচনা করুন। স্বর্গবাসীকে একটু জলের জন্য দৈত্যের দ্বারে আবেদন করতে হত—কেন না বরুণের কার্য্য দৈত্যের অধিকারে ছিল; এখন বরুণ স্বচ্ছন্দে সকলকে সুজল দান করুন; রবি শশী প্রচুর শস্য-উৎপাদন করে ত্রিজগতের অন্নাভাব দূর করুন, ত্রিসংসারে শান্তিস্থাপন হোক। মা! আর বিলম্ব করো না, এস—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ভগবতী। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌ব না বাবা! অসুর-নাশিনী এত পাষাণী নয়! এই অসিত্যাগ কর্‌লেম। (অসিত্যাগ)

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। মাগো! আমাদের চিরদুঃখই থাক, ঐ রাজকুমারকে বিনাশ কর্‌তে আমরা কেউ তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে পার্‌ব না! একদিন ঐ কুমার আমাদের দেববালকগণকে দারুণ ক্ষুধার সময় আহার দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল, আজ তার বিনাশের জন্য তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে পারি না! আমরা এত স্বার্থপর নই, যাই আমরা নৈমিষারণ্যে যাই, আমাদের স্বর্গউদ্ধারে কাজ নাই; তপস্যায় জীবনকাল অতিবাহিত কর্‌ব।

পূর্ণেন্দু। কোথাও যেতে হবে না, মায়ের ইচ্ছায় তোমাদের আশা-তরুতে সুফল ফলেছে! ধৈর্য্যচ্যুত হয়ো না! তুমি যাও, মা শচীকে আশ্বস্ত করগে; আজই তিনি সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বেন। আমার পতনের জন্য চিন্তিত হয়ো না, এই ক্ষীণমূর্ত্তির ধ্বংস হতে কতক্ষণ? যাও ভাই! শচীদেবীর অশ্রু মুছাও গে, তাঁর পাদপদ্মে আমার সভক্তি প্রণাম জানিও। আমি না ম'লে তাঁর পুনরায় সুখসৌভাগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য এখনই প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব। যাও ভাই! প্রফুল্ল মনে মায়ের কাছে যাও।

জয়ন্ত। রাজকুমার! তোমার কথায় হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেলেম! তোমার কার্য্যে বাধা দেবার শক্তিও আমার নাই; আমি তোমার ঐ উজ্জ্বল মূর্ত্তির পানে আর চেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। (ভগবতীর প্রতি) মা! অসিধারণ কর।

ভগবতী। আমি ত বলেছি, আমি পাষাণী হতে পার্‌ব না, কুমার!

পূর্ণেন্দু। যতক্ষণ আমার আয়ুঃ আছে, ততক্ষণ তোমার সাধ্য কি তুমি আমায় বিনাশ কর। তবে আমাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ কলঙ্কিত জীবন বহন কর্‌তে বল্‌ছ কেন ?

ভগবতী। তবে এস, তোমার কামনা পূর্ণ করি। তুমি আদর্শ জীবন নিয়ে সকল কর্ত্তব্যই পালন করেছ, এ কর্ত্তব্যও সম্পূর্ণ হোক। এস বৎস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

পূর্ণেন্দু। জয় মা করুণাময়ি !

উভয়ে অসিযুদ্ধ।

অদূরে অলক্ষিতভাবে শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ। (ভগবতীর প্রতি) সর্ব্বনাশি ! সর্ব্বনাশি ! ভেবেছিস্ পুত্রের প্রাণসংহার কর্‌বি ? অগ্রে তুই আমার তীক্ষ্ণ শর সহ্য কর্। (শর বর্ষণ ও প্রস্থান। শুম্ভের লক্ষভ্রষ্ট শর সহসা পূর্ণেন্দুর বক্ষে বিদ্ধ হইল)

পূর্ণেন্দু। কে রে—কে রে—অলক্ষিতভাবে আমার বক্ষে দারুণ বজ্রশর নিক্ষেপ কর্‌লি ? ওহো হো ! বড় রুধিরস্রাব হচ্ছে ! আর জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। পিতাগো ! পিতাগো ! চল্‌লেম ! মৃত্যুদৃশ্য একবার দেখ্‌বে এস।

শুম্ভের পুনঃ প্রবেশ।

শুম্ভ। একি কার এ কণ্ঠস্বর—কার এ আকুল আর্ত্তনাদ, পূর্ণেন্দুর না ?

ভগবতী। ওরে অবোধ ! করেছিস্ কি ! করেছিস্ কি ! নিজের পুত্রকে নিজে বিনাশ করেছিস্ ? এখন অজস্র রোদন কর্—অজস্র রোদন কর্ !

শুম্ভ। (পূর্ণেন্দুকে মৃতকল্প দেখিয়া) অ্যাঁ !, কি করেছি ! কি করেছি ! কি সর্ব্বনাশ করেছি !

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ ।

শক্ত্যা। নিজের পুণ্যফলকে নিজে ধ্বংস করেছ, আর কি করেছ! পুণ্যফলেরও ধ্বংস, এইবার তোমারও ধ্বংস! (পূর্ণেন্দুর প্রতি) ভাইরে! কেন দুদিনের জন্য পাপদৈত্যপুরীতে এসেছিলি? তোর এ অন্ধকারময় ছবি আর দেখ্‌তে পারি না। [প্রস্থান।

শুম্ভ। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) প্রাণাধিক! পুণ্যফলরূপী পুত্র আমার! কোথা যাও? আমি যে তোমাকে লাভ করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করেছিলেম! আজ আমি তোমাকে স্বয়ং বধ কর্‌লেম! ওহোহো! অসহ্য শোক—অসহ্য শোক!

পূর্ণেন্দু। বাবা, আর কেঁদো না, সকলই মায়ের ইচ্ছা। মা, মা! যাই, যাই। (মৃত্যু)

ভগবতী। হায় রে ভাগ্যহীন শুম্ভ! এমন পুত্রকে নিজ কর্ম্মদোষে হারা হলি? আহা! বাবা, রাজ্যরক্ষার জন্য, প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্য তুমি কত চেষ্টা, কত যত্ন করেছ; কিন্তু পাপের অন্ধকারে তুমি পুণ্য-আলোক দিন দিন হীনজ্যোতিঃ হয়েছিলে, আজ তুমি একবারে কোথায় কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলে! (শুম্ভের প্রতি) হায়! হায়! অবোধ রে! কি কর্‌লি? কি কর্‌লি?

শুম্ভ। নিশুম্ভ! নিশুম্ভ! আয় ভাই—আয় ভাই! সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌বি আয় ভাই!

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। কই দাদা! কই দাদা!

শুম্ভ। এই যে রে! এই যে রে!

নিশুম্ভ। ওহো হো! কি দৃশ্য রে! কি দৃশ্য রে! বাবা পূর্ণেন্দু! আমাকে অনুতাপে জর্জ্জরিত কর্‌বার জন্য অগ্রেই চলে গেলে বাবা?

তোকে জীবিত অবস্থায় আমি বুকে করে শান্তি লাভ করি নাই, আজ একবার তোর মৃতদেহ বুকে করে শান্তি লাভ করি! হায়! হায়! কি করলেম! কি করলেম!

শুম্ভ। নিশুম্ভ! দে ভাই! একবার আমার বুকে দে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমারও হৃদয় একবার সুশীতল করি। (বক্ষে ধারণ) মরি রে! আজ আমার সংসার-আকাশের পূর্ণেন্দু অস্তমিত হল!

শোভার প্রবেশ।

শোভা। মহাপুরুষ! তোমার বুকে কেও? ওহো হো! আমার সর্ব্বনাশ করে সুখী হয়েছ, মহারাজ!

শুম্ভ। মা এসেছ? পুত্রবধূ শোভা! মৃত্যুর পূর্ব্বে যাতনায় জর্জ্জরিত করবার জন্য এসেছ মা!

শোভা। হায় রে! দুদিনের লীলা দুদিনেই ফুরুলো!

ভগবতী। এ শোকের ছবি যে আর দেখতে পারি না! যাই—যাই, এ স্থানত্যাগ করি,—আমার কোমল প্রাণে আর সহ্য হয় না!

শুম্ভ, নিশুম্ভ। না—যেও না। এস, মৃত্যুরূপিণি, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত সময় হয়েছে—এস যুদ্ধ কর।

ভগবতী। তবে আয়। রণরঙ্গিণি তাতে এখনই প্রস্তুত।

ভগবতীর সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের ঘোরতর যুদ্ধ।

শুম্ভ, নিশুম্ভ। (যুদ্ধ করিতে করিতে) এই শক্তিতে তুমি কোটি কোটি দৈত্য বিনাশ করেছ?

ভগবতী। দেখ, ক্রমে আদ্যাশক্তির মহাশক্তির পরিচয় পাবি।

শুম্ভ। কি? বদন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে এল কেন?

ভগবতী। তোদের আর অধিক বিলম্ব নাই।

মাতৃকাগণের প্রবেশ, দেব ও দৈত্যসৈন্যগণের প্রবেশ এবং যুদ্ধ। সকলের প্রস্থান।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। বিশ্ববাসী! অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তন দেখ। এত হাসি, এত আনন্দ কোথায় গেল! দৈত্যসংসার-আকাশের পূর্ণেন্দু চিরদিনের জন্য অস্তমিত হল! ঐ যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রণরঙ্গিণী মা আমার নিশুম্ভকে তীক্ষ্ণ ত্রিশূলে বিদ্ধ কর্‌লেন।

নেপথ্যে নিশুম্ভ। পরমেশ্বরি! পাপীকে পদাশ্রয় দাও—পাপীকে পদাশ্রয় দাও!

ভগবতী ও শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ। ভ্রাতৃহন্ত্রি! তোমার কোনও শক্তি নাই, তুমি অন্যান্য মাতৃকাগণের শক্তির সাহায্যে নিশুম্ভকে সংহার করেছ—মৃত্যুকালে আমার প্রাণে দারুণ ভ্রাতৃশোক প্রদান করেছ! ওহো! পূর্ণেন্দুর দাহন-ক্রিয়া সাধনের জন্য ঐ যে দৈত্যসৈন্যগণ চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করেছে! পুত্রবধূ শোভাও চিতানলে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে! আমার সমুদয় বীরত্ব এইবার দেখ্‌তে পাবে, অন্য শক্তির সাহায্যে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পাবে না।

ভগবতী। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?" এই জগতে আমিই একা, আমি বই আর দ্বিতীয় পদার্থ কই? তুমি যুদ্ধস্থলে যে সকল ভিন্ন মূর্ত্তি দেখেছিলে, সে সমস্ত মূর্ত্তি আমাতেই বিলীন হয়েছে। এখন এস, আমার একার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

[ত্রিশূলধারিণী ভগবতীর সহিত শুম্ভের অসিযুদ্ধ ও প্রস্থান।

শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

শক্ত্যা। ঘোরতর যুদ্ধ! ঘোরতর যুদ্ধ, শুম্ভের জীবন-নাটকের এই শেষ দৃশ্য কি ভীষণ!

কুমারের প্রবেশ।

কুমার। সন্ন্যাসী! শুম্ভের কি অসম্ভব রণ-ক্ষিপ্রতা দেখ!

শক্ত্যা। ঐ দেখ, দনুজেশ্বর ধনু ছিন্ন হতেই আবার শক্তি গ্রহণ কর্‌লেন!

কুমার। মা আমার চক্রের দ্বারা ঐ শক্তি কর্ত্তন কর্‌লেন।

শক্ত্যা। এবার আবার দৈত্যরাজ মুদ্গর ধারণ করে মাকে প্রহার কর্‌তে উদ্যত হল!

কুমার। মাও আবার তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করে ঐ মুদ্গর চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌লেন।

শক্ত্যা। এবার শুম্ভ দৃঢ়মুষ্টি প্রহার কর্‌বার জন্য উদ্যত!

কুমার। মাও তীব্রবেগে দুরাত্মার বক্ষে পদাঘাত কর্‌লেন!

শক্ত্যা। সহসা আকাশপথে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল!

কুমার। বাহুযুদ্ধ—উভয়ে ঘোরতর বাহুযুদ্ধ!

শক্ত্যা। এইবার—এইবার দেখ, জগন্মাতা ভীষণ ত্রিশূলে দৈত্য-রাজের বক্ষঃস্থল ভেদ কর্‌লেন; দৈত্যরাজ ঐ যে ভূতলে পতিত হল।

কুমার। উঃ! সহসা বসুন্ধরা যেন কেঁপে উঠ্‌ল!

নেপথ্যে দেবগণ। জয় মা চণ্ডিকার জয়! বন্দেঽহং বিশ্বমাতরম্!

শক্ত্যা। ঐ ঐ দেখ, শুম্ভের পতন হল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আত্মা অনন্তে মিশে গেল। ঐ দেখ—তোমাদের সুখময় পূর্ব্বগগনে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হল! এইবার দেবেন্দ্রের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হবে; মা স্বহস্তে রাজমুকুট পরাবেন। সে আনন্দময় দৃশ্য দেখে নয়ন সার্থক করিগে।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

অমরালয়।

ইন্দ্র ও ভগবতী।

ভগবতী। সুরেন্দ্র! বহুদিনের আশা তোমার আজ পূর্ণ হল'। ধন্য তোমার মাতৃভক্তি! তোমার ভক্তির অনুকরণে কোটি কোটি দেবতার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হয়েছে।

ইন্দ্র। সকলই মা তোমার ইচ্ছা।

অগ্নিকে অগ্রে লইয়া অন্যান্য দেবগণের প্রবেশ।

অগ্নি। "দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃতস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্ত্বংবৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥

গান।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

জয়দে জগত-পালিনী, নিখিল তাপ-নিবারিণী।
ধ্যান-অগম্যা ধ্যান-গম্যা সূক্ষ্ম-বিরাট-রূপিণী।
অর্দ্ধমাত্রা-স্থিতা নিত্যা, তুমি মা পরমা সত্যা,
বিশ্বরক্ষণে তুমি প্রমত্তা নগনা-বেশধারিণী।
তুমি পুরুষ তুমি প্রকৃতি, এ বিশ্ব তব বিভূতি,
ভক্তি প্রীতি পরমা গতি, তুমি অনন্তব্যাপিনী।

ভগবতী। দেবগণ! আমি তোমাদের স্তবে পরমসন্তোষ লাভ করেছি; আমাকে তোমরা আর যেন মা বলে ডাক্‌তে ভুলো না। মাতৃভক্তি হারিয়ে তোমরা যার পর নাই যন্ত্রণা পেয়েছ।

স্বর্গমাতা ও দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ। ভাই সব! আজ আমাদের সৌভাগ্য দেখ! মাতৃ-পূজার সুফল দেখ!

ভগবতী। স্বর্গমাতা, তুমি ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াও। দেব-বালকগণ, তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে দাঁড়াও।

স্বর্গমাতা। বাবা, তোমরা সকলে বিশ্বমাতার পূজা কর।

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ।

ভগবতী। (নারায়ণকে নির্দ্দেশ করিয়া দেববালকগণের প্রতি) তোমরা অগ্রে এই বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর। ইনিই তোমাদের

মাতৃভক্তি শিক্ষা দিয়েছিলেন—মনে বিপুল সাহস দিয়েছিলেন! তোমরা ওঁরই সাহসে "তবে ভাই, আর আমরা কারে করি ভয়" এই মহাগীতি গান করেছিলে! সকলে বল বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জয়!

সকলে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জয়।

ভগবতী। এস বাবা, আমার কোলে এস।

(নারায়ণকে ক্রোড়ে ধারণ)

নারায়ণ। মা! আর অপেক্ষা কেন? সুরেন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য পুনরায় প্রদান কর।

ভগবতী। (নারায়ণকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্রের প্রতি) এস বাবা! তোমার মুকুটবিহীন মস্তকে আমি স্বহস্তে রাজমুকুট পরাই।

(তথাকরণ)

ইন্দ্র। ত্রিজগৎবাসী, আমরা এই সৌভাগ্যলাভের জন্য কত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করেছি। দুঃখের পর অনন্ত সুখ! আমাদের এই শক্তি-পূজা দেখে তোমরা শক্তি পূজা কর্‌তে শেখ। শক্তিহীন পুরুষকে শৃগাল কুক্কুরেও ঘৃণা করে।

শচী ও জয়ন্তের প্রবেশ।

ভগবতী। দেবেন্দ্র! সিংহাসনে উপবেশন কর।

ইন্দ্র। তুমি আমার মস্তকের নিকট দাঁড়াও মা।

উচ্চমঞ্চে ভগবতী। তাঁহার পদতলে সিংহাসনে ইন্দ্রের উপবেশন।

ভগবতী। (শচীর প্রতি) শচি! সিংহাসনে উপবেশনে কর।

নারায়ণ। (ইন্দ্রের প্রতি) দাদা সুরেন্দ্র! আজ আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ তোমাকে চামরব্যজন কর্‌ব। (কুমারের প্রতি) দেবসেনাপতি! তুমি ছত্রধারণ কর।

ত্রিদিবরঞ্জনের প্রবেশ।

ত্রিদিব। বাবা! আজ আমার বুকখানা দশ হাত হল! দেখো, আবার যেন সবাই দুষ্টুমি করো না! মাকে ভুল্‌লেই পরের দ্বারে দ্বারে "হা অন্ন! হা অন্ন!" করে মর্‌তে হবে! লাথি ঝাঁটা খেতে হবে! (ভগবতীর প্রতি) ওমা চণ্ডিকা! আজ একটা তোমাকে প্রণাম করে ফেলি! (প্রণাম)

অদৃষ্টদেব মূর্ত্তিতে শক্ত্যানন্দের প্রবেশ।

ভগবতী। ত্রিদিবরঞ্জন! আজ হতে পূর্ব্বের মত ত্রিদিবনিবাসীর চিত্তরঞ্জন কর্‌তে থাক। (শক্ত্যানন্দকে নির্দ্দেশ করিয়া) দেবগণ অদৃষ্টপুরুষ তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন; এঁকে প্রসন্ন রাখ্‌বার একমাত্র উপায় মাতৃভক্তি!

গান।

সিন্ধুখাম্বাজ—জৎ।

দেববালকগণ। সাধের দ্যুলোকে বিমল আলোকে বিপুল পুলকে পুরিল।
সুখ-সুমেরু নিঝর-সলিলে অমরা শীতল হইল।
গাও গগন গাও অনিল, গাও ভূধর সিন্ধু-সলিল,
সাধনা-তরুতে সুফল ফলিল, মায়ের বন্ধন ঘুচিল!
জয় মা! বিশ্বপালিনী, সন্তান-সন্তাপ-নাশিনী,
তোমার কৃপায়, তোমার পূজায় কুদিনে সুদিন মিলিল,
স্বর্গমাতার হল উদ্ধার, করুণ রোদন ফুরাল।
মায়ের করুণ রোদন ফুরাল!

যবনিকা পতন
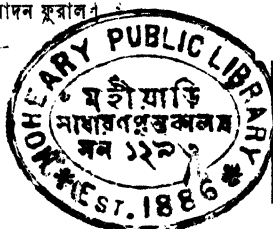
প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ।

ইন্দ্র — শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমার — শ্রীসুধীরচন্দ্র প্রামাণিক।

জয়ন্ত — শ্রীহরিপদ রায়।

চিত্ররথ — শ্রীভূষণচন্দ্র দাস।

(স্যার রাজা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর সঙ্গীত-নায়ক মহাশয়-প্রদত্ত "গায়ন" উপাধি রত্নপদক ও অন্যান্য রাজগণ প্রদত্ত বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

কামদেব — শ্রীপঞ্চানন দাস।

শুম্ভ — শ্রীচন্দ্রনাথ দত্ত।

নিশুম্ভ — শ্রীরামদাস মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণেন্দু — শ্রীগোষ্ঠবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

(মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার মহারাজ ৺নন্দকুমারের উত্তরাধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ও অন্যান্য স্থানের মহোদয়গণ-প্রদত্ত বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

ত্রিদিব-রঞ্জন — শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

শক্ত্যানন্দ — শ্রীকান্তিচন্দ্র হালদার।

রক্তবীজ — শ্রীপঞ্চানন বসু।

সুগ্রীব — শ্রীবামাচরণ চৌধুরী।

চণ্ড — শ্রীপ্রসন্নকুমার খাঁ।

মুণ্ড — শ্রীনীলকণ্ঠ দাস।

চামুণ্ডা — শ্রীতুলসীদাস দাস।

ভগবতী — শ্রীনলিনাক্ষ পাল।

হেমপ্রভা — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

স্বর্গমাতা — শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাগবাজারনিবাসী ৺পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে প্রথম অভিনয়। ১৩১৩

মাতৃপূজা সম্বন্ধে।

প্রখ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় "মাতৃপূজা" পাঠে বলেন ;—

নীরক্ষক বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে নাটক নাম লইয়া এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতেছিল ; কিন্তু "মাতৃপূজা" নাটকখানি দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহা বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য। যে নাটকে আদর্শ চরিত্র থাকে না, সে নাটক নাটকই নহে। দুই-একটা আদর্শ চরিত্রের কথা বলি—শুম্ভ, শুম্ভের নাম শুনিলেই মনে হয়, এক কামার্ত্ত, দর্পী, নিষ্ঠুর দানব ; কিন্তু এই মাতৃপূজায় সেই শুম্ভ—যাহা আশা করি নাই, তাহাই। এই শুম্ভ—সহৃদয়, বিজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষ, তাঁহার কাছে আমরা শিক্ষার অনেক জিনিষ প্রত্যাশা করিতে পারি। তাহার পর চণ্ড মুণ্ড—একবৃন্তে দুটি ফুল—একই সৌরভ একই সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়াছে ; একস্থানেও এই বীরেন্দ্রযুগলের কর্ত্তব্য-পথে পদস্খলন হয় নাই—যেমন আরম্ভ—তেমনই ভাবে শেষ। তাহার পর পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ণেন্দুর স্নেহরজতকিরণধারা মেঘাবরণ ভেদ করিয়া উজ্জ্বলতর ভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আর তাহার শোভা—প্রীতিময়ী শোভা—এই শুভ্র পুণ্যকিরণপ্লাবনের শোভাই বটে। এই দুই চরিত্র কবির নিজের সৃষ্টি—আরও এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ত্রিদিব-রঞ্জন—এইখানে কবির বাহাদুরী; কবি এই চরিত্রে কৌতুক হাস্যের মধ্য দিয়া যে ভাবে গভীর দর্শন-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভাল লাগিবে, মনে হয়, এরূপ না করিলে কখনই ইহা এত মনোরম হইত না, সাধারণ পাঠকের পক্ষে নিশ্চয়ই তাহা কঠোর কর্কশ হইয়া উঠিত ; কিন্তু কবি তাহা কোন স্থানেই হইতে দেন নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখবন্ধ পাঠ করিয়া, সেই মুখবন্ধে চণ্ডীলেখক মার্কণ্ডেয়কে গাঁজাখোর বিশেষণে অভিহিত হইতে দেখিয়া একদিন হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম ; হিন্দুমাত্রেরই ইহাতে ব্যথা অনুভব করিবার কথা ; কিন্তু

এই "মাতৃপূজার" গ্রন্থকার সেই হৃদয়ের ক্ষত স্থানে অমৃত-প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলিবার আরও অনেক কথা থাকিলেও গ্রন্থকার আমার বন্ধু ব্যক্তি, সুতরাং বেশি কিছু বলা চলে না, বলিতে গেলে অনেকটা আত্মপ্রশংসার মত শুনায়; তবে আমি যতটুকু বলিয়াছি, তাহা অসঙ্গত আড়ম্বর নহে—হৃদয়ের কথা, নতুবা বন্ধুর গ্রন্থের উপরে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করিতাম না।

গত রবিবার আমরা ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীক্ষেত্রে "গায়ন" শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র দাসের যাত্রা শুনিয়া পরমপরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সেদিনকার যাত্রার বিষয় ছিল, "মাতৃপূজা।" মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের (চণ্ডীর) শুম্ভনিশুম্ভবধবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়কর্তৃক এই "মাতৃপূজা" লিখিত হইয়াছে। মাতৃপূজার প্রত্যেক পত্রে ও প্রত্যেক ছত্রে কুঞ্জ বাবুর অসাধারণ লিপি-নৈপুণ্য, চরিত্রাঙ্কন-চাতুর্য্য, সাময়িক ও পৌরাণিকভাবের সামঞ্জস্য এবং যথাস্থানে রসভাবাদির যথাযথ বিকাশ অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই নাটকে বালকের ও জুড়ীর গানের চীৎকার-রূপ অস্বাভাবিক উৎপাত উপদ্রব পরিলক্ষিত হইল না; অথচ অভিনেতৃবর্গের মুখেই যেরূপ কৌশলে গানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে এক সঙ্গে যাত্রা থিয়েটার উভয়েরই আনন্দউপভোগ করা যায়।** ২৪ পরগণা আলীপুর জজ আদালতের উকীল ও ভবানীপুর কাঁসারীপাড়ার সুবিখ্যাত "গোপীনাথ দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স" নামক সোনা রূপার অলঙ্কারের দোকানের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দত্ত বি, এল, সেদিন যে সময়ে এই "মাতৃপূজা" যাত্রার অভিনয় দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর তাঁহার দোকানে উপস্থিত হইয়া কিছু সোনা রূপার দ্রব্য ক্রয় করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। দোকানের চাবিটা দ্বারকানাথ বাবুর নিকট থাকায় তাঁহাকে যাত্রার স্থান পরিত্যাগ করিয়া ষ্টলে আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তখন যাত্রার অভিনয়ে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, মহারাজের আগমন-সংবাদেও নিজের বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনায়ও অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকৃত ভাবুকের প্রাণে ভাবের বিকাশ হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভবপর, দ্বারকানাথ বাবুরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। বস্তুতই আমরা দ্বারবঙ্গের মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দর্শককে ক্ষণে ক্ষণে অপরিমিত আনন্দোপভোগ ও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছিলাম। আমাদের চক্ষুর্দ্বয়ও নিতান্ত শুষ্ক ছিল না। দেবদলের প্রতি দৈত্যের অত্যাচার, দেববালকের নির্য্যাতন, সহিষ্ণু দেবরাজের ও দেববালকগণের প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি, তাঁহাদের রক্ষার জন্য মহাশক্তির আবির্ভাব, অদৃষ্টচক্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, শুম্ভ পুত্র পূর্ণেন্দুর ন্যায়পরতা উদারতা ও সার্ব্বজনীন প্রেমবিতরণের চিত্রগুলি স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।** চরিত্রগুলির সকল অংশই প্রায়

সুন্দর হইয়াছিল। শক্ত্যানন্দ ও পূর্ণেন্দুর গানগুলিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকা যায় না। অন্যান্য প্রায় সমস্ত গানই বেশ মিষ্ট লাগিয়াছিল।*** অন্য কোন যাত্রার কোন পালাই যে এই মাতৃপূজার সমকক্ষ নহে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

হাওড়া হিতৈষী। ১১ই ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩১৩ সাল।

এ পালাটী বেশ লাগিয়াছিল, অনেকস্থলে কাঁদিয়াছিলাম।*** ত্রিদিবরঞ্জন বলিয়া এ পালাটীতে একটি বিদুষকের চরিত্র আছে। সে চরিত্রটীও ভাল, অভিনেতাটীও ভাল। তিনি যে সকল কথা বলিয়া হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন সেই সকল কথার মরমে মরমে অন্তঃটিপ্পনী নিহিত ছিল।*** একটী শ্লাঘার কথা যে দ্বারবঙ্গেশ্বর মহারাজ রামেশ্বর সিংহ স্বয়ং যাত্রার আসরে বসিয়া সমস্তক্ষণ যাত্রা শুনিয়াছিলেন এবং প্রীত হইয়াছিলেন।

বঙ্গবাসী। ১১ই ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩১৩ সাল।

গত রবিবারে প্রদর্শনীক্ষেত্রে যা'হা দেখিলাম, তাহা সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না ; অন্যান্য দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে এবার একটু যাত্রাভিনয় দেখিবার কৌতূহল জন্মে। যাত্রাভিনয় ভাবিয়া প্রথমে আগ্রহের মাত্রা তত বেশী হয় নাই, কিন্তু কয়েক মিনিট দেখিবার পর ক্রমেই আরও দেখিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ কাটিবার পর বস্তুতঃ আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহা নিতান্তই আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

*** অভিনয়ের বিষয় "মাতৃপূজা" বা "স্বর্গোদ্ধার"। রচয়িতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। শুম্ভ নিশুম্ভ স্বর্গলোক অধিকার করিয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। পরাজিত দেবগণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কুঞ্জবাবু যেরূপ অদ্ভুত দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান ভারতবাসীর প্রত্যেকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবে, সন্দেহ নাই! রচনাপারিপাট্যের, ভাষাসৌন্দর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, বলিবার ইচ্ছা হইলে এক কথায় বলিতে হয় যে, ইহা শ্রবণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়।

নাট্যে যতগুলি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চরিত্রগুলি নিতান্তই মনোমুগ্ধকর। "শুম্ভ" অসুর হইলেও দেবোপম আদর্শ চরিত। প্রজাপালন গুণের পরাকাষ্ঠা শুম্ভের পুত্র "পূর্ণেন্দু"তে দেখিতে পাওয়া যায়। "ত্রিদিবরঞ্জন" রহস্য উদ্দীপন করিতে অদ্বিতীয়। তাঁহার বাক্যে অনেক শিখিবার ও বুঝিবার আছে। শক্ত্যানন্দ সন্ন্যাসী, ইনি পরহিতে যেরূপ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। অভিনয় কার্য্যটীও অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

যাঁহারা উক্ত চরিত্রগুলি অভিনয় করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান "পূর্ণেন্দুকে" দিতে হয়।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর নাটকখানির এই অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিতবাদী, দৈনিক সংস্করণ। ৩রা ফাল্গুন, ১৩১৩।

MATRI PUJA.

("JATRA" BY BHUSAN DASS'S PARTY.)

On Sunday last (10th Fabrurary 1907) at about 2 P. M. in the after noon, the wellknown *Jatrawalla* Bhusan Das gave a nice rendering of a story of the Puran at the Exhibition ground. There was a very large and distinguished gathering where the *Jatra* was held. Among those present we noticed Babus Surendranath Banerjea, Krishna Kumar Mitra, Pandit Kali Prasanna Kavyavisarada, Dr. Nilratan Sircar. Mr. J. Banerjee and other distinguished leaders of the educated society of Calcutta. *Matri Puja* or the worship of the Primordial Energy—the Mother Energy of all creation is nothing but the invocation of the Power. Divine to endow man with the manhood and energy needfull to cast off the trammels of all woe and sorrow. The story runs thus :—Sumbha and Nisumbha were two demons, who by the sheer force of psychical and material power—by the widening of knowledge both physical and mental, succeeded in usurping the dominion of Heaven. They drove away Indra, the King of Heaven, made a captive of his wife Sachi and established a perfect system of despotic governing over the gods and other denizens of the upper world. The demoniac autocracy of brothers Sumbha and Nisumbha proved very galling to the gods. They were shorn of all power and wealth and converted into mere hewers of wood and drawers of water —a veritable gang of coolies to cater to the luxury of the conquerors. A re-action came in ; in distress, in misery, in want and desperation the gods became united among themselves. They then found out that they were lagging far behind the demons in knowledge and power—in organisation and system. Then they began to invoke the Energy Divine—the Mother of all creation to give them knowledge, power, boldness and spirituality. The goddess was at last propitiated, not only by the eagerness and devotion of the gods, but mainly because she felt herself alienated from the demons by their love of luxury, sordid materialism, atheism and unbearable despotism over the

protected and disarmed gods. The demons were finally defeated by the gods and the Primordial energy manifested herself in the shape of Kali—the goddess of destruction.

This story is also the basis of the Durga Puja. Bhusan Dass has succeeded in hanging on his peg of a mythological story some of the finest points of a first class drama. There is an under-current of pathos—deep and all-absorbing—that pervate through the entire piece. In the elucidation of some of the hazy points of Hindu mythology the dramatist very deftly put in many present day political and social ideas. The rendering is superb. The songs very nice and the actors are first class men. In fact the *Jatra* kept as it were bewitched some of the best and most intellectul of men amongst us for over eight hours at a stretch.

We would ask our countrymen to hear this *Jatra* of Matri Puja. It would be a revelation to many of them to find what untold wealth of thought and imagination lies embalmed in our Puranas.

THE BENGALEE. TUESDAY FEBRUARY 12, 1907.

Bhusan Dass's *Jatra* "Matri Puja" or the invocation of the Mother Energy was again played at the Indian Industrial Exhibition grounds last Sunday (11 Fabruary 1907) afternoon. There was a very distinguished assembly of noblemen and men of literature present to hear the *Jatra*. Among those present we noticed H. H. The Maharaja Bahadoor of Durbhanga, The Maharaja Sir J, Tagore, Raja Ranjit Singha of Nashipur, Mr. Justice B. L. Gupta, Dr. Pran Krishna Acharya, Dr. Chandra Sekhar Kali, Babus Baroda prosad Bose of the *Bangabasi*, Bihari Lal Sircar, Durgadas Lahiri, Panchkari Bannerji, Pandit Kaliprassanna Kavyavisarada Sachindraprasad Basu. Kabirajes Devendranath Sen and Upendra nath Sen. A large slice of the plot under the *Shamiana* was screened in to make room for the lady visitors. Near about four thousand people, ladies and gentlemen, sat for about 10 hours to hear the *Jatra*.

The writer of the drama, is Babu Kunja Behari Ganguli. The book is something of the sort of a straggling drama written out mainly to irrefutably establish some moral and religious principles and explain the esoteric meaning of a story of the Puran. It is something in the nature of an expository dialogue profusely interlarded with sweet and relieving songs. But the genius of the author is evidenced in his admirable adaptibility ; his wonderfull dovetailing

of the old with the new. The pauranic story of the incarnation c Kali the goddess of destruction is as old as the purans and ever Hindu boy knows the story. But to draw out in bold relief, with few master strokes of his literary brush, the ethical and politic significance of the entire piece of mythology, is what has secure for the writer a high place in the gallery of Bengal poets and dramatists.

The Tantric conception is that the All pervading Energy—the Mother Creator of the Universe—demonstrates herself in concrete forms or shapes, when necessity arises both in the material o physical and the moral or social worlds. When the outer crust o this created globe of earth demands a renovation, there comes cataclysm and everything old is turned topside the other way and a new and rejuvenated world is evolved out of apparent chaos. Likewise when human society, on account of the perversity of man, demands a renovation the Energy expresses herself in social cataclysms, in the subversion of the old to make room for the new.

The devatas or the gods of heaven had become degenerate and the demons from the nether world under the leadership of Sumbha and Nisumbha with sheer material force won the kingdom o heaven. The devatas in their defeat were not submerged or swallw yed up by the demons. The maintained their individuality and they could not forget their past glory ; hence they keenly felt the yoke of subordination. On the other hand the demons, flushed with success and unquestioned power, gave themselves up to luxury They slowly became degenerate, lost their sturdy manhood in the enjoyment of pleasures. The result of luxury and unbounded power is despotism—mean, low, grinding and smashing despotism. And the *devatas* smarted under this despotism. They saw where the superiority of the dominant caste lay and they began to invoke the Energy Primordial to give them the needful manhood, pertinacity and power of renunciation,—that is to say they began to gain in strength and power ; and finally overthrew the demonical domination.

This has been dressed up by the author with the gorgeous and lively colours of Hindu Mythology. There is an educative effect of the *jatra*. It makes the hearer look to himself—to all that is going around and about him and it sets him athinking. This is what looks to be most precious in the entire performance. The "fool" of the play is not the "fool" or knave *a-la-mode* old drama, but a man with an infinite fund of humour, who easily and jauntily shows the ludicrous side of everything and serves as the eye-opener both to the *dramatis personæ* and the onlookers. He modernises the play, he drives the audience to introspection.

We need hardly say that we have felt edified with the performance and we do not know how to thank both the author and the performers. THE BENGALEE, THURSDAY FEBRUARY 21, 1907.